www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

চলছে রাজনৈতিক ধারাবাহিক
বিপন্ন গণতন্ত্র
চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫
ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

মুখার্জি'স থিয়োরি
ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা, ৪ আষাঢ় – ১০ আষাঢ়, ১৪২২ ঃ ২০ জুন – ২৬ জুন, ২০১৫

Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No. 34, 20 June - 26 June, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর ...

সাত দিন, সাত সকাল, সাত রং। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা রঙ ছড়িয়ে রেখে গেল। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে আমাদের এই নতুন বিভাগ দিনগুলি মোর। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : এ সপ্তাহের সকালটা শুরু হল এক নতুন ছবি দেখে। রাজ্যের শাসক ও বিরোধী দলগুলির জোট সচরাচর দেখা যায় না। তাই হল, কেন্দ্রীয় সরকারের জমি বিলের প্রতিবাদে তৃণমূল, সিপিএমসহ বামেরা ও কংগ্রেস এককাট্টা হয়ে বিধানসভায় পাশ করালো এক সর্বসম্মত প্রস্তাব যা পাঠানো হবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। রাজ্যের একমাত্র বিজেপি বিধায়ক শমীক ভট্টাচার্য অবশ্য প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর সমর্থন ছাড়াই সর্বসম্মত প্রস্তাব বলা হল কিভাবে? সে যাই হোক একটা বন্ধুত্বের পরিবেশ তো তৈরি হল। সেটাই অনেক।

সেই দিনই অন্য এক খবরে বাঙালির রসনা তৃপ্ত করতে মৎস্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি কেউ যেন ছোট ইলিশ না ধরে। ৫০০ গ্রামের নিচে ইলিশ ধরলেই শাস্তি। এই সতর্কতা প্রতিবছরই দিয়ে আসছে সরকার। অবশ্য তার ফলও মিলেছে এবার। কাকদ্বীপ–নামখানা থেকে দীঘা, সর্বত্র জালে উঠছে বড় বড় ইলিশের ঝাঁক। ব্যস, বাঙালির চলে এল জিভে জল। কিন্তু কেনার উপায় নেই। দাম যে আগুন।

রবিবার : ছুটির দিনের সকালটা মনটা খারাপ হয়ে গেল। ই–গভর্ন্যাস পরিষেবায় পিছিয়ে পড়েছে আমাদের রাজ্য। ৩৬টা রাজ্যের মধ্যে আমাদের স্থান ২০ নম্বরে। এমনকি আমাদের থেকে এগিয়ে গিয়েছে ছত্তিশগড়–মিজোরাম। কেরালা দিয়েছে ১০ হাজার পরিষেবা আর আমরা দিচ্ছি মাত্র ৯৫টি। ছত্তিশগড়ে প্রতি হাজার জনে পরিষেবা পায় ৮৬২ জন। আমাদের রাজ্যে হাজারে মাত্র ২৬৩। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তো ফেসবুক, ট্যুইটারে অভ্যস্ত। ই–পরিষেবায় তাঁর উৎসাহ যথেষ্ট। তাহলে ঘাটতি কোথায়? সদিচ্ছার কি?

সোমবার : সোমবারের সকালটায় হঠাৎ কাদা ছিটে গেল সদ্য একবছর পার করা মোদি সরকারের সাদা পোশাকটায়। আর্থিক কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত ললিত মোদিকে বিদেশে যাওয়ার ভিসা পাইয়ে দিতে নাকি সুপারিশ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। প্রশ্ন উঠেছে তবে কি বিদেশে পালাতে সাহায্য করেছেন তিনি? পাল্টা যুক্তি দিয়েছেন সুষমাও। পাশে আছে দল– মন্ত্রিসভাও। তবে বিরোধীরা এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে বিপাকে ফেলতে মরিয়া। কাজিয়া চলছেই। নতুন ইস্যু। সরকার কিভাবে মোকাবিলা করে সেটাই দেখার।

এদিন রাজ্যের ঋণ নিয়েও কাজিয়া জমে উঠল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী বারবার অভিযোগ করেন ঘাড়ে বিপুল ঋণের বোঝা। কেন্দ্র কোনও আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে না। এদিন এর সাফ জবাব দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। হিসাব দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন সরাসরি সাহায্য করতে না পারলেও রাজ্যকে এবার নানা ভাবে অনেক বেশি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারা তা দিয়ে ঋণ শোধ না করে দান–খয়রাতি করেছে। চাপানউতোর বজায় থাকবে অর্থনীতির কূটচালিতে। কিন্তু মরছে যে সাধারণ মানুষ।

মঙ্গলবার : ঠিক যেন যাদবপুরের ছবি। উপাচার্যকে সরাবার জন্য পড়ুয়ারা যেভাবে আন্দোলনে সামিল হয়েছিল পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটে এখন সেই একই পরিস্থিতি। এই সংস্থার চেয়ারম্যান পদে এবার বসেছেন আমাদের পরিচিত অভিনেতা মহাভারতের যুধিষ্ঠির গজেন্দ্র চৌহান। কিন্তু তাঁকে সরাবার জন্য এখানকার পড়ুয়াদের আন্দোলনে এখন উত্তাল ইনস্টিটিউট চত্বর। আমাদের খারাপ লাগে কারণ এখানে চেয়ারম্যান পদ অলংকৃত করেছেন ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেনরা।

আরও একটা সুখবর ছিল এদিন। টেট পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবেন ২০১২ সালে যারা অ্যাডমিট কার্ড পেয়েছে তারা। আর ২০১৪ সালে যারা টাকা জমা দিয়েছেন তারাও। অনলাইনে যোগাযোগ করার শেষ তারিখ ২২শে জুন।

বুধবার : ললিত মোদি বিতর্কে সুষমার পাশাপাশি যুক্ত হয়ে পড়লেন আর এক বিজেপি নেত্রী বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া। এদেরকে নিয়ে এখন নাজেহাল বিজেপি নেতৃত্ব। ক্রমশই সুর চড়াচ্ছে বিরোধীরা। বিজেপি নেতাদের বৈঠক চলছে রোজই। এই ঝড়ের মুখে মোদি কতটা অটুট রাখতে পারেন নিজেদের সেটাই এখন দেখার।

বৃহস্পতিবার : ফের লেকমলের চুক্তি নিয়ে শোরগোল শুরু। লেকমল বাঁধা দিয়ে ভেঙ্কটেশ নাকি ঋণ নিতে চায়। এর মধ্যে বিরোধীরা দুর্নীতির গন্ধ পাচ্ছেন মেয়র ও কলকাতা পুরসভার গায়ে। বিতর্ক কতদূর গড়ায় সেটাই এখন দেখার।

নতুন একটি বেসরকারি ব্যাঙ্ক জন্ম নিল এক বাঙালির হাত ধরে। আগেই খবরটি ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলায়। শেষ পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ছাড়পত্র দিয়ে দিল বন্ধনকে। আগামী আগস্ট থেকে কাজ শুরু করবে বন্ধন দেশ জুড়ে ৬০০ শাখায়। বাঙালির ইতিহাসে এক নতুন পালক যোগ করলেন চন্দ্রশেখর ঘোষ।

শুক্রবার : বিতর্ক কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না বিজেপি তথা নরেন্দ্র মোদির। ইন্দিরা গান্ধির জরুরি অবস্থা ভারতবাসীর কাছে এক অন্ধকার ইতিহাস। সেই জরুরি অবস্থা আবার ফিরে আসতে পারে বলে এক আলোচনা সভায় মন্তব্য করলেন বিজেপির প্রবীণ নেতা লালকৃষ্ণ আডবানী। শুরু হয়ে গেল বিতর্কের ঝড়। কাকে উদ্দেশ্য করে তিনি জরুরি অবস্থার কালো ছায়া দেখছেন তা অবশ্য খোলসা করেননি আডবানীজি।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর

জঙ্গলমহলে বিক্ষুব্ধ তৃণমূলীদের নিয়ে ফের সক্রিয় মাওবাদীরা

কুনাল মালিক

মাও অধ্যুষিত জঙ্গলমহল একদা খবরের শিরোনামে ছিল। ২০১১ সালে রাজ্যে পট পরিবর্তনের পর মাওবাদী শীর্ষনেতা কিষেণজি ২৪ নভেম্বর বুড়িশোলের জঙ্গলে নিহত হবার পর ধীরে ধীরে জঙ্গলমহল শান্ত হতে থাকে। তারপর একাধিক মাও নেতা–নেত্রী আত্মসমর্পণ করায় মাওবাদীদের অস্তিত্ব প্রায় মুছে যায়। ঝাড়খন্ড লাগোয়া পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় শান্তি ফিরে আসে। কিন্তু সম্প্রতি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা জানতে পেরেছে জঙ্গল মহলে আবার মাওবাদীরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সরকারি কাজকর্মের ক্ষেত্রে স্বজনপোষণ নীতি অনেক মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। তাছাড়া শাসক তৃণমূলের লোকজনদের মধ্যে চরম গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মাওবাদী নেতারা নতুন করে সদস্য বাড়াতে চাইছে। কিছুদিন আগে ছত্রধর মাহাতোর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ঘোষণা হবার পর, জঙ্গল মহলে অনেক মানুষ বিষয়টিকে মেনে নিতে পারেনি। ওই ঘটনার প্রতিবাদে ২৫ মে জঙ্গলমহলে মাওবাদীরা বন্ধ ডেকেছিল। সেই বন্ধে যথেষ্ট সাড়া মিলেছিল। গোয়েন্দা সূত্রের খবর মাওবাদী নেতা রঞ্জিত পাল পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলপাহাড়ীর বাঁশ

এমন দিন কি আবার ফিরে আসবে

পাহাড়ীতে ইতিমধ্যেই একটি স্কোয়াড নিয়ে বৈঠক করেছেন বিক্ষুব্ধ তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে। পুরুলিয়া–পশ্চিম মেদিনীপুরে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মাওবাদী নেতারা চাঁদা তোলাও শুরু করেছে। অনেক ব্যবসায়ী চাঁদা দিলেও ভয়ে পুলিশের কাছে জানায়নি। মাওবাদী নেতা বিকাশও জঙ্গলমহলে লুকিয়ে বিভিন্ন এলাকায় বৈঠক শুরু করেছে। পুরুলিয়ার বান্দোয়ানে নতুন করে মাওবাদীদের আনাগোণা শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর মাও নেতা রঞ্জিত পাল, বিকাশ, পার্বতী টুডু, বীরেন, হলধর গড়াইরা আবার সারা জঙ্গল মহল জুড়ে নতুন করে সংগঠন বাড়াতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ঝাড়খণ্ড থেকে ঘাটশিলা পাহাড় টপকে মাও নেতারা এ রাজ্যে আসছে। তৃণমূলের অনেক শীর্ষ নেতা মাওদের টার্গেট লিস্টে আছে বলে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা জানতে পেরেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে সে রিপোর্টও পাঠানো হয়েছে। ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগে জঙ্গলমহল আবার অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠতে পারে। প্রসঙ্গত, বাম জমানায় রাজ্যের বর্তমান শাসক দল তৃণমূলের সঙ্গে মাওবাদীদের ঘনিষ্ঠতার অভিযোগ উঠেছে বারবার। শত্রুর শত্রু ফর্মুলা মেনে এই সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বলে দাবি তৎকালীন শাসকের। পালাবদলের পর মুখটা বদলালেও পরিস্থিতি সেইরূপ হচ্ছে।

বিপুল টাকা তছরূপ সাঁকরাইল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে

ঈপ্সিতা সরকার

অনিয়মিত ওষুধের জোগান, এএনএম এর শূন্যপদ বহাল থাকা, পর্যাপ্ত শয্যা তথা প্রসূতি বিভাগ না থাকা, নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বন্ধ হয়ে যাওয়া এহেন বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত সাঁকরাইল ব্লকের উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর আলোকপাত করা হয়েছে পূর্বেই। সম্প্রতি মুকুটে যুক্ত হয়েছে নতুন পালক। পরিষেবাগত ত্রুটির অন্ধকারকে অতিক্রম করে গিয়েছে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এক করণিকের দুর্নীতি।

ব্লকের একমাত্র স্বাস্থ্যকেন্দ্র হাজি এস টি মল্লিক বিপিএইচসি (ব্লক প্রাইমারী হেলথ্ সেন্টার)এর করণিক গৌতম ঘোষ এর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে সাঁকরাইল থানার পুলিশ উদ্ধার করল স্বাস্থ্য দপ্তরের বিপুল পরিমাণ টাকা। অঙ্কটা নেহাত সামান্য নয়, নগদ ১৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। গৌতমবাবুর বিরুদ্ধে কয়েক বছর ধরেই বেআইনিভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা তছরুপের অভিযোগ ছিলই। শুধু প্রমাণের অভাবে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়নি। বহুদিন ধরে পুলিশের চোখে ধুলো দিলেও শেষ রক্ষা হলনা। ৪ঠা জুন রাতে অতর্কিত অভিযান চালিয়ে গৌতমবাবুর বাড়িতে একটি ট্রাঙ্ক থেকে পাওয়া গেল ওই বিপুল পরিমাণ অর্থ। পুলিশকর্তাদের সন্দেহ তদন্ত চললে মিলতে পারে আরও টাকার হদিস। বিষয়টি সম্পর্কে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ঋতু রায় সম্পূর্ণ নীরব। এই ঘটনার আড়ালে আরও অনেকেই জড়িত রয়েছে এমনটা অনুমান করছে পুলিশ। ঋতু রায়ের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন হাওড়া জেলার সিএমওএইচ ভবানী দাস। কয়েক বছর ধরে চলতে থাকা এই দুর্নীতির সঙ্গে কি শুধু গৌতমবাবুই জড়িয়ে নাকি কেঁচো খুঁড়তে কেউটে'রও সন্ধান মিলবে এর উত্তর এখন পুরোপুরি তদন্ত সাপেক্ষ। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই তখনই বেশি শক্ত হয়ে ওঠে যখন খোদ রক্ষকই ভক্ষকের ভূমিকা পালন করে। এমন উদাহরণ তুলে ধরা যায় ভুরি ভুরি। সেরকমই এক ঘটনার প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে প্রতিবেদকের এই কলমে যেখানে সাঁকরাইল একটি নাম মাত্র।

বৃষ্টি নেই, তাই দশ শতাংশ জমিতেও আমনের বীজতলা ফেলা যায়নি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ২৯টি ব্লকেই বৃষ্টির ঘাটতির কারণে আমন ধানের বীজতলা তৈরি করতে সমস্যায় পড়েছেন কৃষকরা। আষাঢ় মাস হয়ে গেল এখনও বীজতলা তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় বৃষ্টি হয়নি। গত বছর যেখানে ১৫০০ হেক্টর জমিতে বীজতলা ফেলা সম্পন্ন হয়ে যায় সেখানে মাত্র ১০০০ হেক্টর জমিতে এবছর বীজতলা ফেলা হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কৃষি তথ্য আধিকারিক প্রতুল দাস জানালেন, আমরা প্রতিদিনই মনিটরিং করছি। বৃষ্টি খুব কম হওয়ায় বীজতলা তৈরি করতে সমস্যা হচ্ছে।

সব জেলার একই চিত্র

তবে আশার কথা গত কয়েকদিন কিছুটা বৃষ্টি হয়েছে। তাতে বীজতলা ফেলার কাজে গতি এসেছে। জুন মাসের শেষ দিকে পর্যাপ্ত বৃষ্টি হলে বীজতলা রোপনের সমস্যা হবে না। আমাদের জেলায় ৩,৫৩,৫১৫ হেক্টর জমিতে আমন ধান চাষের টার্গেট আছে। অনেক সময় দেখা গিয়েছে জুলাইয়ের শেষ দিক থেকে আগস্টের ১৫ তারিখ পর্যন্ত ভালো বৃষ্টি হয়। তখনও বীজতলা এই জেলায় রোপণ করে ভাল ধান উৎপাদন হয়েছে। এই জেলায় এবার কি খরার সম্ভাবনা আছে? এই প্রশ্নে প্রতুলবাবু বলেন, সে কথা ঘোষণার এখনও সময় হয়নি।

বর্ষায় বাঁচবে ডায়মন্ডহারবার

মেহেবুব গাজি

বর্ষার মুখে বুধবার দুপুরে ডায়মন্ড হারবার পুর এলাকার নিকাশি সমস্যা নিয়ে বৈঠক হয়ে গেল মহকুমা শাসকের দফতরে। মহকুমা শাসক শান্তনু বসুর পৌরোহিত্যে এদিনের প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার ১ নম্বর ব্লকের বিডিও নির্মাল্য বাগচি, পুরসভার চেয়ারম্যান মীরা হালদার ও ভাইস চেয়ারম্যান পান্নালাল হালদার সহ ১৬টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা। প্রশাসন সূত্রের খবর, বৈঠকে একাংশ কাউন্সিলররা শহরে নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার জন্য বেআইনি নির্মাণ উচ্ছেদের দাবি করেন। বেআইনি নির্মাণের ক্ষেত্রে পুরসভা তৎপর হলেও স্থানীয় পুলিশ–প্রশাসনের সাহায্য না মেলায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উচ্ছেদ অভিযান চালানো যায় না বলে বৈঠকে মহকুমা শাসক শান্তনু বসুর কাছে অভিযোগ জানান ক্ষুব্ধ কাউন্সিলররা। এই অভিযোগ শোনার পর মহকুমা শাসক পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানসহ সমস্ত কাউন্সিলারদের পুর এলাকার বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিত করতে বলেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

বাজারে আগুন, সাধারণ মানুষ খাবে কি?

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রচণ্ড দাবদাহ থেকে মানুষ মুক্তি পেতে না পেতেই বাজারের শাক সবজি মাছ মাংস ডিমের অগ্নিমূল্যে ক্রেতাদের নাজেহাল অবস্থা। প্রচণ্ড গরমের সময়েও ডিম মাংস আনাজপত্র সহ আলুর মূল্য একটা ক্রয়সাধ্যের মধ্যে ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে মুরগির মাংস ১৪০ টাকা থেকে ২১০ টাকা কেজিতে পৌঁছেছে। ডিম ৪ টাকা থেকে ৫ টাকা হয়েছে। ঝিঙে ৪০ টাকা, ঢ্যাড়স ৩০ টাকা, পটল ২০ টাকা, পেঁপে ৩০ টাকা, চন্দ্রমুখী আলু ১৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষরা জিনিসপত্রের চড়া দাম দিতে হিমশিম খাচ্ছেন। কিন্তু অনেকেরই প্রশ্ন, হঠাৎ করে বাজার দর এত বাড়ল কেন?

রাজ্য সরকার উদাসীন

এখন তো বৃষ্টি শুরু হয়েছে, সবজি চাষও হচ্ছে। প্রচণ্ড গরমে যখন দর বাড়ল না, এখন বাড়ছে কেন? গরমের সময়ে মুরগির উৎপাদন কমে যায়। সে কারণে কিছুটা দাম বাড়তে পারে। ১৪০ টাকা থেকে ২১০ টাকা হয় কি করে। ডিমের দামও ৫ টাকায় পৌঁছে গিয়েছে। তাহলে সাধারণ মানুষ খাবে কি? অনেকে মনে করছেন এক শ্রেণির ব্যবসায়ীরা ইচ্ছাকৃতভাবে কালোবাজারি শুরু করতেই বাজারের এই অগ্নিমূল্য। রাজ্য সরকার এখনও বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে কোনও তৎপরতা না দেখানোও সাধারণ মানুষ হতাশ। সব রাজনৈতিক দলগুলিও এ ব্যাপারে চুপচাপ।

বিধানসভা নির্বাচনের টিকিট পেতে মরিয়া দৌড় শুরু

কল্যাণ রায়চৌধুরী

মাত্র কিছুকাল আগেও সারদা কান্ডকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের প্রায় কোণঠাসা অবস্থা ছিল। কিন্তু বনগাঁ লোকসভা ও কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভা এই দুটি উপনির্বাচনে জয়ের পর শাসকদলের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। যে আত্মবিশ্বাসের সুফল রাজ্যে সদ্য সমাপ্ত পুর নির্বাচনে পাওয়া গিয়েছে। তাই এবার আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে এখন থেকেই তৃণমূলের অন্দরে রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছে। যাতে দলের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব ছাড়াও সামিল প্রাক্তন সাংসদও। ক্ষমতা দখলের লড়াইকে কেন্দ্র করে শাসকদল তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল যে কোনও পর্যায়ে পৌঁছেছে তা সম্প্রতি ধাপার পার্টি অফিস ভাঙচুরের ঘটনাতেই প্রমাণিত।

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বিধানসভা আসনগুলির মধ্যে যে আসনটি তুলনামূলক বেশি বিতর্কিত, সেটি হল বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত হাড়োয়া বিধানসভা কেন্দ্র। এই কেন্দ্রর বর্তমান বিধায়ক জুলফিকার আলি। যার বিরুদ্ধে দলের অভ্যন্তরেই বহু দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এই কারণেই দলীয় বিভিন্ন নেতৃত্ব, কর্মী সমর্থকরা নিশ্চিত যে জুলফিকার এবার আর টিকিট পাবেন না। এই সম্ভাবনা যত উজ্জ্বল হয়েছে ততই হাড়োয়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তালিকা দীর্ঘায়িত হয়েছে। যে তালিকায় রয়েছে হাড়োয়ার স্থানীয় নেতৃত্ব ছাড়াও দেগঙ্গা ও বারাসত ২ অঞ্চলের নেতৃত্বরা। হাড়োয়া বিধানসভা নিয়ে দলীয় নেতৃত্বের এত উৎসাহের কারণ সম্পর্কে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা গেল, বর্তমান বিধায়কের টিকিট না পাওয়ার কারণ ছাড়াও রয়েছে আরও কয়েকটি দিক। প্রথমত হাড়োয়া বিধানসভা এলাকায় তৃণমূলের সংগঠন অত্যন্ত মজবুত। দ্বিতীয়ত সব নির্বাচনেই এই বিধানসভা আসনে লিড থাকে অনেক বেশি। ফলে আসনটি নিরাপদ। তৃতীয়ত, বর্তমান বিধায়কের শিবির বাদ দিলে বাকি শিবিরে উল্লেখযোগ্য কোনও দ্বন্দ্ব নেই। এ কারণে দলকে পুরোপুরি পাশে পাওয়া যাবে। চতুর্থত এই বিধানসভা কেন্দ্রটি ভেড়ি কেন্দ্রিক হওয়াতে এখানে টাকা উড়ছে। ফলে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার খরচ হোক বা দলের মিটিং মিছিলের খরচই হোক, টাকা জোগাড়ে কোনও সমস্যা হবে না। এইসব কারণেই এই আসনকে কেন্দ্র করে প্রতিযোগীরা যার মতো করে ঘুঁটি সাজানোর প্রক্রিয়ায় নেমে পড়েছে। আর এই প্রতিযোগিতার তালিকায় প্রায় প্রথমেই রয়েছে হাড়োয়ার স্থানীয় এক প্রবীণ জেলা পরিষদ সদস্যের নাম। যার নাম গত বিধানসভা নির্বাচনের সময়েও শোনা গিয়েছিল। ভাল ব্যবহার সকলকে নিয়ে চলার ক্ষমতা ও স্বচ্ছ ভাবমূর্তির এই প্রতিযোগীকে এগিয়ে রাখলেও জেলা নেতৃত্বের লবির প্রশ্নে ইনি কিছুটা পিছিয়েই আছেন বলা যায়। এছাড়াও এই দৌড়ে রয়েছেন পঞ্চায়েত সমিতির এক বলিষ্ঠ সদস্য। যিনি রাজনৈতিক নৈপুণ্য, দূরদর্শিতা, প্রশাসনিক কাজ বোঝা ও রূপায়ণের নিরিখে এগিয়ে রয়েছেন। এমন কি দলীয় জনপ্রিয়তাতেও ইনি এগিয়ে আছেন। এছাড়াও এই দৌড়ে সামিল স্থানীয় একটি পঞ্চায়েতের প্রধান ও স্থানীয় স্তরের নেতৃত্বরাও।

যারা নিজ নিজ এলাকায় বিভিন্ন দলীয় কাজের মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রমাণিত করেছেন। এরা ছাড়াও এই দৌড়ে রয়েছেন স্থানীয় ব্লক স্তরের দলীয় শীর্ষপদে থাকা এক নেতাও। যিনি সিপিএমের আমল থেকে দলকে সংগঠিত করার কাজ করে চলেছেন। সিপিএমের হাতে মার খেয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা এই নেতা দলের ভিত শক্ত করার নিরলস প্রয়াস চালালেও কখনও কোনও নির্বাচনে প্রার্থী হবার দৌড়ে সামিল করেননি নিজেকে।

এরপর পাঁচের পাতায়

বাজারে হঠাৎ করেই ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত

বর্ষার ঘাটতি মিটেও যেতে পারে

শুদ্ধাশিস গুহ

শেয়ার বাজার কারও ধার ধারে না। নিজের মুড অনুযায়ী চলে এসে। তাতে কার কি এল–গেল তা গ্রাহ্যই করেনা অর্থবাজার। যখন পুরো ভারতীয় বাজার জুড়ে শোনা যাচ্ছিল তীব্র পতনের গল্প তখন কোন এক মন্ত্রবলে ফের বেড়ে চলেছে ভারতীয় সূচক। উপর্যুপরি দুদিন এই বাড়া শুধু অব্যাহত আছে তা নয়। গত দুদিনে আট হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে নিফটি ওপরে থেকেছে তা যথেষ্ট আশ্চর্যের। দীর্ঘ প্রায় তিন–চার মাস নিফটি রগড়েছে এই আট হাজারের ঘরে। ভাঙলেও মচকাবো না এই পণ নিয়ে বারংবার অক্ষত থেকে গিয়েছিল আট হাজারের ঘর। এমতাবস্থায় ভাবাই যায়নি বাজারটা হঠাৎ ম্যাজিকের মতো ঘুরে যাবে। কারণ ৮ হাজার ভাঙার পর নিফটির তলদেশ কতটা নিচে হতে পারে তা নিয়েই বিশেষজ্ঞরা সব গল্প মারছিলেন। এমনকি ৬৮০০ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল নিফটির অন্তিম বেস লেবেল হিসেবে। সেখানে মাত্র দুদিনের মধ্যে ভারতীয় বাজারের এভাবে ঘুরে যাওয়া অন্তত এখনও পর্যন্ত আশ্চর্য করছে লগ্নিকারীদের। এটা নয় যে বিদেশি বা এফএফআই–রা ভারতের বাজারে ক্রেতার ভূমিকায় আছেন। বরং এখনও নিয়ম করে তারা বেচে চলেছেন। বেচাকে এই মুহূর্তে অভ্যেসে রূপান্তরিত করে ফেলেছেন এই বিদেশি ইনভেস্টররা।

এখানেই অস্টমাশ্চর্য। বিদেশিদের এত বেচার পরেও ভারতের বাজার বাড়ছে কিভাবে? এর একটা হাতেকলমে উত্তর রয়েছে। তা হল বিদেশিদের ক্রমাগত বিক্রির পাশাপাশি দেশীয় লগ্নিকারী বা ডিআইআইরা পালটা কিনে চলেছেন। তাতেও সমাধানসূত্র মিলছে না পুরোপুরি। সাম্প্রতিক অতীতে দেখা গিয়েছে বিদেশিরা একবার বেচুবাবু হয়ে উঠলে বাজারের শিরদাঁড়া ভেঙে যায়। সেই নেতিবাচক অবস্থা যখন হচ্ছে না তখন নিশ্চয়ই এমন কোনও বেড়াল ঝোলাতে রয়েছে যার ফলে ভারতের বাজার ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে। হয়তো বা ভারতীয় সর্বোচ্চ আধিকারিক মানে সরকার বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এমন

কিছু সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন বা ঘোষণা করতে চলেছেন যা আগাম অনুমান করে বাজার এভাবে টানছে ওপর দিকে।

এই সপ্তাহের প্রথম দিনেই বুলদের মুখে বেশ হাসিহাসি ভাব। ভাবখানা এমন বেয়ারদের আধিপত্য বা নেতিবাচক সব ব্যাপার স্যাপার বাজার থেকে এবার উধাও। সামনে ভরপুর তেজিয়ান বাজার। এমনটা কিন্তু নয় বলেই মনে হচ্ছে। এটা হতে পারে আপাতত কয়েকটা দিন বাজার এই উর্দ্ধমুখী প্রবণতা ধরে রেখে আরও কিছুটা ওপরে উঠল। সেক্ষেত্রে নিফটি অন্তত পক্ষে ৮২০০–৮২৫০–এর কাছেপিঠে পৌঁছাতে পারে। এর ওপর যাওয়ার মতো জ্বালানী এই মুহূর্তে বাজারের সংগ্রহে নেই বলেই মনে হচ্ছে। হতে পারে ওই জায়গায় পৌঁছানোর পর থেকে আরও জোরকদমে বেচতে শুরু করল বিদেশি লগ্নিকারী বা এফআইআইরা। তাহলে বাজার আবারও আট হাজারের ঘর ভেঙে নিচে আসবে। সেসময় হতে পারে নিফটি একধাক্কায় বড় সাপোর্টের জায়গা অর্থাৎ ৭৭৫০–৭৮০০–র কাছে চলে যেতে পারে। এতদিন পর্যন্ত আট হাজারের সাপোর্ট বাজার নিলেও এটা তো ঠিক যে ৮০০০ ছিল সাইকোলজিক্যাল বা মনস্তাত্ত্বিক সাপোর্ট। হতে পারে সাত হাজার আট–শোর কাছেই লুকিয়ে রয়েছে ভারতীয় অর্থ বাজারের আসল প্রাণভোমরা। ওখান থেকেই হয়তো কামব্যাক করবে বাজার। প্রমাণ করে দেবে ভারতের বুল রানের যে গল্প তা অব্যাহতই আছে। মাঝে কিছুদিনের মন্দা দেখা দিয়েছিল বার্ষিক ফলাফলের নিম্নগামিতা, অপর্যাপ্ত বর্ষার পূর্বাভাষ ইত্যাদি কারণে। আসতে আসতে সেই সমস্যা মেটার সম্ভাবনা তৈরি হওয়াতে বাজার আবার দম ফিরে পেয়েছে।

বর্ষা নিয়ে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে বা বৃষ্টি কম হওয়ার ভবিষ্যতবাণী তা নতুন নয়। আবহাওয়ার পরিবর্তন, এল নিনোর উপস্থিতি, বিশ্ব উষ্ণায়নের মতো জটিল কারণের দ্বারা অনেকবার রুদ্ধ হয়েছে স্বাভাবিক বৃষ্টির পরিধি। পরে অনেকসময়ই দেখা গিয়েছে বৃষ্টির প্রাবল্য এসে এই আপাত সঙ্কট দূর করেছে। সেই ক্রিকেট ম্যাচের স্লগ ওভারের কেস আর কি। যেখানে প্রথম দিকের ব্যর্থতা ঢেকে দেয় পরের দিকের স্লগ ওভারের চালিয়ে খেলা। এবারেও মাঝপথে বর্ষা এভাবেই চালিয়ে খেলে বৃষ্টির অপ্রতুলতা দূর করবে এই সম্ভাবনা প্রবল। এও হতে পারে বর্ষার ঘাটতি দূর হওয়ার কারণেই নিফটি–সেনসেক্স পেখম মেলেছে ময়ূরের মতো। গত সপ্তাহ বা এর মধ্যে বহুবার এমন হয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজার অনেকটা বেড়ে ব্যাপক আশা সঞ্চার করেও পতনের সুরঙ্গপথে তলিয়ে গিয়েছে। ফলে আবেগের ঘনঘটায় না ভেসে সাবধানতা আবশ্যক। না হলে সেই ক্ষতি আর ক্ষতিপূরণের পুরনো গল্প।

মানে শেয়ার কেনা না দুমদাম বেচে দেওয়া কোনটা ভারতের বাজারের থিম সঙ হবে তা নিয়ে বেধে গিয়েছে ধুন্ধুমার যুদ্ধ। আসলে এমন কিছু আশ্চর্য প্রদীপ বর্তমান নরেন্দ্র মোদির সরকার আমদানি করতে পারেনি এখনও পর্যন্ত যার ওপর নির্ভর করে লাগাতার বাড়তে পারে সেনসেক্স। হঠাৎ করেই বাজার আবার দিনের সর্বনিম্ন জায়গার কাছে এসেও ঘুরে যায়। এমন ঘটনা আকছার ঘটছে। তবে এমন কিছু ভালো জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে পারেনি যাতে মনে হয় সব ঠিক হো গয়া। বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশ বলছেন এই বাজারকে অন্ততপক্ষে ৮৩৮০–র ওপরে গিয়ে থিতু হতে হবে। না হলে কপালে আবারও দুঃখ আসতে পারে। এখানে একটা জিনিস দেখা খুব জরুরি। টেকনিক্যাল পরিভাষা মেনে যে বা যারা কাজ করেন তাদের কাছে ইতিবাচক কিছু উপাদানও জুটে গিয়েছে।

এই যেমন বাজার সেই আট হাজার টেস্ট করার অব্যাবহিত পর থেকেই একটা ব্যাপার লক্ষ্যণীয় যে নিফটি আগের দিনে যে লো বা নিচু অবস্থান করছে পরের দিন তা তো ভাঙছেই না বরং কিছুটা ওপরেও থেকে যাচ্ছে। ওপর দিকে ওঠার ক্ষেত্রেও নয়া নয়া উচ্চতার তলাশ চালাচ্ছে বাজার। নিঃসন্দেহে এই ঘটনা বাজারের পক্ষে ভালো। মনে করা যেতেই পারে ভারতীয় নিফটি আট হাজারের ঘরে মোক্ষম সাপোর্ট নিয়ে বসে আছে। এই সাপ–লুডো খেলার কারণ কী? জানতে চাওয়াতে কিছু কিছু অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ একবাক্যে জানাচ্ছেন এটা বাজারের বটমিং বা বেস তৈরি করার সঙ্কেত বহন করছে।

বাজার বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন এইসময় চুপ করে সময়ের জন্য তৈরি হতে হবে। হুট করে কিছু কিনতে গেলে পরে পস্তাতে হতে পারে। কারণ আজ ভালো শেয়ারের দাম এত নিচে চলে আসায় যদি আপনি লাফিয়ে উঠে কিছু কিনতে যান তাহলে হতে পারে সেটির দাম আরও পড়ে গেল। এই ধরণের পরিস্থিতিতে প্রায়শই ট্রেডাররা বটম ফিশিং করে থাকেন। ঘোলা জলে মাছ ধরা বা নিম্নতল ভেবে মৎস শিকার করতে যাওয়া শেয়ার বাজারের নিরিখে খুব খারাপ অভ্যেস। কারণ এই বাজার হল সমুদ্রের মতো। এর কোনটা যে অবতল আর কোনটা উচ্চতল তা বোঝা বেশ দুষ্কর। এটা ঠিক সামনে ভালো কোম্পানির শেয়ার কম দামে দেখলেহবে নিজস্ব বুদ্ধি এবং বিবেক কি বলছে তার ওপর।

শেয়ার বাজারে যেমন লাভ করা সম্ভব তেমন আবার কঠিন পরিস্থিতিতে এই বাজার সবসময় আপনার সঙ্গে ঠিকঠাক ব্যবহার নাও করতে পারে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে বিপরীতধর্মী পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয়। তাতেই হয়তো লাভবান হওয়ার পথ খুঁজে পাওয়া যাবে। এর ওর কথায় ট্রেড করতে যাওয়া একদমকেনার জন্য হাত নিশপিশ করতে থাকে। এখানেই একটু সংযমী হওয়া প্রয়োজন। কারণ ভুল ট্রেডের দ্বারা আপনার পুঁজি অরক্ষিত হয়ে উঠতে পারে। সম্পদ বা শেয়ার সুরক্ষিত রাখতে এই সময়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ভালো কাজ দেয়। একইভাবে তার সঙ্গে যোগ করতেউচিত নয়। যার জন্য আপনার সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বাজার যখন পড়ে তখন অপেক্ষা করা যেমন শ্রেয় তেমনই আবার প্রতিটি উত্থানে বিক্রি করাটাও অভ্যেসে পরিণত করতে হবে। বলাইবাহুল্য এই কথা প্রযোজ্য যারা রোজকার লগ্নিকারী। যারা দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে ভালো শেয়ার কিনেছেন তারা অপেক্ষা করতেই পারেন। আগামী বছর তিন–চারেক বাজার ভালো গতিতেই এগোবার কথা।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২০ জুন – ২৬ জুন, ২০১৫

মেষ : প্রেম প্রীতির বিষয়ে সময়টি অত্যন্ত শুভ। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। সাবধানে চলাফেরা করবেন। কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে।

বৃষ : বুদ্ধির ভুলে ক্ষতির যোগ রয়েছে। ক্রয়–বিক্রয় ব্যবসায় খুব বেশি লাভবান হতে পারবেন না। দূর ভ্রমণ যোগ রয়েছে। আধ্যাত্মিক চেতনা বৃদ্ধি পাবে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

মিথুন : ক্রোধকে সামলিয়ে চলার চেষ্টা করুন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে, উচ্চ শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে সময়টি শুভদায়ক। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। শরীর ভাল যাবে না।

কর্কট : শিক্ষায় মনের মত ফল পাওয়া যাবে না। শিল্পী ও সাহিত্যিকদের পক্ষে সময়টি শুভদায়ক, আর্থিক বিষয়ে নিশ্চিত বাধা আসবে। দায়িত্বমূলক কাজে মনোনিবেশ করতে পারবেন না। বিবাহ যোগ্য যোগ্যাদের বিবাহের যোগ রয়েছে। ব্যবসায় লাভ হবে।

সিংহ : মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাবেন। বন্ধুদের থেকে সতর্ক থাকবেন। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলার চেষ্টা করুন, নতুবা আপনার বদনাম হয়ে যাবে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। প্রতারক থেকে সাবধান থাকতে হবে। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে।

কন্যা : বিবিধ প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে ঝামেলা–ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে হবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন।

তুলা : উচ্চমার্গের ব্যক্তির সহায়তা পাবেন। যে কোনও কলা শিল্পে সাফল্য পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। দায়িত্বমূলক কাজগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে পারবেন। শরীর মাঝে মাঝে খারাপ হবে। সাবধান থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

বৃশ্চিক : অর্শ, আমাশয় কষ্ট পাবেন। কর্মক্ষেত্রে সতর্কের সঙ্গে চলতে হবে। শত্রুরা ক্ষতি করার জন্য তৎপর হয়ে আছে। আধ্যাত্মিকতায় সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ।

ধনু : খাওয়া দাওয়া অতি সতর্কে করতে হবে। হজমশক্তির গোলমাল, ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট, নাড়ী ঘটিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে নূতন কিছু না করাই ভালো। লেখাপড়ায়, সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন।

মকর : ব্যবসা–বাণিজ্যে বাধার মধ্যেও সফলতা পাবেন। নূতন নূতন যোগাযোগ আসবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। অন্যের দায়িত্ব উপযাচক হয়ে নিতে যাবেন না, প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে শত্রুতার যোগ রয়েছে।

কুম্ভ : আর্থিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা আসবে। চঞ্চলতার জন্য শিক্ষায় ক্ষতি। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলা সম্ভব হবে না। প্রবল শত্রুতার যোগ রয়েছে। খুব চিন্তা করে কাজে নামতে হবে।

মীন : শিল্প কলায় পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যাবে। সুনাম, যশ বৃদ্ধি পাবে। আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটবে, ভ্রমণ যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। সন্তান বিষয়ে শুভ হবে।

রেলে ১৩৩ অ্যাপ্রেন্টিস

কাজের খবর

উত্তর–পূর্ব রেল 'অ্যাপ্রেন্টিস' হিসাবে ১৩৩ জন লোক নিচ্ছে। মাধ্যমিক পাশ ছেলেরা আইটিআই থেকে ফিটার, ওয়েল্ডার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, কার্পেন্টার, পেইন্টার (জেনারেল) ও মেশিনিস্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ করলে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য আবেদন করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আইটিআই কোর্স পাশ না হলে আবেদন করবেন না। বয়স হতে হবে ২–৬–২০১৫'র হিসাবে ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর , ওবিসিরা ৩ বছর, শারীরিক প্রতিবন্ধীরা ১০ (তপশিলী হলে ১৫, ওবিসি হলে ১৩) বচর আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। সব ট্রেডই ১ বছরের।

ট্রেনিং দেওয়া হবে এইসব ট্রেডে ও কোন ট্রেডে ক'টি শূন্যপদ: (১) ফিটার–৪৬টি (জেনাঃ ২৪, ওবিসি ১২, তঃজাঃ ৭, তঃউঃজাঃ ৩)। (২) ওয়েল্ডার (জি অ্যান্ড ই)–২১টি (জেনাঃ ১১, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২, ওবিসি ৫)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ৩টি (জেনাঃ ২, ওবিসি ১), কার্পেন্টার ৩০টি (জেনাঃ ১৫, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ২, ওবিসি ৮)। পেইন্টার (জেনারেল) ২৮টি (জেনাঃ ১৪, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ২, ওবিসি ৮)। মেশিনিস্ট ৫টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১, ওবিসি ২)।

ওপরের মোট শূন্যপদের মধ্যে তপশিলী জাতির জন্য ১৫%, তপশিলী উপজাতির জন্য ৭.৫%, ওবিসি'দের জন্য ২৭% পদ সংরক্ষিত। ১৯৬১ সালের অ্যাপ্রেন্টিস আইন ও ১৯৬২ সালের অ্যাপ্রেন্টিস নিয়মানুযায়ী ট্রেনিং। তখন স্টাইপেন্ড পাবেন। হস্টেল নেই। ট্রেনিং শেষে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

আইটিআই কোর্স পাশের সার্টিফিকেট ও অন্যান্য প্রমাণপত্র দেখে মোট শূন্যপদের আড়াই গুণ প্রার্থীকে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হবে। আইটিআই যোগ্যতায় থাকবে ৮৫ নম্বর ও ইন্টারভিউয়ে থাকবে ১৫ নম্বর। দরখাস্ত করবেন সাধারণ 'A–4' মাপের কাগজে, নির্দিষ্ট বয়ান টাইপিং করার পর নিজে হাতে বল পয়েন্ট পেনে পূরণ করে। এছাড়াও বানান–সহ বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে www.ner.indianrailways.gov.in এছাড়াও পাবেন www.karmo-sangsthan.com ওয়েবসাইটের 'Download Forms' এর মধ্যে। তখন সঙ্গে দেবেন বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশাগত যোগ্যতা ও কাস্ট সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল আর এখনকার তোলা ও স্ব–প্রত্যায়িত করা পাসপোর্ট মাপের ফটো (দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে) পূরণ করা দরখাস্ত পৌঁছনো চাই ৪ জুলাইয়ের মধ্যে এই ঠিকানায় : The Chief Workshop Manager (P), Mechanical Workshop GKP North Eastern Railway, Gorakhpur, Pin–273 008.

মণিপাল স্কুল অফ ব্যাঙ্কিংয়ে ডিপ্লোমা কোর্স

আইডিবি আই ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্গালোরের মণিপাল স্কুল অফ ব্যাঙ্কিংয়ের যৌথ উদ্যোগে 'ব্যাঙ্কিং অ্যান্ড ফিনান্সের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা' কোর্স পড়ানো হচ্ছে। এই কোর্স পাশ হলে আইডিবিআই ব্যাঙ্কের 'অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার গ্রেড–এ' পদে চাকরি পেতে পারেন। ১ বছরের কোর্স। মোট খরচ ৩,৫০,০০০ টাকা। প্রথম ৯ মাস মাসে ২,৫০০ টাকা ও পরর ৩ মাস ইন্টার্নশিপ পিরিয়ডে মাসে ১০,০০০ টাকা স্টাইপেন্ড পাবেন। সফল হলে ওই পদে চাকরির সময় মূল মাইনে ১৪,৪০০–৪০,৯০০ টাকা। যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা এই কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। এবছর যাঁরা ডিগ্রি কোর্সের ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছেন, তাঁরাও আবেদনের যোগ্য, তবে তাঁদের বেলায় ১২ জুলাইয়ের মধ্যে পাশ মার্কশীট দেখাতে হবে। বয়স হতে হবে ১–৬–২০১৫'র হিসাবে ২০ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্ম তারিখ হবে হবে ২–৬–১৯৮৭ থেকে ১–৬–১৯৯৫'র মধ্যে তপশিলীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মনোনীত হলে এই কোর্স পড়ার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেতে পারেন। তবে চাকরি পাওয়ার পর ইএমআই মারফৎ ওই ঋণ শোধ করতে হবে। সীট : ৫০০ টি (জেনাঃ ২৫৩, ওবিসি ১৩৫, তঃজাঃ ৭৫, তঃউঃজাঃ ৩৭)। এর মধ্যে দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ৭, অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৮। সেশন শুরু জুলাইয়ে। বিজ্ঞপ্তি নং : 3/2015–16. প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে 'অনলাইন অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট' হবে ২ আগস্ট। এই পরীক্ষায় ২ ঘন্টার ২০০ নম্বরের ২০০টি প্রশ্ন হবে এই সব বিষয়ে : (১) রিজনিং, (২) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড, (৩) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ, (৪) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (স্পেশাল রেফারেন্স–সহ ব্যাঙ্কিং)। প্রতিটি পার্টে ৫০টি প্রান থাকবে ও প্রতি প্রশ্নে থাকবে ১ নম্বর।

নেগেটিভ মার্কিং আছে। পরীক্ষা হবে এইসব কেন্দ্রে : কলকাতা, ভুবনোবর, রাঁচী, পাটনা, গুয়াহাটি, নিউদিল্লি। (প্রতিটি পার্টে কোয়ালিফাইন নম্বর পেলে ইন্টারভিউয়ে ডাকা হবে। তপশিলী ও প্রতিবন্ধীরা ইন্টারভিউ দিতে দ্বিতীয় শ্রেণির ট্রেন বা, বাস ভাড়া পাবেন। ১৬ জুলাইয়ের পর ওয়েবসাইট থেকে কল লেটার ডাউনলোড করতে পারবেন। লিখিত পরীক্ষার আগে তপশিলী আর ওবিসিদের প্রি রিক্রুটমেন্ট ট্রেনিং হবে ২৭ জুলাই থেকে ১ আগস্ট, কলকাতা, গুয়াহাটি, রাঁচী, পাটনা, ভুবনেশ্বর ও নিউ দিল্লি।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৪ জুনের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.idbi.com এজন্য বৈধ ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও ফটো ও সিগনেচার ২০০ ডিপিআই'তে স্ক্যান করে নেবেন।

প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে Career' এ ক্লিক করে 'Online Application for Admission to IDBI Manipal School of Banking'এ ক্লিক করলে মূল ফর্ম পাবেন। তাতে যাবতীয় তথ্য দিয়ে Save করলে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাশওয়ার্ড পাবেন। এই পাশওয়ার্ড ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর ই–মেল মারফতও পাঠানো হবে। এবার ওই পাশওয়ার্ড ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে সেভ ডাটা কারেকশন করতে পারবেন। এই সুযোগ ৩ বার পাবেন। এরপর Payment Gateway'এ Online Mode–এ গিয়ে পরীক্ষা ফি বাবদ ৭০০ (তপশিলী ও প্রতিবন্ধী হলে ১৫০) টাকা ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড কিংবা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে দিতে পারেন, ২৪ জুনের মধ্যে। টাকা জমা দেওয়ার পর ই–রিসিপ্ট প্রিন্ট করে নিজের কাছে রেখে দেবেন। লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের সময় ই–রিসিপ্ট ও অন্যান্য প্রমাণপত্রের মূল নিয়ে যাবেন।

স্কুল সার্ভিসের 'টেট' এর দরখাস্ত নেওয়া শুরু

ফ্রেশার ছেলেমেয়েদের জন্য

পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় স্কুল সার্ভিস কমিশন রাজ্যের উচ্চপ্রাথমিক স্কুলে অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলে শিক্ষক–শিক্ষিকা পদের জন্য 'টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট বা 'TET 2015' এর জন্য দরখাস্ত নিচ্ছে। স্কুল সার্ভিস কমিশন ১০ জুন এক বিজ্ঞপ্তিতে (Advertisement No. 01/TET/2015, Memo No. 10895278 (iii)/CSSGESTT/2015) এই 'TET'এর নিয়মকানুন সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করে।

মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, ওবিসি, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়ের 'ফ্রেশার প্রার্থী' হিসাবে আবেদন করতে পারেন পেশাগত যোগ্যতা হিসাবে বি.এড/এলিমেন্টারি এডুকেশনের ডিপ্লোমা/বি.এল.এড/বি.এড (স্পেশাল এডুকেশন) কোর্স পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন। যাঁদের এই পেশাগত যোগ্যতা নেই, তাঁরাও এবার আবেদন করতে পারেন।

কোন কোন পেশাগত যোগ্যতার প্রার্থীদের ডিগ্রি কোর্সে নম্বরের বাধ্যবাধকতা কেমন তা নিচে দেওয়া হল। (১) যে কোনও শাখার ডিগ্রি কোর্স পাশরা এলিমেন্টারি এডুকেশনের ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে। (২) মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, ওবিসি ও প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে যে কোনও শাখার ডিগ্রি কোর্স পাশরা ১ বছরের বি.এড কোর্স পাশ হলে। (৩) মোট অন্তত ৪৫% (তপশিলী ও বিসি ও প্রতিবন্ধী হলে ৪০%) নম্বর পেয়ে যে কোনও শাখার ডিগ্রি কোর্স পাশরা এনসিটিই'র আগের নিয়মানুযায়ী ১ বছরের বি.এড কোর্স পাশ হলে। (৪) মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, ওবিসি ও প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশরা এলিমেন্টারি এডুকেশনের ৪ বছরের ডিগ্রি কোর্স পাশ হলে। (৫) মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, ওবিসি ও প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশরা ৪ বছরের বিএ/বিএসসি.এড কিংবা বিএএড/বিএসসিএড কোর্স পাশ হলে। (৬) মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, ওবিসি ও প্রতিবন্দী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে যে কোনও শাখার ডিগ্রি কোর্স পাশরা ১ বছরের বিএড (স্পেশাল এডুকেশন) কোর্স পাশ হলে।

ওপরের সব বিষয়ের ক্ষেত্রেই ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ টিচার্স এডুকেশন (এনসিটিই)/রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (আরসিআই)এর স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হতে হবে।

ডিএড (স্পেশাল এডুকেশন) যোগ্যতায় এবার যাঁরা 'টেট' দেবেন, তাঁদের বেলায় চাকরি পাওয়ার পর এনসিটিই'র স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে এলিমেন্টারি এডুকেশনের ৬ মাসের স্পেশাল প্রোগ্রাম কোর্স পাশ হতে হবে।

প্রার্থী বাছাই করবে পাচিমবঙ্গ সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশন। ২০১৫ সালে 'টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট' বা 'TET' (আপার প্রাইমারি লেভেল)–এর মাধ্যমে। এই 'TET' (আপার প্রাইমারি লেভেল)–এর মাধ্যমে। এই 'TET' এর সম্ভাব্য তারিখ ৩০ আগস্ট। পরীক্ষা হবে রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে। মোট দেড় ঘন্টার ১৫০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে (১) চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট ও পেডাগগি–৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন। (২) প্রথম ভাষা পেপার ৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন। (প্রশ্ন হবে গ্রামার ও কম্প্রিহেনশন বিষয়ে।) (৩) দ্বিতীয় ভাষা পেপার–৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন (প্রশ্ন হবে গ্রামার ও কম্প্রিহেনশন বিষয়ে)। (৪) (এ) এছাড়াও অঙ্ক ও বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকাদের বেলায় দিতে হবে অঙ্ক ও বিজ্ঞান বিষয়ে ৬০ নম্বরের ৬০টি প্রশ্নের পরীক্ষা। (৪) (বি) সোশ্যাল স্টাডিজ বিষয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকাদের বেলায় পরীক্ষা দিতে হবে সোশ্যাল স্টাডিজ বিষয়ে ৬০ নম্বরের ৬০টি প্রশ্নের পরীক্ষা।

কমার্স শাখার গ্র্যাজুয়েট বা, অন্য কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটেরা প্রথম ৩টি বিষয় ছাড়াও ৪(এ) বা, ৪ (বি) এর মধ্যে যে কোনও একটি বিষয়ের পরীক্ষা দিতে পারেন।

কমার্স শাখার গ্র্যাজুয়েট বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গ্র্যাজুয়েটেরা চাইলে অঙ্ক ও বিজ্ঞান বিষয়ে কিংবা সোশ্যাল স্টাডিজ বিষয়ের পরীক্ষা দিতে পারবেন। এই ১৫০ 'টেট' পরীক্ষায় ৬০% (তপশিলী, ওবিসি ও প্রতিবন্ধী হলে ৫৫%) নম্বর পেলে 'টেট' কোয়ালিফাই করতে পারবেন ও 'টেট' পাশের সার্টিফিকেট পাবেন। কোনও পেপারেই নেগেটিভ মার্কিন নেই। উত্তর দিতে হবে ও এমআর শীটে। 'টেট' এ সফল হওয়ার পর স্কুল সার্ভিস কমিশন আবার শূন্যপদ জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দরখাস্ত নেবে। তখন 'টেট' কোয়ালিপাই প্রার্থীরা সরাসরি ইন্টারভিউয়ে ডাক পাবেন 'টেট' এর অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারেবন এই ওয়েবসাইট থেকে www.westbengalssc.com কবে থেকে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে হবে তার সম্ভাব্য তারিখ ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৮ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত। এই ওয়েবসাসটে www.westbengalssc.com এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আইডি থাকতে হবে এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো ও সিগনেচার ১০–৩০ কেবি'র মধ্যে স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে সাদা একটি কাগজের ওপর রঙিন পাশপোর্ট মাপের ফটো সাঁটবেন। ঠিক তার নিচে নিজে সই করবেন। এরপর ওই ফটো ও সিগনেচার–সহ একই সঙ্গে জেপিইজি বা জেপিজি ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন প্রথমে ওপরের ওইওয়েবসাইটে গিয়ে 'Go for online Application'এ ক্লিক করতে হবে। এরপর Apply Afresh'এ গিয়ে ক্লিক করতে হবে। তখন যাবতীয় তথ্য দিয়ে আর স্ক্যান করা ফটো ও সিগনেচার আপলোড করবেন। এরপর অ্যাপ্লিকেশন আইডিসহ অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। প্রিন্ট করার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে পরীক্ষা ফি বাবদ ২৫০ (তপশিলী, প্রতিবন্দী হলে ৮০) টাকা জমা দিতে হবে। টাকা জমা দিতে পারবেন ই–চালানে এই দুই ভাবে : Easy pay Cash Challan/Power Ecoll–NEFT'এ। টাকা Cash Challan'এ জমা দিতে চাইলে ক্যাশ চালান ওয়েবসাইট থেকে প্রিন্ট করে নেবেন। এবার ওই চালানের কপি নিয়ে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের ক্যাশ কাউন্টারে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর ব্যাঙ্ক থেকে সিলমোহর ও সইসহ Applicants Copy ফেরৎ নিয়ে নেবেন। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ Bank's Copy নিয়ে নেবে। অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত তথ্য পাবেন এই ফোন নম্বরে : ৯৬৭৪৯০৪১০৩, ৯৮৭৪৩০৪১০২,৯৮৩৬৮২২৫৬৩, (০৩৩)২৫২৫–০১১১। টাকা Power Ecoll–NEFT'এ দিতে চাইলে ওই অপশনে ক্লিক করলে NEFT Application Form আপনা থেকেই তৈরি হয়ে যাবে। তখন তা প্রিন্ট করে নেবেন। এবার ওই প্রিন্ট ফর্মে Bank Name, Branch Name, Date, Name of the Applicant, Mobile Number, Signature of the Applicant ঠিকভাবে পূরণ করে ওই চালান নিয়ে নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট যেখানে আছে, সেই শাখায় গিয়েNEFT করতে পারবেন। এজন্য ব্যাঙ্ক অতিরিক্ত কিছু টাকা চার্জ বাবদ কাটবে। টাকা NEFT করার পর সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে UTR No. –সহ (সিলমোহর ও সই সহ) Customer Acknowledgement Slip ফেরৎ নিয়েনেবেন। দুই ক্ষেত্রেই টাকা জমা দিতে পারবেন ১৯ জুন থেকে ৩ জুলাইয়ের মধ্যে।

এছাড়াও 'সহজ তথ্য মিত্র কেন্দ্র, কমন সার্ভিস সেন্টার'এর মাধ্যমেও দরখাস্ত করতে পারেন। তখন যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল আর স্ক্যান করা ফটো ও সিগনেচার (ওপরের নিয়মে স্ক্যান করে নেবেন।) আর পরীক্ষা ফী নির্দিষ্ট বাবদ টাকা নিয়ে যাবেন। সহজ তথ্য মিত্র কেন্দ্রের কর্মীরাই আপনার দরখাস্ত অনলাইনে পুরণ করে পরীক্ষা ফী'র টাকাও জমা দিয়ে দেবেন। এজন্য অতিরিক্ত কিছু টাকা সহজ তথ্য মিত্র কেন্দ্রের কর্মীকে দিতে হবে। নিজের এলাকায় সহজ তথ্য মিত্র কেন্দ্র কোথায় কোথায় আছে তা ওয়েবসাইটে জানতে পারবেন। কিংবা ফোন করুন এই নম্বরে : ১৮০০৪১৯০২৫০, ৯৭৪৮৪১৬৮২২, ৯৬৭৪৪৪৩০৩৫।

নারীর সম্ভ্রম বজায় রাখতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্বজুড়ে চলছে নারী নির্যাতন, সেই সঙ্গে নারী সুরক্ষা ও নিরাপত্তার নামে ভন্ডামি। এই রকম অবস্থা থেকে বেরিয়ে আরও একবার স্বনির্ভর হওয়ার কথা বলল– ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল সমিতি (Florence Nighingale Samiti)। নারী কল্যাণের উদ্দেশ্য নিয়ে এই সমিতির পথ চলা শুরু, তবে অগ্রগতি, উন্নতি নামক প্রতিশ্রুতিতে থেমে না থেকে দীর্ঘ ছয় বৎসর মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করছে সরকারি অনুমোদিত এই সমিতি। এই সমিতির সভাপতি তথা শিরাকোল গার্লস হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ইরা ভক্ত বলেন, এই রকম সমিতি মহিলাদের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করে তাদের প্রকৃত স্বনির্ভর করে তোলে। সমিতির এক বৃদ্ধ সদস্যা আর্জিনা বেওয়া দীর্ঘদিনের বেকার ভাতার টাকা উদ্ধার এবং পারভিন খাতুনের শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার বন্ধ হয়েছে সমিতির হস্তক্ষেপের ফলে। রেশমা, অমিতা রায়ের গলায়ও একই সুর। তাই পাঁচশো ভাগ সদস্য এই সমিতি মহিলাদের কাজ ছাড়াও প্রতি বছর চক্ষুদান ও রক্তদানের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

অনেক সময় মহিলাদের উপর সামাজিক অত্যাচার প্রশাসনিক স্তরে লঘু করে দেখানো হয়। আবার অনেক মেয়েরা সেই ঘটনা লজ্জায় গোপন করেন। ফলে পুলিশ নিষ্ক্রিয় থেকে যায়। এর প্রতিবাদে এই সমিতি স্থানীয় মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লার কাছে কিছু ক্ষমতার দাবি করে যাতে সমিতি মহিলাদের ছোট ছোট ঘটনাগুলি বিচারে করে তাদের পাশে দাঁড়াতে পারে।

গিয়াসউদ্দিন মোল্লা সমিতিকে সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দেন। এমনকি সমিতির একটা ঘর গরিবদের জন্য ৩০০টি গাড়ি ও ১০০টি জামার ব্যবস্থা করেন। আরও বেশি self help group মেয়েদের কাজে স্বনির্ভর হতে বলেন, রাজ্য নারী কল্যাণ সমিতির প্রধান তন্দ্রা পুরকায়েত। মহিলাদের ঘরে বসে রোজগার করার একটা বড় সুযোগ এই সমিতির।

গোসাবায় রূপা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : সোমবার বিকাল ৩টায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং মহকুমা গোসাবা বিডিও অফিসে বিজেপির গোসাবা মন্ডল কমিটির পক্ষ থেকে ৫ জনের প্রতিনিধি দল ১৬ দফা দাবিতে ডেপুটেশন তুলে দেন বিডিও-র কাছে। গোসাবা পরিকাঠামো উন্নয়ন, নদী-বাঁধ ও সেতু নির্মাণ, বিজেপি কর্মীদের মিথ্যা দোষে শাসানো বন্ধ করতে হবে, মৎস্যজীবীদের বিএলসি দিতে হবে, বৃক্ষ রোপণের নাম করে যাঁরা টাকা আত্মসাৎ করছে তাদের চিহ্নিতকরণ করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া সহ বিভিন্ন দাবিতে ডেপুটেশন দেয়। গোসাবার বিডিও সুমন চট্টোপাধ্যায় জানান বিজেপি পক্ষ থেকে বিভিন্ন দাবিতে ডেপুটেশন দেয়। বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে, যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এদিন ডেপুটেশন দেওয়ার পর বিজেপির জনসভায় বিজেপির রাজ্য নেত্রী তথা অভিনেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায় বলেন আপনারা পাশে থাকলে রাজ্যে সুদিন আনতে পারবো। ২০১৬ সালে সেটা হবে। আমাদের দলের তরফ থেকে কোনও পক্ষপাতিত্ব করবো না। যিনি যোগ্য মানুষ তিনি কাজ পাবেন। একে তাকে ধরে দিন কাটাতে হবে না। মানুষের যোগ্যতা বাড়ানোর জন্য স্কিল বাড়ানো হবে।

সিপিএম আমলে একটা একটা করে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমরা ভুলে গিয়েছি কাজ করতে। কর্ম-সংস্কৃতি শেষ হয়ে গেছে। এটা করলে চলবে না। দেশকে ভালবাসতে গেলে, দেশকে ঠকানো যায় না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী লোকসভা ভোটের আগে কত নিন্দা করেছেন। অথচ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি সাগরে এসে কয়েক কোটি টাকার প্রজেক্ট অনুমোদন করে গিয়েছেন। রাজ্য বিজেপি নেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায় আরও বলেন রাজ্য রাজনীতি এমন জায়গায় চলে গিয়েছে যে রাজনীতিতে নাম না লেখালে পেট চলছে না। যে যত দখল করতে পারবে সে খেয়ে পরে বাঁচবে। অন্য মানুষকে দোষ দেওয়ার আগে, নিজেকে নিয়ে ভাবতে হবে। বাজপেয়ীর আমলে কত উন্নয়ন হয়েছে। বিজেপি উন্নয়ন করতে চায়। ইন্টারনেট ভালো করে ব্যবহার করতে হবে। শুধু ফেসবুক করলে চলবে না। ইন্টারনেটে পড়াশুনা করতে পারবে। একজন মুচি বাড়ির সামনে বসে। আবার হাজার হাজার মুচি নিয়ে বাটা কোম্পানির জুতোর কারখানা। আসলে এরা তো কর্মী। আমি পাঁচ-ছয় মাস হল রাজনীতিতে এসেছি। এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিজেপি-র রাজ্য সহ সভাপতি বাদশা আলম, রাজ্য সম্পাদক রবীন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

রথযাত্রার প্রাক্কালে গঙ্গায় পালকি করে ভেসে এলেন স্বয়ং জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরাম

মলয় সুর, চন্দননগর : সোমবার, ১৫ জুন রাতে চন্দননগর নিচু পট্টি এলাকার ধানকল গঙ্গার ঘাটে আড্ডা দিচ্ছিলেন তিন যুবক। হঠাৎই তাঁরা দেখেন গঙ্গা দিয়ে পালকির মতো কিছু একটা ভেসে যাচ্ছে। চন্দননগরের নিচু পট্টির বিশ্বজিৎ মণ্ডল ওই তিন যুবকের অন্যতম। তাঁর কথায় দেখি গঙ্গার পশ্চিম দিক থেকে পালকির মতো কিছু একটা জলে ভেসে যাচ্ছে। ঘাটের খুব কাছে আসতেই দেখি পালকির মতো বস্তুটির ভিতর একটা এলইডি ল্যাম্পের সাদা উজ্জ্বল আলো বেরিয়ে আসছে। এরপর জলে নেমে পালকির মতো বস্তুটিকে টেনে ডাঙায় তোলার চেষ্টা করি, কিন্তু বেজায় ভারী ছিল। ডাঙায় পালকিটি তুলে দেখি জরি চুমকি রাঙতা—এসব দিয়ে সাজানো পালকির ভিতরে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের বিগ্রহ। সঙ্গে রয়েছে থালা, গ্লাস, কাঁসার বাসনপত্র ও একটি তুলসীগাছ। ছোট পেনসিল ব্যাটারির সাহায্যে একটি এলইডি ল্যাম্প লাগানো ছিল। সোমবার রাতে বিগ্রহটিকে গঙ্গার পাড়েই রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু সকাল

হতেই বিগ্রহের খবর চাউর হতেই কাতারে কাতারে মানুষ এসে গঙ্গাতীরে বিগ্রহের সামনে ভিড় জমান। বেলা বাড়তে শুরু হয়ে যায় খোল-করতাল নিয়ে কীর্তন, এমন কি পুজো-অর্চনা। ফুল মালা মিষ্টি তো পড়লই সঙ্গে দক্ষিণা হিসাবে দশ-বিশের নোট। বৃষ্টির হাত থেকে বিগ্রহকে বাঁচাতে প্লাস্টিকের ছাউনি টাঙানো হয়ে গেল। একেবারে আট থেকে আশি প্রবীণরা ষাষ্টাঙ্গে প্রণাম শুরু করে দিলেন। 'জয় জগন্নাথ' বলে অনেকে কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করছেন। খবর ছড়িয়ে পড়তেই ভদ্রেশ্বর, চুঁচুড়া, হুগলি সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে ভিড় জমান মানুষ। অনেকে মনে করছেন প্রতি বারো বছর অন্তর পুরীতে জগন্নাথদেবের নতুন মূর্তি স্থাপন করা হয়। রীতি অনুযায়ী পুরনো মূর্তিকে সমাধিস্থ করা হয়। কোনও পরিবার বা মন্দির কর্তৃপক্ষ সম্ভবত পুরনো মূর্তিকে ফেলে না দিয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেন। যেটি চন্দননগর নিচুপট্টি ধানকল ঘাটে পাওয়া গিয়েছে। এখানে বহাল তবিয়তেই পুজো পাচ্ছেন জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের বিগ্রহ।জগন্নাথদেবের নিজ গৃহ হিসেবে পরিচিত ওড়িশার পুরী। যেখানে প্রতিবছরই রথযাত্রার সময় লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী ভিড় জমান একটু পুণ্যের আশায়। সেই ভক্তকূলের মধ্যে এ বঙ্গ থেকেও মানুষ থাকেন রাশি রাশি। সেই পুণ্যধাম পুরী যেন হঠাৎ করে উঠে এল হুগলির এই অঞ্চলে। পুরীকে ঘিরে যেমন সমুদ্র প্রবহমান তেমনই আবার এখানে গঙ্গার পারেই এই অঞ্চল সমূহ। তার ওপর রথযাত্রার শুভক্ষণের ঠিক আগেই স্বয়ং জগন্নাথদেবের এভাবে আবির্ভাব আশ্চর্যচকিত করল সকলকে।

সুন্দরবনের মাতলা–বিদ্যা নদীতে মৎস্যজীবীদের জালে ইলিশ

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং মহকুমা মাতলা ও বিদ্যা নদীতে মৎস্যজীবীদের জালে সাড়ে সাতশো গ্রাম থেকে শুরু করে এক কেজি ওজনের ইলিশ মাছ ধরা পড়ল। ফলে বাসন্তী, সোনাখালি ক্যানিং মাছ বাজারের আড়তগুলিতে দেখা দিল ইলিশ মাছের রমরমা। এই প্রকল্প। তবে ডায়মন্ডহারবারের সুলতানপুরের ইলিশ সংরক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র থেকে গত বছর থেকে মৎসজীবীদের সচেতন করতে অসংখ্য ক্যাম্পিং করা হয়। দেওয়া হয় বিভিন্ন জায়গায় ইলিশ সংরক্ষণ বিষয়ে হোর্ডিং। এপ্রিল থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত মাছ ধরা নিষিদ্ধ। এর ফলে চলতি বছরে প্রচুর পরিমানে

সমস্ত মাছ বাজারের আড়তগুলিতে পাইকারি ৬০০-৭০০ টাকা দামে বিক্রি হচ্ছে কেজি প্রতি ইলিশ মাছ।

এদিকে রাজ্যে গভীর সমুদ্রে এবং মোহনায় এপ্রিল মাস থেকে মাছ ধরা নিষিদ্ধ থাকে। কারণ এই সময় থেকে মাছ ডিম পাড়ে। যাতে মাছের প্রজন্ম নষ্ট না হয়ে যায় সেদিকে বর্তমান সরকার সজাগ নজর রেখেছে।রাজ্যমৎস্যদফতরের মেরিন, বনবিভাগ, সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প মাছ ধরার অনুমোদন দিয়ে থাকে। ১০ এপ্রিল থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত মাছ ধরা নিষিদ্ধ থাকে। এপ্রিল মাস থেকে ৬১ দিন পর্যন্ত মাছ ধরতে দেয় না মৎস্য দফতর মেরিন, বন দফতর, সুন্দরবন ব্যাঘ্র ইলিশ মাছ সহ বিভিন্ন ধরণের মাছ পাওয়া যেতে পারে এমন ধরণের আশা প্রকাশ করেছে সুলতানপুরের ইলিশ সংরক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের ইলিশ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সপ্তর্ষি দাস জানান চলতি বছরে ভালো ইলিশ পাওয়া যাবে। সুন্দর বনের মৎস্যজীবিদের সচেতন করতে বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্পিং করা হয়। এপ্রিল মাস থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত মাছ ধরা নিষিদ্ধ। এই ৬১ দিন যাতে মৎস্যজীবিরা মাছ না ধরে সেই বিষয়ে সচেতন শিবির করা হয় এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই সময় মাছ ডিম পাড়ে। ফলে মাছের প্রজন্মকে বাঁচিয়ে রাখতে রাজ্য সরকার সব রকমভাবে উদ্যোগ নিয়েছে।

সুন্দরবনের মাতলা ও বিদ্যা নদীতে প্রচুর ইলিশ মাছের আগমন ঘটেছে। গভীর সমুদ্র থেকে মোহনা হয়ে এই নদীগুলিতে ইলিশ ঢুকে পড়েছে। সুন্দরবনে সাধারণ দেড় কেজি থেকে আড়াই কেজি পর্যন্ত ইলিশ পাওয়া যায়। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ইলিশ মাছ ডিম পাড়ে। এই ডিম ২৪ থেকে ৩০ ঘন্টার মধ্যে ফুটে ইলিশ মাছের বাচ্চা হয়। ইলিশ মাছ চার থেকে সাড়ে চার বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে।

ক্যানিং-১ ও ২, বাসন্তী, গোসাবা ব্লকগুলির মৎস্যজীবীরা বলেন মাতলা ও বিদ্যা নদীতে জাল ফেলেছিলাম, সোমবার রাতে জোয়ারের সময় জালে ইলিশ মাছ পড়ে। ৬০০ গ্রাম থেকে ৭৫০ গ্রাম ওজনের ইলিশ মাছ বেশি পাওয়া গিয়েছে। তবে ১ কেজি ওজনের ইলিশ মাছ কম পড়েছে। এক একটি নৌকায় ৫ জন করে মৎস্যজীবী আছে। একটি নৌকায় প্রায় ৫০ থেকে ৬০ কেজি পর্যন্ত ইলিশ মাছ পাওয়া গিয়েছে। ১ কেজি প্রতি ৬০০ থেকে ৭০০ টাকা পর্যন্ত পাইকারী দাম উঠেছে আড়তগুলিতে। এ বছর ভালো ইলিশ মাছ পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে। মৎস্যজীবীরা আরও বলেন এখনও পর্যন্ত ঠিকমতন বর্ষা শুরু হয়নি। বৃষ্টিতে ভালো ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। বৃষ্টির আগে যেভাবে মাতলা ও বিদ্যা নদীতে জালে ইলিশ মাছ পড়ছে তাতে এবার হয়তো একটু অর্থের মুখ দেখতে পাবো। বর্তমান রাজ্য সরকারের উদ্যোগে যেভাবে মৎস্যজীবীদের সচেতন শিবির করা হয়েছে তার ফলে হয়তো প্রচুর পরিমাণে ইলিশ মাছ পাওয়া যেতে পারে বলে আমরা আশাবাদী।

মাছের প্রজন্ম বাঁচাতে এপ্রিল মাস থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত মাছ ধরা নিষিদ্ধ থাকে। ফলে নদীতে প্রচুর পরিমাণে মাছ বেড়েছে। আর যার জন্য দেখছি জালে ভালো মাছ পড়ছে। রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন রাজ্য সরকারের উদ্যোগে মাছের প্রজন্ম বাঁচাতে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে বিভিন্ন ধরণের সচেতন শিবির ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে মৎস্যজীবীদের। এপ্রিল মাস থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত মাছ ধরা নিষিদ্ধ থাকে। এমনকি ৫০০ গ্রামের ওজনের নিচে ইলিশ ধরা যাবে না। বাঙালির প্রিয় ইলিশ মাছ, এটা আমাদের সকলের কাছে অজানা নয়। এ বছর ভালো ইলিশ মাছ পাওয়া যাবে বলে আমি আশাবাদী। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে ডায়মন্ড হারবার সুলতানপুরে ইলিশ সংরক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র করা হয়েছে। সুন্দরবনের মাতলা ও বিদ্যানদীতে জেলেদের জালে ইলিশ মাছ পড়ছে এমনই খবর পাওয়া গিয়েছে। ফলে বাজারে ইলিশের চাহিদা অনেকটা পূরণ হবে।

ভাড়াটে পেটাল পুলিশকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : রাজ্যজুড়ে নিশানায় যখন পুলিশ। তখন ভাড়াটিয়ার হাতে আক্রান্ত খোদ পুলিশকর্মীর পরিবার। বাড়ি ছাড়তে বলায় পুলিশকর্মীর স্ত্রী সহ ছেলেমেয়েদের ব্যাপক মারধরের অভিযোগ উঠল এক ভাড়াটিয়া দম্পতির বিরুদ্ধে। অভিযোগ, এমনকি বাড়ির মালিক ওই পুলিশকর্মীকে ফোনে শ্লীলতাহানির মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি খুনের হুমকিও দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বাণেশ্বরপুর এলাকায়। পুলিশকর্মীর পরিবারের দাবি, অভিযুক্ত দম্পতি বাবলু ওরফে হুদা লস্কর ও তার স্ত্রী বেবি বেগম স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন

মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লার ঘনিষ্ঠ হওয়ায় স্থানীয় উস্তি থানা কোনও অভিযোগ নিতে চায়নি। ফলে আতঙ্কে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাড়ির বাইরে বেরতে পারছেন না পুলিশ কর্মীর স্ত্রী হামিদা বেগম। অভিযুক্ত বাবলু ও বেবির বিরুদ্ধে মঙ্গলবার উস্তি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন পুলিশকর্মী রেজাউল হক। তারপরেও পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় আতঙ্কে বাড়িতে ফিরতে পারছে না ওই পুলিশকর্মী। যদিও মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা ফোনে জানান, 'আমি কাউকেই চিনি না। আমি ঘটনার ব্যাপারে কিছুই জানি না। পুলিশকর্মীর পরিবারকে আমার সাথে দেখা করতে বলুন। সমস্যা মিটিয়ে দেওয়া যাবে।'

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে বজবজ থানার এএসআই রেজাউল হক। বাড়িতে ছোট ছোট চার ছেলেমেয়েকে নিয়ে একাই থাকেন স্ত্রী হামিদা। মাস পাঁচেক আগে এলাকার বাসিন্দা বাবলু ও তার স্ত্রী বেবি প্রতিবেশি পুলিশকর্মীর স্ত্রীয়ের কাছে তাদের বাড়ি ভাড়া নেওয়ার প্রস্তাব দেয়। তখন রেজাউল ও হামিদা ওই দম্পতিকে ভাড়া ছাড়াই নিজেদের একটি ঘরে আশ্রয় দেয়। হামিদা বলেন, 'বাড়িতে ঢোকার আগে ওরা জানিয়েছিল, পাশেই কোথায় বাড়ি তৈরির কাজ চলছে। মাস তিনেকের মধ্যে বাড়ি হয়ে গেলেই চলে যাবে। কিন্তু তিন মাসের বেশি সময় কেটে গেলেও বাড়ি না ছাড়ায় ওদেরকে আমি বাড়ি ছাড়তে বলি। গত রবিবার বিকেলে ওদেরকে বাড়ি ছাড়ার কথা আবার বললে রাতে কয়েকজন অপরিচিত যুবককে নিয়ে এসে বাবলু ও বেবি আমার ওপর চড়াও হয়। বাধা দিতে এলে ছেলেমেয়েদেরকে মারধরের পাশাপাশি আমাকেও ব্যাপক মারধর করে ও খুনের হুমকি দেয়। বাবলু ও বেবি মন্ত্রীর কাছের লোক বলে পুলিশ কোনও অভিযোগ নিতে চাইছে না। এখন ওরা হুমকি দিয়ে বলছে মন্ত্রী আমাদের হাতের মুঠোয় পুলিশ কিছু করতে পারবে না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে নিয়ে ভীষণ বিপদের মধ্যে আছি। স্বামীকেও ফোনে জানিয়েছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ওরা গায়ের জোরে বাড়ি দখল করে বসে আছে।' অন্যদিকে পুলিশকর্মী রেজাউল হক জানান, 'ঘটনার পর থেকে মোবাইল ফোনে আমাকেও ওরা একাধিকবার হুমকি দিয়েছে। বাড়িতে ফিরলে শ্লীলতাহানির মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি খুনের হুমকি দিচ্ছে ওরা। আতঙ্কে বাড়িতেও ফিরতে পারছি না। উস্তি থানায় বাবলু ও বেবির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেও স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে ভীষণ আতঙ্কে রয়েছি। ঘটনার কথা লিখিতভাবে জেলা পুলিশের কর্তাদের জানিয়েছি।' অভিযুক্ত বাবলু ও বেবির মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও ফোন বন্ধ থাকায় কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (পশ্চিম) অর্ণব বিশ্বাস বলেন, 'তদন্তে নেমে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার করা হবে।'

মহানগরে

বরো বেড়ে ১৬

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘ ৩০ বছর বাদে কলকাতা পুর নিগমের বরোর সংখ্যা ১৫ থেকে বেড়ে ১৬ হল। গত ১০ জুন মেয়র পরিষদের বৈঠকে কলকাতা পুর নিগমের নয়া বরোর অনুমোদন হয়। ২০১১-এর ২৩ জুলাই কলকাতার অন্তর্ভুক্ত জোকা-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার তিনটি ওয়ার্ড ১৪২, ১৪৩ ও ১৪৪ এবং পূর্ব বেহালার ১৩ নম্বর বরোর ন'টি ওয়ার্ড থেকে ১২৩ ও ১২৪ আর পশ্চিম বেহালার ১৪ নম্বর বরোর ন'টি ওয়ার্ড থেকে ১২৫ ও ১২৬ মোট সাতটি ওয়ার্ড নিয়ে এই বরো গঠিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, কলকাতার যাদবপুরে ১১ ও ১২ নম্বর বরো দু'টিতে সাতটি করে ওয়ার্ড রয়েছে। ১৬ নম্বর বরোর (দূরভাষ: ২৪৬৭-০০৫৭) সভাপতি নির্বাচিত হচ্ছেন ১৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ইন্দ্রজিৎ ভট্টাচার্য। প্রসঙ্গত, বরো কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে কলকাতা পুর নিগমকে আরও বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। কলকাতা পুর নিগম আইনে (১৯৮০) বলা আছে প্রতিটি বরোতে কতকগুলি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত হবে তা পুর নিগম স্থির করবে। বরো কমিটি মেয়র পরিষদের সাধারণ তত্ত্বাবধানে এবং নিয়ন্ত্রণ-সাপেক্ষে পুর নিগমের ১০ ধরণের কাজ সম্পাদন করে থাকে।

হে প্রণম্য ...

গত ১৬ জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের তিরোধান দিবস পালিত হল যথাযোগ্য মর্যাদা এবং সম্মানের সঙ্গে। প্রয়াত এই জননেতার অন্তেষ্টি যে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে সম্পন্ন হয়েছিল সেখানে বহুদিন ধরে স্থাপিত রয়েছে দেশবন্ধুর এই আবক্ষ মূর্তি। এতে মাল্যদান করেন পুরসভার চেয়ারপার্সন মালা রায় এবং সরকারের কর্তা ব্যক্তিরা। –নিজস্ব চিত্র

ম্যাগি কান্ডে হাওড়ার উলুবেড়িয়ার কপাল পুড়ল

বরুণ মণ্ডল

'টু মিনিট'স ম্যাগি ন্যুডলস' কান্ডে হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বাইরের একটি মহকুমায় রূপায়িত হল। সাম্প্রতিক ম্যাগি কান্ডে প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক থেকে প্রচারিত বিভিন্ন সংবাদে পড়তে হচ্ছে বা শোনা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে না কী ম্যাগি তৈরির কোনও কারখানা নেই। সাম্প্রতিক কালে 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'-র আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের অত্যন্ত জনপ্রিয় চ্যানেল কলকাতা 'ক' থেকে সকালের সাম্প্রতিক (গত ৫ জুন) এক স্থানীয় সংবাদে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ম্যাগি সম্পর্কে স্থানীয় রাজ্য সরকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা রিপোর্ট পড়তে গিয়ে শেষ বাক্যে পড়া হলো 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ম্যাগি তৈরির কোনও কারখানা নেই।' তা হলে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের সংবাদ বিভাগের বিচারে হাওড়ার উলুবেড়িয়াস্থিত 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন' (ডব্লুবিআইআইডিসি) বীরশিবপুর 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টারে' নেসলে ইন্ডিয়া লিমিটেডের 'ম্যাগি ন্যুডলস' ও অন্যান্য পণ্য প্রোডাকশনকে কেন্দ্র 'সাজ ফুড প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড'টি কী রাজ্যের বাইরে অবস্থিত এক প্রোডাকশন কেন্দ্র? এদিকে ভারতে অবস্থিত 'নেসলে ইন্ডিয়া লিমিটেডে'র 'ম্যাগি নুডলস' ও অন্যান্য পণ্য তৈরির পাঁচটি প্রোডাকশন কেন্দ্র রয়েছে পঞ্জাবের লুধিয়ানা (মোগা), হিমাচল প্রদেশের তহসিল-হোরালি (উনা), উত্তরাখন্ডের পন্তনগর, গোয়ার বিচোলিম (তালুকা) ও কর্ণাটকের নানজঙ্গুদ (মহিশূর) নামক স্থানে।

ভারতের বাজারে ম্যাগি আসে ১৯৮৩ সালে। তিন দশকে দেশের 'ইনস্ট্যান্ট ন্যুডলস'-এর বাজারের ৯০ শতাংশই ম্যাগির দখলে চলে যায়। এদিকে দেশজোড়া এই 'টু মিনিট'স ম্যাগি বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে গত ৭ এপ্রিল কলকাতার এক রিপোর্টে। উত্তরপ্রদেশের বরাবাঁকির এক মর্ডান রিটেল কাউন্টার থেকে ম্যাগির এক স্যাম্পেল পরীক্ষার জন্য আসে কলকাতার 'নিজাম প্যালেস' স্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম সারির খাদ্য গবেষণাগার 'সেন্ট্রাল ফুড ল্যাবরেটরি'তে (কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক পরিচালিত)। আর সেই ল্যাবরেটরির পরীক্ষাতেই ধরা পড়ে ম্যাগিতে 'মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট' (এমএসজি) কোনও খাদ্যবস্তুতে সর্বাধিক যতটা থাকার কথা (২.৫ পার মিলিয়ন) তার থেকে প্রায় সাত গুণ বেশি পরিমাণে রয়েছে ম্যাগিতে। মাত্রাতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক বা সীসার মতো ধাতুও রয়েছে এই জনপ্রিয় খাদ্যে।

'খাদ্য সুরক্ষা আইন (২০০৬)' অনুসারে 'ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া' (এফএসএসএআই)-কে সাহায্য করার জন্য দেশের চার প্রান্তের চারটি খাদ্য গবেষণাগারকে যুক্ত করা হয়। পূর্বাঞ্চলের কলকাতায় এই গবেষণাগারটিতে জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু, কেরল ও কর্ণাটক এই সাত রাজ্য থেকে পাঠানো সমস্ত রকমের খাবারের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। তাতেই ফাঁস হয়ে যায় ম্যাগির এই বিষক্রিয়া কান্ড।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা, ২০ জুন – ২৬ জুন, ২০১৫

দলতন্ত্রের দাপটে 'দেশপ্রেম' কোণঠাসা

বাংলায় মেধা মনীষার অভাব কোনও দিনই হয়নি, ব্রিটিশ শাসনে কলকাতা একদা রাজধানী শহরের গৌরব হারালেও যুগে যুগে এখানে নানা ক্ষেত্রে সমাজ সংস্কারকদের আবির্ভাব ঘটেছে। মতাদর্শগত কারণে একদা অনেক মহাপুরুষ মহামানবদের নানা ভাবে অপমানিত করার কু–চেষ্টা হয়েছে। বিদ্যাসাগরের মস্তকচ্ছেদন থেকে রবীন্দ্রনাথ, স্বামীজি, নেতাজিকে গালমন্দ করা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। কমিউনিষ্ট ভাবনায় পৌত্তলিকতার স্থান না হলেও খোদ কলকাতার বুকে লেনিন–মার্কস–এ্যাঞ্জেলদের মূর্তি স্বমহিমায় বিরাজ করছে। বিগত বাম আমলে যতীন চক্রবর্তীর পূর্ত মন্ত্রীত্বকালে অনেক বিপ্লবী শহিদদের মূর্তি স্থাপন হলেও পরবর্তীকালে বহুক্ষেত্রে সঠিক মর্যাদায় রক্ষণাবেক্ষণ হয়নি।

রাজ্যে পরিবর্তনের পর রাজ্য প্রশাসন দফতরে মনীষীদের জন্ম–মৃত্যু দিন পালিত হয়। মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব আগ্রহ ও উদ্যোগে অনুষ্ঠানগুলি হলেও ইদানিংকালে জন্ম–মৃত্যু দিন পালনে কোথাও একটা গা ছাড়া ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

যদিও সূচনাটি লক্ষ্য করা গিয়েছে ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিনকে কেন্দ্র করে। মুখ্যমন্ত্রী চিরাচরিত ২৩ জানুয়ারির অনুষ্ঠান রেড রোড থেকে সরিয়ে নেতাজি ভবন ও পরবর্তী দু'বছরে দার্জিলিংয়ে ম্যালে নিয়ে যান। আমরা–ওরার বিভাজন স্পষ্ট হয়ে যায়। এমন কী গত বছর বাঘাযতীনের জন্ম দিনে মন্ত্রী ব্রাত্য বসু মূর্তির সামনের গেট বন্ধ থাকার কারণে মাল্যদান না করেই ফিরে যান। গত ১৬ জুন দেশবন্ধুর প্রয়াণ দিবসে কেওড়াতলায় দেশবন্ধুর স্মৃতি মন্দিরে সকালবেলার দায়সারার অনুষ্ঠান শেষে দেশবন্ধু উদ্যানের গেট বন্ধ হয়ে যায়। বিকেলে যে সমস্ত সংগঠন মালা দিতে এসেছিল তারাও দেশবন্ধুকে শ্রদ্ধা জানাতে পারেনি। বন্ধ দরজায় ফুল–মালা রেখে যেতে বাধ্য হন। পরের দিন দেশপ্রিয় পার্কে ব্রিটিশ কারাগারে নির্যাতিত শহিদ অনিল দাসের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি দফতরের তরফে মাইক ও নীল–সাদা কাপড়ে মঞ্চ প্রস্তুত করে দেন। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার সরকারি তরফে লোকরঞ্জন শাখা কিংবা কোনও সরকারি প্রতিনিধি দেশপ্রেমিক শহিদদের স্মৃতিতে উপস্থিত হওয়ার সৌজন্য দেখাননি। মা–মাটি–মানুষের ভাবনা চিন্তায় দেশপ্রেমিক শহিদদের স্মৃতি কী ফিকে হয়ে আসছে? অথচ তৃণ–কংগ্রেসের ২১ জুলাই শহিদ স্মরণে সরকারি–রাজনৈতিক কর্মীদের ভীড় উপচে পড়ে। শহর কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে বিপ্লবী অনিল রায়ের আবক্ষ মূর্তি প্রস্তুত থাকলেও একটুকরো জায়গা পাওয়া যায়নি তারই প্রিয় তিলোত্তমায়। উদ্যোক্তাদের সঙ্গে বহু দেশপ্রেমিক মানুষ এই সরকারি উদাসীনতায় হতাশ। আশা করা যায় আগামী দিনে সর্বত্যাগী ওই সমস্ত বীর বিপ্লবী যোদ্ধাদের পরিবর্তনের সরকার প্রকৃত দেশপ্রেমের আলোকে মূল্যায়ণ করবে। দলতন্ত্রের দাপটে যেন দেশপ্রেম হারিয়ে না যায়।

অমৃত কথা

পরমহংসদেব বলতেন, 'সংসারী মানুষে যা যা করে, সব ঠিক ঠিক, কেবল একটা ভুল।' একজন বললে, 'সে ভুলটা কি?' পরমহংসদেব বললেন, 'অসার ধন মানের জন্য না করে ভগবানের জন্য যদি তারা ওইরকম বিদ্যা–বুদ্ধি যত্ন–পরিশ্রম ত্যাগ স্বীকার ও কষ্ট সহ্য করত তবেই ঠিক হত।'

লোকের ময়লা কাপড় নিয়ে ধোপা ভাঁড়ারী হয়। কাপড় পরিষ্কার হলেই তার ভাঁড়ার খালি হয়ে যায়, এজন্যে পরমহংসদেব বলতেন, 'ধোপা ভাঁড়ারী হোসনি।'

ঈশ্বর এক, কিন্তু ভাবে বহু। মাছ এক কিন্তু ঝালে, ঝোলে, অম্বলে প্রভৃতি নানা রকমে যেমন তাকে আস্বাদ করা যায়, সেইরকম ভগবান এক হলেও সাধকগণ তাঁকে বিভিন্ন রকমে উপভোগ করে থাকেন।

পরমহংসদেব তাঁর কোনো ভক্তকে বলেছিলেন, তোর অবস্থা আমি কেমন করেছি জানিস? গাছটাকে কেটে গুঁড়ি থেকে অনেক দূর টেনে নিয়ে গিয়ে আবার টেনে এনে গুঁড়ির কাছে রেখেছি।'

মায়া দুই প্রকার–বিদ্যা এবং অবিদ্যা। আবার বিদ্যা মায়াও দুই প্রকার–বিবেক ও বৈরাগ্য। এই বিদ্যা মায়া আশ্রয় করে জীব ভগবানের শরণাপন্ন হয়। অবিদ্যা মায়া ছয় প্রকার–কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য। অবিদ্যা মায়া 'আমি' ও 'আমার' জ্ঞানে মানুষকে বদ্ধ করে রাখে, কিন্তু বিদ্যা মায়ার প্রকাশে জীবের অবিদ্যা একেবারে নাশ হয়ে যায়।

যতক্ষণ জল ঘোলা থাকে ততক্ষণ চন্দ্র সূর্য্যের প্রতিবিম্ব তাতে ঠিক ঠিক দেখা যায় না। মায়াও তেমনি আমি ও আমার এই জ্ঞান যতক্ষণ না যায় আত্মার সাক্ষাৎকার ততক্ষণ ঠিক ঠিক হয় না।

যে সূর্য্য পৃথিবীকে আলো করে রেখেছে, সামান্য একখানা মেঘে সেই সূর্য্যকে যখন ঢেকে ফ্যালে, তখন সে সূর্য্য আর দেখা যায় না। তেমনি সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান সচ্চিদানন্দকে আমরা সামান্য মায়ার আবরণে দেখতে পাচ্ছি না।

পানাপুকুরে নেমে যদি পানাকে সরিয়ে দাও, আবার তক্ষুনি পানা এসে জোটে, সেই রকম মায়াকে ঠেলে দিলেও আবার মায়া এসে জোটে। তবে যদি পানাকে সরিয়ে দিয়ে বাঁশ বেঁধে দেওয়া যায়, তাহলে আর বাঁশ ঠেলে আসতে পারে না। সেই রকম মায়াকে সরিয়ে দিয়ে জ্ঞান ভক্তির বেড়া দিতে পারলে আর মায়া তার ভেতর আসতে পারে না। সচ্চিদানন্দই কেবল মাত্র প্রকাশ থাকেন।

ফেসবুক বার্তা

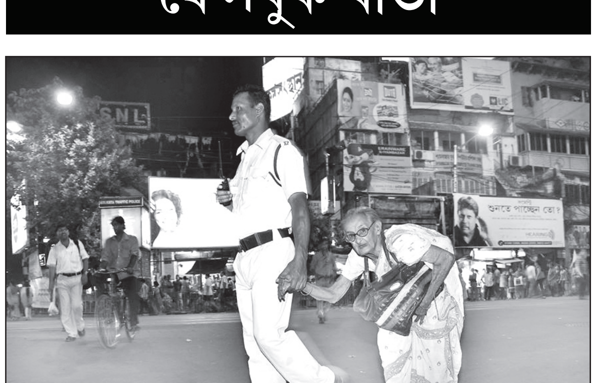

পুলিশের এ এক অন্য ব্যতিক্রমী ছবি। অশীতিপর বৃদ্ধাকে জনবহুল রাস্তা পার করাচ্ছেন এক পুলিশ কর্মী। এই ধরনের ছবি যত দেখা যাবে ততই সমাজে অনুকূল সামাজিক বাতাবরণ গড়ে উঠবে। ফেসবুকের ছোঁয়ায় ধরা পড়েছিল এই বিরল মুহূর্তটি।

কামতাপুরী আন্দোলনের কোষ্ঠীবিচার পর্ব ২৮

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

''মোরা চাইনা অর্থ, চাই না মান
চাইনা বিদ্যা, চাইনা জ্ঞান
মোরা চাই শুধু জাতির প্রতিষ্ঠা
মোরা চাই শুধু জাতির মান।''

রাজবংশী কবি গোবিন্দ চন্দ্র রায়

Identity politics বা 'পরিচয় রাজনীতি'–এর দাবিটা স্বাধীনোত্তর ভারতে উত্তর–পূর্বাঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানায় বিভিন্ন উপজাতির বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে সক্রিয় করেছে। এই বিচ্ছিন্নতা নাগা হমার সানপুরী বোডো উপজাতির হিংসাত্মক কাজকর্ম ভারত বিরোধী জেহাদকে উস্কে দিয়েছে। এই ভৌগোলিক সীমারেখার মানুষজন বারুদের স্তূপে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রতিমুহূর্তে আতঙ্ক যদি প্রাণটা বেঘোরে চলে যায়। নাগাল্যান্ড সানপুর অসমের লাগোয়া পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গে কামতাপুর আন্দোলন গোর্খাল্যান্ডের দাবির ন্যায় অশান্তির ঘূর্ণাবর্তকে জোরদার করেছে। কোচ–রাজবংশীর ভাষাগত সাংবিধানিক মর্যাদা ও স্বতন্ত্র রাজ্য কামতাপুর গঠনের দাবিতে ৮০ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে আন্দোলন শুরু হয়।

কামতাপুর রাজ্য সংগঠনের দাবি দীর্ঘদিনের। ভারত বিভাগের সঙ্গে বাংলা বিভাজিত হলে, পূর্ব–পশ্চিমবঙ্গ হিন্দু মুসলমান আধিপত্যে রাজবংশীয়রা আতঙ্কিত হয়। এই জনগোষ্ঠীর নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল 'রাজার–স্থান' নামে স্বতন্ত্র রাজবংশী রাজ্য গঠনের দাবি করে। ১৯৬৯ সালে উত্তরবঙ্গে উত্তরখণ্ড দল কামতাপুর রাজার জন্য একই দাবি তোলে। ১৯৮৭ সালে কামতাপুর গণপরিষদ দল ১৯৯৫ সালে কামতাপুর পিপলস পার্টিতে পরিণত হয়। কামতাপুর লিবারেশন অরগানাইজেশন অল কোচ রাজবংশী স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন স্বতন্ত্র রাজ্য এমনকি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের হুমকি হিংসাত্মক কাজকর্মের মাধ্যমে অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। ২০০২ সালে রাজবংশী স্টুডেন্টস ইউনিয়ন 'সুকিয়া কামতাপুর রাজ্য কিও' শিরোনামে এক লিফলেট প্রকাশ করে স্বতন্ত্র রাজ্যের পাশাপাশি রাজবংশী জনগোষ্ঠী উপজাতির সাংবিধানিক স্বীকৃতি দাবি করে। প্রসঙ্গত, রাজবংশীরা বর্তমানে তফশিলী জাতির সাংবিধানিক মর্যাদা ভোগ করে। কামতাপুর নামের পরিবর্তে বৃহৎ কোচবিহার রাজ্য গঠনের আন্দোলন গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন শুরু করেছে। কামতাপুর বা বৃহৎ কোচবিহার রাজ্য গড়ে তোলার জন্য পশ্চিমবঙ্গে উত্তরের পাঁচটি জেলা কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, আসামের কোকড়াঝাড়, ধুবড়ি, বঙ্গাইগাঁও জেলাকে যুক্ত করার ডাক দিয়েছে। অসম পশ্চিমবঙ্গ সীমারেখা বরাবর জঙ্গি কার্যকলাপের ঘাঁটি গড়েছে ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্টের সহযোগিতায় কেএলও জঙ্গিরা। বোড়ো এবং কামতাপুর জঙ্গি গোষ্ঠী ভুটানের সীমান্তবর্তী জঙ্গলে সশস্ত্র ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল। ২০০৩ সালে রয়্যাল ভুটান আর্মি অপারেশন ক্লাশ আউট–এর মধ্য দিয়ে কেএলও, উলফা–এনডিএফবি যৌথ জঙ্গি শিবির ধ্বংস করে। কেএলও জঙ্গিরা সেই সময় সার্বভৌম কামতাপুর রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য উগ্রপন্থী আক্রমণের ছক কষে ছিল। কিন্তু ভুটানের রয়্যাল সেনাদের রণকৌশলতায় তা ব্যর্থ হয়।

সামাজিক নেতৃত্বের পরিসরে রাজবংশীরা মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীভূক্ত। অবশ্য নৃকুলগত উৎপত্তি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। উত্তর চিন অথবা সাইবেরিয়া থেকে এই জনগোষ্ঠী আগত বলে কোন কোন নৃতত্ত্ববিদের অভিমত। তবে রাভা ভাষায় কোচ শব্দটির অর্থ মানব। কোচ জনগোষ্ঠী বলতে কাছারি বোড়ো রাজবংশী জনগোষ্ঠীকে বোঝায়। উত্তরবঙ্গে কোচ 'রাজবংশী' স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু অসমে দুই শব্দকে একত্রে ব্যবহার করা হয়। নৃতত্ত্ববিদ এসি রাজচৌধুরী কোচ রাজবংশী জাতির ইতিহাস আরু সংস্কৃতি গ্রন্থে লিখেছেন। কোচ রাজবংশীদের পূর্বপুরুষেরা ছিল

'মেচ' অথবা কাছারি রাজবংশীদের পদমর্যাদা অনুযায়ী চিহ্নিত হতো। রাভা জনগোষ্ঠীর পাতি রাজারা রায় বর্মন সরকার পদবী গ্রহণ করে। কোচরা কিন্তু কোচ রাজ্য বা রাজবংশীল্যান্ডের দাবি করছে না। কামতাপুর আন্দোলনের বর্তমান প্রেরণা ষোড়শ শতাব্দীতে অসম–উত্তরবঙ্গ ভৌগোলিক অঞ্চলে অবস্থিত কামতা বা কামতাপুর রাজ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ত্রয়োদশ শতকে বাংলাদেশে পাল রাজাদের সময় কামতা রাজ্য অসমের পশ্চিমাঞ্চলে কামরূপে বিদ্যমান ছিল। রাজন্যবর্গ শাসিত এই রাজ্যটি ১৯৫০ সাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় কোচ রাজ্যের অবসান ঘটে। কামতাপুর আন্দোলনকারীদের যুক্তি হল পশ্চিমবঙ্গ সরকার চক্রান্ত করে কোচবিহারকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

অবস্থানগত ভাবে ভারতে ১,৫৭,৯৭,৭৮৪ রাজবংশী বসবাস করে। পশ্চিমবঙ্গে (৭৯১৩৮৭৪) অসমে (৪০৭৫৯২৮) বিহারে (২২৯৯৬২৮) মেঘালয়ে (৩০৬৩৪৪) বাংলাদেশে (১৬৮৫০০০) ভুটানে (৮৮৪০) নেপালে (৫০৮১২০) এই জনগোষ্ঠীর লোক বসবাস করে। ২০১৪র ১৪ই অগস্ট লোকসভায় জিরো আওয়ারে সংবিধানে ৮ম তফসিলে কামতাপুরী ভাষায় সংবিধানিক স্বীকৃতির প্রস্তাব সম্বলিত বিল উত্থাপন করা হয়। কিন্তু এই বিল এখনও পর্যন্ত আইনে পরিণত হয় নি। সম্প্রতি ন্যাশনাল ব্যাকওয়ার্ড কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জানতে চেয়েছিল এই জনগোষ্ঠীকে কোচ অথবা রাজবংশী কোনও সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করা হবে। চিঠির উত্তরে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাংবিধানিক ভাবে। কোচ জনগোষ্ঠী নামে তারা পরিচিত। উত্তরবঙ্গে উচ্চবিত্ত বাঙালিরা রাজবংশীদের শূদ্র বা নিচু জাতের বলে মনে করতো। তাদের ছোঁয়া খেলে জাত যাবে বলে ব্রাহ্মণরা রাজবংশীদের সামাজিক জীবনে ব্রাত্য করে রেখেছিল। বিংশ শতকে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা ক্ষত্রিয় সমিতি গড়ে তুলে রাজবংশী জনসমাজে শিক্ষা সংস্কৃতি প্রসারের মাধ্যমে তাদের সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। রাজবংশীরা যে কামরূপ রাজ ভাস্কর বর্মনের উত্তরসূরী তা সংস্কৃত সাহিত্যের অনুসরণে প্রমাণ করে তাদের ক্ষত্রিয়করণের প্রক্রিয়া শুরু করলে। বাংলাদেশের থেকে আগত শরণার্থীদের শিক্ষা–সংস্কৃতি এবং কর্মনিপুণতায় তারা নিজেদের জমি অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রতিযোগিতায় ক্রমশ পেছনের সারিতে চলে যেতে শুরু করে। এই পরিস্থিতি থেকে রাজবংশী সংস্কৃতির স্বতন্ত্রতা জমির ওপর অধিকার রক্ষার আন্দোলন অসমে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে শুরু হয়। রংপুর ময়মনসিংহ, পাবনা, দিনাজপুর ঢাকা থেকে শরণার্থীরা কোচবিহারে বসবাস করতে শুরু করলে এই অঞ্চলের রাজবংশী অধ্যুষিত জনগোষ্ঠী তাদের জমি ভাষা সংস্কৃতি তার নিজস্বতা হারাতে থাকে। এমনকি শরণার্থীদের জনস্রোতে তারা ক্রমশ সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়। নিজভূমে পরবাসী হবার যন্ত্রণা বিচ্ছিন্নতা থেকে এই জনগোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেরিয়ে স্বতন্ত্র রাজ্য গড়ে তোলার আন্দোলনের রাজনীতির পথ বেছে নেয়।

অসমের রাজবংশীদের কামতাপুর আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার পরিস্থিতিটা আলাদা। অসমের জাত ব্যবস্থা স্থানীয় রাজবংশীদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের জন্য দায়ী। বর্ণ হিন্দু অসমীয়ারা বিভিন্ন উপজাতীয় গোষ্ঠী পরিচয়কে বিলুপ্ত করে নিজেদের সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে চাপিয়ে দিয়েছে উপজাতির দের ওপর। এই সাংস্কৃতিক হেজেমনি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য রাজবংশীরা বিচ্ছিন্নতাবাদী স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের দাবিকে সমর্থন করেছে। অথচ ৮০'র দশকে অসমে যে বিদেশি খেদাও আন্দোলন হয়েছিল রাজবংশীরা সেই আন্দোলনকে সমর্থন করে। অসমের গোয়ালপাড়াকে কামতাপুরের ভৌগোলিক এলাকা হিসাবে যে চিহ্নিত করেছে, প্রয়াত রাজবংশী নেতা শরৎচন্দ্র সিংহ আন্দোলন করেন গোয়ালপাড়া অসমের অংশ করার দাবিতে। এই কারণে পশ্চিমবঙ্গ এবং অসমে কামতাপুর আন্দোলনের দুটি অভিমুখ উত্তরবঙ্গে শরণার্থীদর জমি দখল, সমতল অসমে বর্ণহিন্দু জাতের লড়াই। উত্তরবঙ্গ রাজবংশীদের জমির দখলে কেপিপির অহিংস লড়াই অসমে বোড়ো জঙ্গিদের সহযোগিতায় হিংসাত্মক হয়ে উঠেছে।

উত্তরপূর্বাঞ্চলে কেএলও জঙ্গি সংগঠন ভুটান সরকারের 'অপরেশন ক্রাশ আউটের' পর কিছুদিন অন্তরালে থাকে। ২০১৩ সালে পূর্বতন ইউপিএ সরকার তেলেঙ্গনা রাজ্য গঠনে সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর থেকে বোডো গোর্খা এবং কোচ রাজবংশীদের স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের আন্দোলন অক্সিজেন পেয়েছে। ২০১৩ সালে স্বাধীনতা দিবসের দিন অলবোড়ো স্টুডেন্টস ইউনিয়ন ৩৬ ঘন্টা বনধ এবং ১০০ ঘন্টার অনশনের ডাক দেয়। ২০১২ সালে কেএলও জঙ্গি সংগঠন অসম–উত্তরবঙ্গ সীমানায় কমপক্ষে ১৫টি হিংসাত্মক ঘটনা ঘটায়। এই বছর জুন মাসে অসমে কেএলও জঙ্গিরা কৃষি দফতরে ইঞ্জিনিয়ার বোডাপানি পাঠককে খুন করে। এই খুনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল মায়ানমারে জঙ্গি প্রশিক্ষণের জন্য অর্থ সংগ্রহ। পশ্চিমবঙ্গে কেএলও জঙ্গিদের সাতে মাওবাদী জঙ্গিদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া যায়। মাওবাদী নেতা মাল্লাঝোলা কোটেশ্বর রাও ওরফে কিষাণজির মৃত্যুর পর মাওবাদীরা চেয়েছিল ভয়ংকর হিংসাত্মক ঘটনা ঘটাতে। কিন্তু কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতরের তৎপরতায় তা সম্ভবপর হয় নি। ২০১৩–১৪ সালে ৩০টি বেশি হিংসাত্মক ঘটনার নজির রয়েছে। তবে কামতাপুর আন্দোলন বোড়ো নাগা মণিপুরের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের মত ভয়ংকর প্রভাব ফেলতে পারে নি। অদূর ভবিষ্যতে এই আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গে তীব্র আকার নেবে না, তা জোর গলায় বলা যায় নি। পরিস্থিতি জটিল হবার আগে রাজবংশীদের দাবিকে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে। কামতাপুর আন্দোলনের যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন আছে। জঙ্গি আক্রমণাত্মক কৌশলে শরণার্থীদর দখলীকৃত জমি কি তারা ফিরে পাবে? পারবে কি পূর্ববঙ্গীয় রাজবংশী সংস্কৃতির যে মিশ্রণ ঘটেছে তা থেকে বিশুদ্ধ রাজবংশী সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যতাকে পুনরুজ্জীবিত করতে? এই প্রশ্নের উত্তর সময় দেবে। তত্ত্বে নৃতাত্বিক বিকাশ প্রমান করে রাজবংশীরা তফশিলী জাতি নয়, উপজাতি। এই পরিচয় সাংবিধানিক স্বীকৃতির আপত্তিটা কোথায়?

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় স্বশাসনের আড়ালে ব্র্যান্ড গোর্খাল্যান্ড শীর্ষক প্রবন্ধের লেখকের নাম সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্তে ছাপা হয়েছে নির্মল গোস্বামী। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

সম্পাদক

পাঠকের কলমে

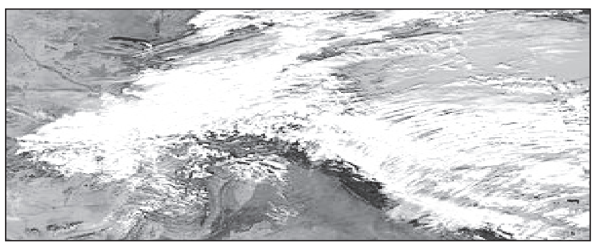

মৌসুমী মরছে না...

এতদিন ধরে কত খবরের কাগজ পড়লাম, কিন্তু জানতে পারছিলাম না, কেন বৃষ্টি আসছে না। অথচ আপনাদের এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে (১৩ জুন, ২০১৫) ওঁকার মিত্র–র লেখা একটি খবর 'মৌসুমী মরছে না, তাকে হত্যা করা হচ্ছে' পড়ে অনেক তথ্য জানলাম। কিভাবে থর মরুভূমি ও উত্তর মধ্যভারতের সংলগ্ন অঞ্চলের পরিবেশ বদলাতে চক্রান্ত হচ্ছে, তা জেনে বিস্মিত হয়েছি। বুঝতে পারছি, আমাদের দেশটাকে শেষ করার জন্য কিছু মানুষ উঠে পড়ে লেগেছে। আপনারা এই ধরনের সংবাদ আরো লিখুন। আর একটা কথা, বজবজ এলাকায় যাতে আমরা আলিপুরবার্তা' নিয়মিত পেতে পারি তার ব্যবস্থা করবেন।

নিখিল ঘোষ, বজবজ

এভাবেই চালিয়ে যান

দিশাহারা মৌসুমী নিয়ে আপনাদের প্রতিবেদন পড়ে দারুণ ভালো লাগলো। অন্য সংবাদ মাধ্যম যখন মুখরোচক দৈনন্দিন বিষয় নিয়ে পড়ে আছে তখন কোলাহল থেকে সরে গিয়ে এই ধরনের মৌখিক বিষয়ে আলোকপাত করা সংবাদপত্রের দায়বদ্ধতাকেই চিহ্নিত করে। আলিপুর বার্তার আমি নিয়মিত পাঠক। নানা অভিনব বিষয় মানুষের কাছে তুলে ধরায় আপনাদের সুনাম আছে। এখন রঙিন হয়ে নব কলেবরে আলিপুর বার্তাকে দেখে খুব ভালো লাগে। সমাজ কল্যাণে নিয়োজিত এই সংবাদপত্র যে কোনও জেলার পক্ষে গর্বের। প্রতিবাদী চরিত্র নষ্ট না করে, আর দশটা পত্রিকার সঙ্গে গড্ডালিকা প্রবাহে গা না ভাসিয়ে এভাবেই চালিয়ে যান। মানুষের আশীর্বাদ আপনাদের সঙ্গে আছে।

বিজন ঘোষ, জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

শকুনি মামার ভূমিকায়

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ এখন শকুনি মামার ভূমিকায় বাস্তব অভিনয় করছে। শকুনি মামা মনে প্রাণে কৌরবের ক্ষতির কামনা করে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে কৌরবকুলকে ধ্বংস করেছে। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের পুলিশরা কেউ মমতা ছত্রছায়ায় থাকতে চায় না। মমতা মানুষের প্রতি মমতাময়ী নয় বরং উল্টো রাক্ষসতুল্য। পুলিশ কর্মীদের দলদাসে পরিণত করা হয়েছে। বামেদের আসন থেকেই এ কাজ শুরু হয়েছে। এখন তা বাড়াবাড়ির এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তারা সাধারণ মানুষের কাছে মান সম্মান পায় না। বিবেকের দংশনের ঘৃণার গরল বর্তমানে পুলিশ কর্মীদের অনবরত দংশন করে চলেছে, প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করার মতো উপায় নেই। তাই স্তুতিবদলে নিন্দা নামক রাজস্তুতি অলংকারের মতো বাইরে তৃণমূলের দরদী সেজে ভিতরে ভিতরে তৃণমূলের সর্বনাশ করে চলেছে। মমতা মমতাময়ী নন। তিনি ও তার দল পুলিশের চাটুকারিতে আহ্লাদে গদগদ হয়ে আছেন। অপরদিকে মানুষের মন পুলিশের কাজে যে ক্রমশই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে সে বোঝার মত কারুরই ক্ষমতা নেই। পুলিশ ঘুণ পোকার মত সমগ্র তৃণমূল পার্টিটাকে বিনাশ করার সাধনা মগ্ন। শকুনি মামার মতো ঠান্ডা মাথায় একটার পর একটা উল্টোপাল্টা সমালোচিত কাজ করে পার্টির ভিত আলগা করে দিচ্ছে। তৃণমূলের কেউ বুঝছে পুলিশের শকুনি মামার বুদ্ধির কৌশল।

শ্যামল সেন, বারাসাত

বিষের খবরে আতঙ্কে আছি

খাবারে ভেজাল দেওয়ার কথা আগেও জানতাম। কিন্তু আলিপুরবার্তায় যেভাবে প্রতিদিন বিষ খাচ্ছে মানুষ, আটকাবার লোক নেই' (৬–১২ জুন, ২০১৫) পড়লাম, তাতে তো দেখছি আমাদের সমূহ বিপদ। কারণ, রাস্তাঘাটে ঢেলে খাবার বিক্রি হচ্ছে, সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনো সচেতনতা নেই, তাই গোগ্রাসে খাচ্ছে। এর ওপর আছে নানারকম ফাস্ট ফুড–এর ঢালাও হাতছানি। এসবের মধ্যে যদি কলকাতা পুরসভায় যথেষ্ট পরিমাণে ফুড ইন্সপেক্টর না থাকেন, তবে আমাদের রক্ষা করবে কে? তবে, আশার কথা আপনারা শুনিয়েছেন, মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ নাকি এব্যাপারে তৎপর হয়েছেন।

সমর হালদার, বেহালা

বিষের বিষময়তা নজর কাড়ে

দারুণ সংবাদ বিষক্রিয়া নিয়ে। খাদ্য থেকে মেয়েদের প্রসাধনীতেও প্রতিদিন যে বিষ মিশছে এ বিষয়ে এতো দিন সকলেই অন্ধকারে ছিলেন।

এখন থেকে সকলের চোখ খুলে দিয়েছেন। বড় ছোট কোনও সংবাদপত্রেই এ বিষয়ে আলোকপাত হয়নি। আপনাদের ধন্যবাদ না জানিয়ে পারলাম না। এ ধরনের আরও সংবাদের জন্য অপেক্ষা করে আছি। এছাড়াও আপনাদের মনের খেয়ালে ধীরে ধীরে আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। ছোটদের মধ্যে জনপ্রিয়তা বাড়ছে। আরও ভালো ভালো বিষয় তুলে ধরুন। আমরা পাথরপ্রতিমার মানুষ আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।

পিয়ালী মাইতি, পাথরপ্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

কোথায় সেই আচ্ছে দিন

আজ সকালে ঘুম ভাঙল কোকিলের ডাকে। এই আষাঢ় মাস। এই সময় কোকিলের ডাক কেন? সকাল থেকেই কোকিলটা কুহু কুহু একটানা ডেকেই চলেছে, সঙ্গে এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেল। মনে হল যেন একটা উৎসবের আবহ। ক্যালেন্ডারে আষাঢ়, শ্রাবণ বর্ষাকাল হিসাবে আছে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় আবহাওয়াবিদরাও নাগাড়ে বলে চলেছেন বর্ষা এই পথে আসছে, বর্ষা ওই পথে আসছে কিন্তু মেঘেরা কিন্তু তা বলছে না। তারা শুধু উদাসভাবে উড়ে চলেছে। আকাশ বাতাসে শরতের ছোঁয়া। বর্ষার ওপর যাদের সারা বছরের ভাত নির্ভর করে সেই চাষিভাইদের কপালে দুশ্চিন্তার স্পষ্ট ছায়া। তারা বীজতলা তৈরি করে বসে আছেন, সঠিক পরিমাণে বৃষ্টি না হওয়া অবধি মাঠে রোপণের কাজ শুরু করতে পারবেন না। এদিকে মিডিয়া খুন, ধর্ষণ, রাজনৈতিক হানাহানি আর ইদানিং কঙ্কাল নিয়ে ব্যস্ত। জলবায়ুর চরিত্রে ধীরে ধীরে যে পরিবর্তন ঘটে চলেছে সেদিকে সঠিক ভাবে আলোকপাত করার কোনও সদিচ্ছাই কোনও পক্ষের নেই। অথচ আমাদের বাবা কাকাদের মুখে শোনা যায় যে একসময় গ্রাম বাংলা আষাঢ়ের প্রথমেই অবিরাম ধারাপাতে সুজলা সুফলা হয়ে উঠত। তখন মাঠে ঘাটে চাষিদের এই সময়টা দম ফেলতে ফুরসত থাকত না। কোথায় গেল সেইসব 'আচ্ছে দিন'?

রণেন সরকার, কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

ফল বিক্রেতার কবিতা প্রেম অনবদ্য

'আলিপুরবার্তা' পত্রিকাকে এবং সৈকত ঘোষকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে সারাক্ষণ খারাপ খারাপ খবর শুনতে শুনতে যখন ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছিলাম, তখন ৩২ সংখ্যায় আপনারা একটি দারুণ ভালো খবর দিলেন, 'বুকে কবিতা নিয়ে স্বপ্ন ফেরি ফল বিক্রেতা নেপালের'। আলিপুরবার্তা না পড়লে জানতাম না, একজন সাধারণ ফল বিক্রেতা নেপাল চন্দ্র কর নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়েও কিভাবে তাঁর সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, কিভাবে প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর একের পর এক কবিতার বই। 'বেল বেচি সবেদা, আর বেচি কলা/ গান গাই, আবৃত্তি শুধু পথ চলা'র কবি নেপাল বাবুকে অভিনন্দন জানাই, আপনার এই সাফল্যের জন্য। আপনি আমাদের প্রেরণা।

গোবিন্দ ঘোষ, সরিষা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

পরিবারতন্ত্রের অভিশাপেই কংগ্রেসের তরী কী ডুবতে চলেছে

নির্মল গোস্বামী

বিগত লোকসভা ভোটের আগে থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে কংগ্রেসের কাৎ খাওয়া নৌকা যমুনার খরস্রোতের উজান পেয়ে ৫ নং রেস–কোর্সের বাড়ি অবধি পৌঁছাতে পারবে না। কংগ্রেস আজ আর ''জোয়ারের নাও'' নয়, ডুবন্ত জাহাজ। তাই ডুবন্ত জাহাজে সর্বাগ্রে যেমন ইঁদুররা পালাতে চেষ্টা করে তেমনি রাজ্যের কংগ্রেস নেতারা আগে ভাগেই কংগ্রেস নামক জাহাজ থেকে ঝাঁপ দিয়ে পালাতে চাইছেন। আগে যা হবার তা তো হয়েইছে বর্তমানে কলকাতা পুরসভা নির্বাচনের আগে থেকেই কংগ্রেসের বঙ্গ নেতা–নেত্রীরা তৃণমূলের নৌকায় পা রেখেছে। যাতে করে রাজনীতিতে ভরাডুবি না হতে না হয় সেই ভয়ে। আবার পুর নির্বাচনের পর বঙ্গ কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় ধাক্কা কাটোয়ার এমএলএ রবীন্দ্রবাবুর তৃণমূলে গমন!

এটা ভাবলে সত্যই আশ্চর্য লাগে যে— যে কংগ্রেস নেতারা দু দিন আগে মমতা এবং তৃণমূলকে অকথ্য গালাগাল করেছে এই বলে যে তৃণমূল পুর ভোটে লুটপাট চালিয়ে জিতেছে, তৃণমূল দলের নেতারা টপ টু বটম দুর্নীতিতে জড়িয়ে আছে। এই কিছু বলার পরও কংগ্রেস নেতারা সেই তৃণমূলে আবার ভিড়ছে কি করে?

এই প্রশ্নের উত্তরে সকলেই একবাক্যে বলবেন এরা সব ধান্দাবাজ। রাজনীতিতে করে কম্মে খাওয়ার জন্য ক্ষমতাসীন দলের নেত্রীর পদতলে আশ্রয় নিয়েছেন। এটা এখন দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে এ রাজ্যে যারা দীর্ঘদিন সৎ কংগ্রেসী কর্মী হিসাবে রাজনীতিতে নিজেদের ভাসিয়ে রাখতে পেরেছেন তারাই পঞ্চায়েত, পুরসভা বা বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছেন সম্পূর্ণ নিজেদের ব্যক্তিগত ক্যারিশ্মায়। সিপিএম বা তৃণমূল কংগ্রেসের মতো যাকে তাকে দাঁড় করিয়ে সংগঠনের জোরে পার্টি জিতিয়ে আনবে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সেই সুদিন আর নেই। কোনও কোনও এলাকায় কংগ্রেসের সংগঠন টিকে আছে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ওপর ভর করে। বহরমপুরে অধীর ছাড়া কেউ জিততেই পারবে না। মালদায় আজও প্রয়াত গণিখানের নামে ভোটে জেতে কংগ্রেস। আসলে কংগ্রেস এখন বিতরণের দল। তাই আগে পশ্চিমবঙ্গে বামবিরোধী কংগ্রেসের বাক্সে পড়ত এখন তার সিংহভাগ গিয়েছে তৃণমূলে, বাকি নেই। একমাত্র মতুয়া সম্প্রদায়ের ভোটও তৃণমূলের দখলে। ফলে দিন দিন কংগ্রেসের ভোট কমছে। এবং সাহসের জোরে এতোদিন যে সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করল সেই সিপিএমে যাওয়া কি সম্ভব?

রাজনীতির পটে

বিজেপিতে । আবার এ রাজ্যে সংখ্যালঘু ভোটের ৮০ শতাংশই তৃণমূলের কব্জায়। হিন্দুত্ববাদী ভোট বিজেপির। এ–রাজ্যে হিন্দুদের মধ্যে জাতপাত ভিত্তিক কোনও ভোট এলাকায় এলাকায় কংগ্রেসের জনপ্রিয় নেতাদের দোটানা অবস্থা। যে কোনও স্তরে নির্বাচন জিততে গেলে তারা কোন দলের কাছে যাবে? কংগ্রেসের নামে নিজ বুদ্ধি তার ওপর যেখানে সম্পূর্ণ উল্টো আদর্শ। বিজেপি হল দিল্লিতে কংগ্রেসের মূল শত্রু। তাদের সাম্প্রদায়িক শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করণই কংগ্রেসের প্রধান কাজ। সেই দলে ভেড়াটাও এত স্বাচ্ছন্দ্যের নয়। অন্যদিকে কংগ্রেস ভেঙেই তৃণমূলের জন্ম। তার বেশির ভাগ নেতা নেত্রীরা পূর্বপরিচিত। এরফলে একই পরিবার ভুক্ত ছিল। তফাত একটাই শুধু সনিয়ার পরিবর্তে মমতাকে নেত্রী হিসাবে মানতে হবে। তাহলে মানকুল সর্বত্র বজায় থাকল। অতএব রাজনীতিতে যারা সত্যিই টিকে থাকতে চায় নূন্যতম হলেও মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা নিতে চায়, আর তা দিতে হলে যে কোনও স্তরে নির্বাচিত হতে হয়। সেটাই নিশ্চিত করবে যদি কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে কেউ যায় তাদের খুব কি দোষ দেওয়া যায়!

দ্বিতীয়ত ভারতবর্ষের রাজনীতিতে কংগ্রেসের হারানো সুদিন ফেরার কল্পনা করাও বাতুলতা মাত্র। তার কারণ অনেক। এক নম্বর আমরা জানি নির্বাচনে হয় দল জেতায় নয় নেতা জেতায়। কংগ্রেসের দুটিই অস্তমান। কংগ্রেস দলের কার্যকারিতা শ্রীমতী গান্ধিই শেষ করে দিয়ে গিয়েছেন। একবারে গ্রাম রুট থেকে কর্মের ভিত্তিতে উঠে এসে কংগ্রেস নেতা হওয়া যায় না। নেহেরু–গান্ধি পরিবারের প্রতি আনুগত্যই কংগ্রেসের নেতা হওয়ার একমাত্র মাপকাঠি। ফলে দলের মধ্যে যোগ্য সংগ্রামী নেতা তৈরির পরিকাঠামোটাই নষ্ট হয়ে গেছে। তাই গান্ধি বংশের যদি যোগ্য কেউ না থাকে তাহলে কংগ্রেস নেতা শূন্য দল। বিগত দশ বারো বছর ধরে যতো প্রচেষ্টা করেও রাহুলজিকে নেতা হিসাবে জনগণ মেনে নেয়নি। তিনি যতই লীলাবতীর উপাখ্যান ব্যাখ্যা করুন, যতই রিক্সা চালান বা রেল কুলিদের মধ্যে গিয়ে মিশুন, সর্বশেষ এই বঙ্গে চটকল শ্রমিক বস্তিতে গিয়ে জল চেয়ে খান তিনি কংগ্রেসের বাইরের জনগণের নেতা এখনও হয়ে উঠতে পারেন নি। আর একজন যোগ্য মানুষ একটা পরিবারের ভজনা বা দাসত্ব তখনই করবে যখন তার মাধ্যমে ক্ষমতার স্বাদ পাওয়ার আশা তাকে। সেই নেতা যিনি তাদের ক্ষমতায় এনে দিতে পারবে বলে তারা বিশ্বাস করে। বাগ্মীতায়, বিচক্ষণতায়, ত্যাগে, অভিজ্ঞতায় প্রভৃতির নিরিখে রাহুল গান্ধি মোদির কাছে নিতান্তই দুগ্ধ পোষ্য। মোদির পিছনে ভারতবর্ষের ক্যাপিটালিস্ট ক্লাসের অকুণ্ঠ সমর্থন আছে। বিজেপির নিজস্ব সংগঠন শক্তি ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত। বংশগতভাবে হয় দলের নেতা তৈরির প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মোদিজী উঠে এসেছেন। তার পিছনে আরএসএস নামক একটি বিশাল সংগঠিত সামাজিক সংগঠন আছে। আরও আছে নিজস্ব ক্যারিশ্মা সম্পন্ন, পাঁচ ছটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তুলনায় কংগ্রেসের না আছে তেমন নামকরা রাজ্য নেতা, না আছে নিজস্ব ভোট ব্যাঙ্ক। গোবলয়ের যাদব ভোট মুলায়ম এবং লালুর। কুর্মী ভোট নীতিশের। জাঠ ভোট প্রয়াত নেতা চৌধুরী চরণ সিংয়ের ঝুলিতে। দলিত ভোট মায়াবতী মুলায়মের। বাকি জাঠ, ঠাকুর, ব্রাহ্মণদের ভোট বিজেপির ঝুলিতে পড়বে। আর সংখ্যালঘু ভোট পশ্চিমবঙ্গে মমতার, বিহারে লালু –নীতিশের, উত্তরপ্রদেশে মায়াবতী–মুলায়মের। বাকি রাজ্যে সংখ্যালঘু ভোট নির্ণায়ক শক্তি নয়। ফলে বর্তমানে কংগ্রেসের নেতার নামের ভোট নেই, দলেরও ভোট ব্যাঙ্ক নেই। তবে হৃত শক্তি পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনাও নেই। অনেকেই আশা করে আছে মোদি কোনও আত্মঘাতী ভুল করবে আর তাতেই মোদির পতন। কিন্তু তা হলেও লাভ হবে রাজ্যে রাজ্যে আঞ্চলিক দলগুলির। কংগ্রেসের ভাঁড়ার শূন্যই থেকে যাবে। ফলে এই ডুবন্ত নাওয়ে কেউ বা পাড়ি দিতে চায়। সকলেই এখন নেমে যেতে পারলে বাঁচে।

বর্ষায় বাঁচবে ডায়মন্ডহারবার

প্রথম পাতার পর

প্রয়োজনে এই বেআইনি নির্মাণের ক্ষেত্রে মহকুমা শাসক নিজেই তৎপর হবেন বলে কাউন্সিলরদের আশ্বস্ত করেন। এদিনের বৈঠক শাসক ও বিরোধী দুই দলের কাউন্সিলারদের মধ্যে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে ক্ষোভ দেখা গেলেও চেয়ারম্যান মীরা হালদার একটি কথাও বলেননি বলে অভিযোগ। বৈঠক শেষে মহকুমা শাসক শান্তনু বসু বলেন, 'বৈঠকে পুর এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রশাসন পুরসভার কাজে সবরকমভাবে সাহায্য করবে।' অভিযোগ, যত্রতত্র বেআইনি নির্মাণের ফলে বেহাল হয়ে পড়েছে পুর এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা। এবারে বর্ষায় পুরসভার ২, ৪, ৫, ৬, ৭, ৯, ১০, ১২ ও ১৩ নম্বর ওয়ার্ড জলমগ্ন হতে পারে ভেবে আশঙ্কায় রয়েছেন কয়েক হাজার বাসিন্দা। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, 'এই সমস্ত ওয়ার্ডের নিকাশির ড্রেনের ওপর বেআইনি নির্মাণের রমরমা জানেন কাউন্সিলররা। কাউন্সিলাররা বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার পরও প্রশাসনিক সদিচ্ছার কারণে উচ্ছেদ করা যায়নি। ফলে বেআইনি নির্মাণ রমরমিয়ে চলছে।' সিপিএম কাউন্সিলার তথা পুরসভার বিরোধী দলনেতা পূর্ণেন্দু সরকার বলেন, 'আগেই নিকাশি সমস্যার মূলে যেতে হবে। বর্ষা ছাড়াও সারা বছর শহরে জল জমার একমাত্র কারণ বেআইনি নির্মাণ। পুরসভা ও প্রশাসন সবসময় ওই নির্মাণ উচ্ছেদে তৎপর নয়।' তবে পুরসভার চেয়ারম্যান মীরা হালদার বেআইনি নির্মাণের কথা স্বীকার করে বলেন, 'কিছু বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, আবার কিছুর ব্যবস্থা নেওয়ার পরিকল্পনা চলছে। বর্ষার আগেই জরুরি ভিত্তিতে নিকাশি নালা সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। পুরসভা লাগোয়া কানপুর–ধনবেড়িয়া পঞ্চায়েত এলাকার নিকাশি খালও সংস্কার করা হবে। যাতে সেখান থেকে শহরের জল বেরতে পারে। আশাকরি এবারের বর্ষায় শহরে জল জমবে না।'

মন্দির বাজারে উদ্ধার হল পঞ্চম–সপ্তম শতাব্দীর বিষ্ণু মূর্তি

সৈকত ঘোষ

গত ১৪ জুন মন্দির বাজার থানার ধনুর হাটের পাঁচনন গ্রামে কৃষ্ণমোহন ঘোষের বাড়ি থেকে পাওয়া গেল দুটি ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তি একটি মূর্তির কেবল মাত্র মস্তক অংশ বর্তমান, এবং মূর্তিটি বেলে পাথরে নির্মিত। মূর্তিটি আনুমানিক খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতাব্দীর এবং অপর মূর্তিটির সম্পূর্ণ গঠন জানা গেলেও তা উত্তোলনের সময় দ্বিখন্ডিত হয়ে যায়। এই মূর্তিটি আনুমানিক ষষ্ঠ–সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত।

বেশ কয়েকবছর আগে একটি 'কংক্রিট ট্যাঙ্ক' তৈরি করতে কৃষ্ণমোহন বাবু তাঁর বাড়ির পাশে পুকুর পাড়ে লোক দিয়ে খোড়ান। এবং তখনই ওই ভগ্ন মূর্তি দুটো উদ্ধার হয়। তারপর থেকে তাঁরা সেই মূর্তি দুটোকে বাড়িতে রেখে পুজো করে আসছেন। ঘোষ পরিবারে পূজিত হওয়া এই মূর্তি দুটির মধ্যে ষষ্ঠ–সপ্তম শতাব্দীর মূর্তিটির বেশ

আশ্চর্য গঠনের। বিষ্ণুর দুটি হাত বেরিয়েছে কাঁধ থেকে, আর দুটি হাত বেরিয়েছে কব্জি থেকে।

এই সমস্ত ঘটনা জানার পর ১৪ জুন বিকালে কৃষ্ণমোহন বাবুর বাড়িতে এসে উপস্থিত হন প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষক দেবীশঙ্কর মিদ্যা। তিনি মূর্তি দুটো ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে তাদের বয়স অনুমান করেন। তিনিই প্রথম বলেন, মূর্তি দুটি পঞ্চম ও ষষ্ঠ–সপ্তম শতাব্দীর।

মিদ্যাবাবু কৃষ্ণমোহন ঘোষের বাড়ি সংলগ্ন বিভিন্ন 'ঢিবি' ও খোলামকুচি পর্যবেক্ষণ করে জানিয়েছেন ''এই পাঁচনন গ্রামটিও একটি প্রত্ননিদর্শন সমৃদ্ধ এলাকা, এখানকার খোলামকুচি ও প্রাচীন ইট টুকরো তারই নির্দেশ দেয়। পূর্বে বারুইপুর থেকে যে আদি গঙ্গা জয়নগর হয়ে কাশীনগর–খাড়ি অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল তারই এক অংশ মন্দির বাজারের মধ্য দিয়ে এই ধনুরহাট অঞ্চলদিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল, সম্ভবত নদীর ধার অর্থাৎ নদীর তট বেঁকে ধনুক আকৃতির হয়েছিল। সেখান থেকে এই অঞ্চলের নাম হয় ধনুর তাট বা থনুর তট, তা থেকে এখন ধনুরাট বা ধনুর হাট অঞ্চল। এবং এই পাঁচনন গ্রামে নিশ্চিতভাবে কোনও প্রাচীন পঞ্চানন ঠাকুরের মন্দির ছিল, তাই এর নাম পাঁচনন।''

মিদ্যাবাবু ঘোষ পরিবারকে এই মূর্তি দুটি বিক্রি করতে বারণ করেন। এবং তাঁদেরকে অনুরোধ করেন তাঁরা যেন এই অতিপ্রাচীন প্রত্নবস্তুদুটিকে ঠিকভাবে সংরক্ষণ করেন।

মনমাতানো উজ্জ্বল সন্ধ্যা

মলয় সুর, হুগলি : ভদ্রেশ্বর ধিতাড়া বারোয়ারি পুজো উপলক্ষে পুজো প্রাঙ্গণে মঙ্গলবার ১৬ জুন ইয়ং স্টার ক্লাবের আয়োজনে এক বিরাট গীতিময় সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা জমে ওঠে। মঞ্চে আদ্যাপীঠের ব্রহ্মচারী মহারাজ মুরাল ভাই প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এরপর মহারাজের বক্তব্য, রামকৃষ্ণ ও স্বামীজির বাণী সকল শ্রোতাদের মন কেড়ে নেয়। গরিব দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের হাতে তিনি পাঠ্যপুস্তকের সরঞ্জাম তুলে দেন। দ্বিতীয় পর্বে জাদুকর প্রিয়ম গুহ তাঁর জাদুকলা প্রদর্শন করেন। এই মনমাতানো ভোজবাজির জাদু দেখে স্থানীয় দর্শক আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে যান। তাকে সঙ্গ দেন আর এক প্রবীণ জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও মঞ্চে সংবর্ধিত করা হয় নদিয়ার কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা মনোজ মণ্ডলকে। বিশ্বের সব থেকে ক্ষুদ্র প্রেসার কুকার তৈরি করে গিনেস বইতে না তুলেছেন তিনি। সোনালী সন্ধ্যায় ছিলেন হুগলির সাংসদ ডাঃ রত্না দে নাগ, ভদ্রেশ্বর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী, সমাজসেবী লালবাবু সিং সংগঠনের সম্পাদক জগন্নাথ চল, তাপস পাল, টোটন হাজরা এই গোটা অনুষ্ঠানটি সুন্দর সাবলীল ভাবে পরিচালনা করেন দেবশ্রী বসু।

গ্রামীণ সাংবাদিকতার অভিনব কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর : গত ১২ ও ১৩ জুন দুদিনব্যাপী দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও হাওড়া জেলার কর্মরত সাংবাদিকদের নিয়ে গ্রামীণ সাংবাদিকতার কর্মশালার আয়োজন করেছিল তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর। বারুইপুরের জেলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সচিব সুব্রত মুখোপাধ্যায় কর্মশালার সূচনা করেন। বিশিষ্ট সাংবাদিক স্নেহাশীষ শূর, প্রদীপ চক্রবর্তী কর্মশালায় তথ্যনির্ভর বক্তব্য রাখেন। জেলার সাংবাদিকরা তাদের নানান সমস্যার কথা দফতরের সচিবকে জানান। লোকপ্রথা প্রকল্পের ওপর সাংবাদিক সম্মেলন করেন সচিব সুব্রত মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় দিনে সমাজ গঠনে ছোট ও মাঝারি পত্র পত্রিকার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন দেবাশীষ ভট্টাচার্য। খবর সম্পাদনা ও অঙ্গসজ্জা নিয়ে আলোচনা করেন বিশ্বজিৎ মতিলাল। শেষ দিনে সাংবাদিকদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সচিব সুব্রত মুখোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত আলিপুর বার্তা পত্রিকার পক্ষ থেকে কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করেন সহ–সম্পাদক কুনাল মালিক।

জল সমস্যার অবসান রাজপুর–সোনারপুরে

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার কাউন্সিলর নজরুল আলি মণ্ডল পুরপ্রধানের সদস্যপদ জল দফতর পাওয়া মাত্র বেশি দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে পাম্প বসালেন সোনারপুর ১৫ নং ওয়ার্ডে। নতুন পল্লীতে অনেক দিন ধরে জলের কষ্ট হচ্ছিলো তাই এবারে নব নির্বাচিত কাউন্সিলর অমিতাভ চৌধুরীর উদ্যোগে প্রায় ১৫০০ পরিবার জলের কষ্ট থেকে রেহাই পেলেন। পুরসভার জল দফতর থেকে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই ওয়ার্ডের জন্য পাম্প হাউস তৈরি করা হোল। অমিতাভবাবু বলেন এই ১৫০০ পরিবারে মাথা পিছু যদি পাঁচ জন করে ধরা যায় তাহলে দেখা যাবে ৭৫০০ মানুষ উপকৃত হল। রাজপুর সোনারপুর পুরসভার অধীনে যে সকল ওয়ার্ডগুলি আছে তার মধ্যে অনেক ওয়ার্ডে জলের সমস্যায় ভুগছেন বাসিন্দারা। কিন্তু দুঁদে রাজনীতিবিদ অমিতাভ বাবু দু দুবার জয়ী হয়েছেন এলাকার উন্নয়নকে হাতিয়ার করে। অমিতাভবাবু ভালো ভাবে জানেন যে জলের সমস্যা বড় সমস্যা। তাই কোনও দিক না তাকিয়ে দ্রুত গতিতে এই মূল্যবান কাজটি অনায়াসে সেরে ফেললেন তিনি। এতে করে বাসিন্দারা বেজায় খুশি।

ছাত্রের আত্মহত্যা

প্রত্যুষ চক্রবর্তী : গত বৃহস্পতিবার পারিবারিক অশান্তির কারণে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করল নবম শ্রেণির এক ছাত্র। মৃত ছাত্রের নাম সায়ন দাস (১৪) উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করত। বীরভূম জেলার সাঁইথিয়ার দেরিয়াপুর পঞ্চায়েতের দেরিয়াপুর গ্রামে বাড়ি। বাবা প্রশান্ত দাস পেশায় কৃষক। মৃত ছাত্রের বাবা জানান, সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ বাড়িতে মায়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছিল। সে সময় রাগে আমার ছেলে একটি চায়ের কাপ ছুঁড়ে মারে তার মাকে। তাতে আমার স্ত্রীর মাথা ফেটে যায়। তার পর ছেলেটি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। তখন আমরা ভেবে ছিলাম ছেলে আমার কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ি ফিরে আসবে। কিন্তু বেশ কিছুটা সময় পার হয়ে গেলেও ছেলে বাড়িতে ফিরে না আসলে আমরা চারিদিকে খোঁজ খবর করা শুরু করে দিই। অনেক খোঁজা খুঁজির পর বিকেল ৩টে নাগাদ বাগডোলা স্কুলের মিডডে মিল রান্নার চালা ঘরে গলায় দড়ি দেওয়া ঝুলন্ত মৃতদেহ আমরা দেখতে পাই। এই সব কথাগুলি বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়েন প্রশান্তবাবু। আমাদের যেটা ধারণা আমার ছেলে তার মায়ের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। সে জন্যই অভিমানে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গলায় দড়ি দেওয়া এক স্কুল ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আমরা মৃতদেহটিকে ময়না তদন্তের জন্য সিউড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। এদিকে এই অপমৃত্যুর ঘটনায় অঞ্চলে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় মানুষ ভীড় জমাচ্ছেন অকুস্থলে।

এক টুকরো সোনা রোদে মাখামাখি বকখালি তট

মেহেবুব গাজি

পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নের দিক থেকে পর্যটকদের কাছে বকখালিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে নয়া উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। সমুদ্র তট সহ এলাকা পরিষ্কার রাখতে সাফাইয়ের পাশাপাশি সমস্ত নোংরা–আবর্জনা সংগ্রহ করে বিশেষ পদ্ধতিতে জৈব্য সার তৈরি করতে একটি সার প্রকল্প গড়ে তোলা হল। ইতিমধ্যেই প্রকল্পের জন্য কর্মী নিয়োগ করে পর্যটন কেন্দ্রে জমা নোংরা–আবর্জনা সাফাই করে সংগ্রহ করার কাজ শুরু করে দিয়েছে নামখানা পঞ্চায়েত সমিতি। ফলে এবার সারা বছরই ঝাউ বন ঘেরা ঝাঁ চকচকে বকখালির বালুচর পর্যটকদের মন কাড়বে বলে আশা স্থানীয় প্রশাসন থেকে হোটেল মালিকদের। নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমন্ত মালি বলেন, 'এই সার প্রকল্প গড়ে ওঠার ফলে একদিকে পর্যটন কেন্দ্রের সমস্ত ময়লা–আবর্জনা প্রত্যেক দিন সাফাই হবে। আবার সাফাই করা ময়লা–আবর্জনা প্রকল্পে জড়ো করে বিশেষ পদ্ধতিতে সার তৈরি করে এলাকার চাষিদেরকে বিনামূল্যে দেওয়া হবে।'

পর্যটক টানতে সারা রাজ্যের পাশাপাশি সুন্দরবনে পর্যটনের জন্য একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বকখালি ও গঙ্গাসাগরের উন্নয়নের জন্য ২৪ সদস্যের একটি বোর্ড গঠন করা হয়। বিশাল সমুদ্র তটের পাশে নির্জন ঝাউ বন ও সুন্দর একটি পার্কের মধ্যে হরিণের আনাগোনা ঘিরে সমুদ্র সৈকত বকখালি মন কাড়ে পর্যটকদের। সমুদ্র সৈকত দিঘার পরেই পর্যটকদের পছন্দের তালিকায় বকখালি। ছোট বড় মিলিয়ে ৫৫টি আবাসিক হোটেল সহ বেশ কয়েকটি সরকারি লজ ও অতিথি নিবাস রয়েছে পর্যটকদের থাকার জন্য। এছাড়াও সমুদ্র তটে রেস্টুরেন্ট সহ বিভিন্ন ধরণের ৪০টির বেশি দোকান রয়েছে। নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে পর্যটকদের সুবিধার জন্য সমুদ্র তটে বৈদ্যুতিক ভেপারল্যাম্প ও বসার জন্য সিটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমনি মনোরম পরিবেশের মধ্যেও সমুদ্র তট ও এলাকাজুড়ে যত্র তত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকত নোংরা–আবর্জনা। পর্যটক কেন্দ্রের এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষা করতে আগে থেকেই পরিকল্পনা নেয় রাজ্য সরকার।

বকখালিকে আরও পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন করে পর্যটক টানতে এই নোংরা আবর্জনা দিয়ে জৈব সার প্রকল্প গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ইতিমধ্যে পর্যটন কেন্দ্রের

পাশেই পশ্চিম অমরাবতী এলাকায় প্রায় ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দশ কাঠা জমির ওপর গড়ে তোলা হয়েছে সার প্রকল্পটি। প্রকল্পের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন ফুট উচ্চতার চার ফুট চওড়া ও পাঁচ ফুট লম্বার ১০টি চৌক তৈরি করা হয়েছে। প্রকল্পে নিয়োগ করা হয়েছে ১৩ জন কর্মী ও চারজন ভ্যান চালক। ভ্যান চালকরা সকাল সন্ধ্যায় সমুদ্রতট সহ সমস্ত হোটেল, লজ ও রেস্টুরেন্ট থেকে নোংরা–আবর্জনা সাফাই করে নিয়ে আসবে প্রকল্পে। বাকি কর্মচারীরা সেই নোংরা–আবর্জনা দুটি ভাগ ভাগ করে চৌকের মধ্যে ফেলে বিশেষ পদ্ধতিতে সার তৈরির উপযোগী করে তুলবে। কাজ অনুযায়ী ভ্যানচালক ও কর্মীদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয়েছে আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার। কর্মচারী জীবন দাস ও মিহির মণ্ডল বলেন, 'খুব ভালো উদ্যোগ। এলাকার নোংরা আবর্জনা পরিষ্কার করে এনে জৈব সার তৈরি করা হচ্ছে। আবার সেই সার এলাকার কৃষকদের বিনামূল্যে দেওয়া হবে। এই প্রকল্প চালু হওয়ার ফলে আমাদের কর্মসংস্থানও হয়েছে।' অন্যদিকে স্থানীয় কৃষক চন্দন মাইতি ও সইফুল মণ্ডলরা জানান, 'পঞ্চায়েত সমিতি থেকে জানানো হয়েছে এলাকার নোংরা–আবর্জনা দিয়ে তৈরি করা সার আমরা বিনামূল্যে পাব। বাজরে এখন সারের দাম প্রচুর। ওই সার পেলে অনেক উপকৃত হব।' সমিতির সভাপতি শ্রীমন্ত মালি বলেন, 'প্রকল্পে সার তৈরির প্রক্রিয়া চলছে। বর্তমানে প্রকল্পের সমস্ত খরচ পঞ্চায়েত সমিতি বহন করলেও ভবিষ্যতে পর্যটনকেন্দ্রের হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের হাতে প্রকল্পটি হস্তান্তর করার আলোচনা চলছে।'

বিধানসভা নির্বাচনের টিকিট পেতে মরিয়া

প্রথম পাতার পর

তা যদি করতেন, তাহলে হয়তো সহজেই সফলতা পেতেন। তবে বিশেষ সূত্রের খবর, দল যদি এবার তাকে প্রস্তাব দেয়, তাহলে এবার হয়তো তিনি না করবেন না। অন্যদিকে হাড়োয়া বিধানসভার লিডের সিংহভাগ আসা বারাসত ২ এর নেতৃত্বরা এবার চাইছেন প্রার্থী হোক তাদের এলাকা থেকেই। যাতে সামিল জেলা পরিষদ সদস্য থেকে পঞ্চায়েত সমিতির অতি গুরুত্বপূর্ণ সদস্য সহ কয়েকজন পঞ্চায়েত স্তরের নেতাও। এই দৌড়ে দেগঙ্গার ব্লকস্তরের দুই নেতা সামিল হলেও শোনা যাচ্ছে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদের নামও। এবিষয়ে প্রাক্তন সাংসদ হাজি নুরুল ইসলামের বক্তব্য, 'দল যদি বলে, তাহলে বিধানসভার প্রার্থী হতে আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে এসবই নির্ভর করছে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর। তিনি যা চাইবেন, তাই হবে।' তবে হাড়োয়ার প্রার্থী কেমন হলে ভাল হয়, এ প্রশ্নের উত্তরে তৃণমূলের স্থানীয় সভাপতি মাদার আলি বলেন, 'আমরা চাইব প্রার্থী স্থানীয় ও স্বচ্ছ ভাবমূর্তির হোক।' উত্তর ২৪ পরগনার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা তথা মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক মূলত প্রার্থী বাছাইয়ের প্রাথমিক কাজ সারছেন। অবশ্যই তৃণমূল ভবন তথা সুপ্রিমোকে অবহিত করার মাধ্যমে।

আজও মুখার্জি’স থিয়োরি কেমব্রিজে পড়ানো হয়

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জীবন প্রবাহ

১৮৬৪, ২৯ জুন জন্মগ্রহণ।

১৮৭৯ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয়।

১৮৮০ প্রেসিডেন্সিতে প্রবেশ এবং এফএ পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয়।

১৮৮৩ গণিত বিষয়ে আরও একটি প্রবন্ধ ‘এডুকেশনাল টাইমস্’ জার্নালে প্রকাশিত।

১৮৮৫ গণিতে এম এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম।

১৮৮৬ গণিত ও পদার্থ বিদ্যায় পোস্ট এম এ পরীক্ষা দান।

এডিনবার্গের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন।

এমএ পরীক্ষায় রেকর্ড নম্বর সহ শীর্ষস্থান দখল করায় এম এ (গণিত শাস্ত্রের) পরীক্ষক হিসাবে নিয়োজিত হন।

বি এল পরীক্ষায় পাশ করে আইনের স্নাতক হন।

১৮৮৯ কলকাতা হাইকোর্টে উকিল হিসাবে যোগ দেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং সিন্ডিকেটের সদস্য নির্বাচিত হন

ফ্রান্স, ইতালি, আয়ারল্যান্ড ও গ্রেট ব্রিটেনের বেশ কয়েকটি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের ফেলো নির্বাচিত হন।

১৮৮০–১৮৯০ গণিত শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় তিরিশটি মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এগুলির মধ্যে কয়েকটি ‘মুখার্জি’স থিয়োরি’ নামে এখনও কেমব্রিজ বিদ্যালয়ে পড়ানো হয়।

১৮৯১ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষা চালুর প্রস্তাব করেন।

১৮৯৪ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষা চালুর প্রস্তাব করেন।

১৮৯৯ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে বাংলার বিধান পরিষদের সদস্য হন।

কলকাতা কর্পোরেশনের প্রতিনিধি হিসাবে বাংলার বিধান পরিষদের সদস্য হন।

১৯০৪ ভারতীয় আইন পরিষদে নির্বাচিত হন। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক পদ গ্রহণ করেন। ১৯২৩ পর্যন্ত এই পদ অলংকৃত করেন।

১৯০৬ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন। ১৯০৬ থেকে ১৯১৪ এবং ১৯২১ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত এই পদে ছিলেন।

১৯০৮ দ্য ক্যালকাটা ম্যাথেমেটিকেল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। আমৃত্যু এর সভাপতি পদে ছিলেন।

১৯১০ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস ও পরীক্ষা ব্যবস্থায় রদবদল ঘটান।

রাজকীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি নিযুক্ত হন।

১৯১৪ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধনী অধিবেশনের সভাপতি হন।

১৯২০ ছয় মাসের জন্য কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হন।

১৯২৪, ২৪ মে বিখ্যাত ডুমরাঁও মামলা হাতে তিনি পাটনা যান এবং ২৪ মে সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

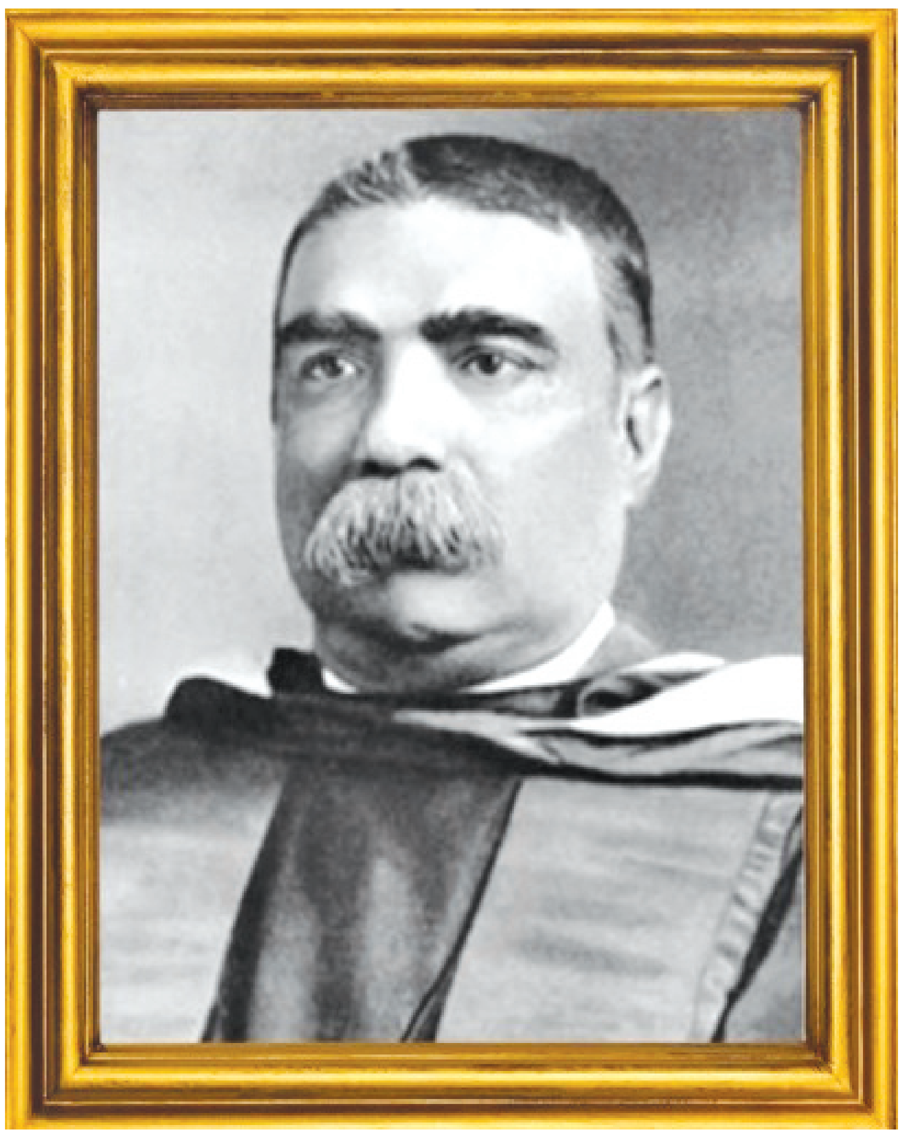

আশুতোষ সংগ্রহ জাতীয় গ্রন্থাগারের ‘জুয়েল বক্স’

ডঃ পি ওয়াই রাজেন্দ্রকুমার

অনেকেই স্যার আশুতোষকে ‘বাংলার বাঘ’ হিসেবে চেনেন। বিশাল বড় গোঁফ এবং ভীমনাগের সন্দেশের প্রতি আসক্তির কথাও অনেকেই জানেন। কেউ কেউ আবার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং বিশিষ্ট গণিতবিদ হিসেবে চেনেন। কিন্তু, খুব কম মানুষই তাঁর পুস্তক প্রীতির কথা জানেন। তিনি একজন দুর্লভ ও পুরাতন বইয়ের সংগ্রাহক, ক্ষুরধার স্মৃতিশক্তি এবং বিশ্বকোষের মেধাসম্পন্ন মানুষ ছিলেন।

বাল্যবয়স থেকেই তিনি জানার এক অদম্য ইচ্ছা নিয়ে চলতেন। পড়াশুনার বিভিন্ন দিক নিয়ে বইপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রেও ছাত্রবয়স থেকেই তাঁকে উৎসাহিত করা হতো। পড়াশুনার প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। পরে, বিশিষ্ট আইনবিদ, শিক্ষাবিদ এবং গণিতবিদ হিসেবে স্যার আশুতোষ যে কোনও বিষয়ে রেফারেন্সের জন্য তাঁর ব্যক্তি গ্রন্থাগারের বইপত্রের ওপর নির্ভর করতেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থসংগ্রহ সাঁওতাল পরগনার মধুপুরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁদের পরিবারের অবকাশ যাপনের জন্য এক বিশাল বাড়ি ছিল। এই সময়ে কেবলমাত্র আইনের বইগুলিই কলকাতার ভবানীপুরে তাঁদের বাড়িতে রাখা ছিল।

১৯৪৯ সালে তাঁর চারপুত্র রমাপ্রসাদ, শ্যামাপ্রসাদ, উমাপ্রসাদ এবং বামাপ্রসাদ পিতার ব্যক্তিগত পুস্তক সংগ্রহ জাতি উদ্দেশ্যে দান করেন। এই বই সংগ্রহ জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের জন্য দেওয়া হয়েছিল।

ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে লেখা এক চিঠিতে তাঁর পরিবার এই পুস্তক সংগ্রহের দানের শর্ত হিসাবে কিছু কথা বলেছিলেন। এগুলি হল— সম্পূর্ণ পুস্তক সংগ্রহটি এক জায়গায় রাখতে হবে, এর নাম দিতে হবে ‘আশুতোষ পুস্তক সংগ্রহ’, এই পুস্তক সংগ্রহের একটি সম্পূর্ণ তালিকা তৈরি করতে হবে, সংগ্রহের মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে, পরিবারের কোনও সদস্যের প্রয়োজনে বই দিতে হবে এবং সর্বশেষ শর্ত ছিল জাতীয় গ্রন্থাগার কলকাতার বাইরে চলে গেলে এই সংগ্রহকে কিন্তু কলকাতাতেই সংরক্ষণ করতে হবে। মৌলানা আজাদ তাঁর পরিবারের এইসব শর্ত মেনে নিয়ে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত পুস্তক সংগ্রহ গ্রহণ করেন।

বিহারের মধুপুর থেকে প্যাক করা বাক্সের মধ্যে লরিতে করে সাজিয়ে বইগুলি কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। ১৯৫০–১৯৭০ সাল পর্যন্ত জাতীয় গ্রন্থাগারের বেলভেডিয়ার হাউসে প্রথমতলের পশ্চিমাংশে এই সংগ্রহ সংরক্ষণ করা হয়।

১১ বছর বয়সে আশুতোষকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ড্যানিয়েল ডিফোর ‘দ্য লাইফ অ্যান্ড স্ট্রেইঞ্জ সারপ্রাইজিং অ্যাডভেঞ্চার্স অফ রবিনসন ক্রুশো ইন ১৮৭৫’ বইটি দিয়ে বই সংগ্রহে উদ্বুদ্ধ করেন। স্যার আশুতোষের পিতা গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন এক চিকিৎসক। তিনিই প্রথম স্যার আশুতোষের বিখ্যাত পুস্তক সংগ্রহের সূচনা করেন। স্যার আশুতোষের নেশাই ছিল বই পড়া এবং সংগ্রহ করা। তিনি শুধু বই সংগ্রহ করেই ক্ষান্ত থাকতেন না, তা সদ্ব্যবহারও করতেন।

স্যার আশুতোষ একটির পর একটি বই সংগ্রহ করে তাঁর গ্রন্থাগারটি গড়ে তোলেন। তাঁর দৈনন্দিন কাজ ছিল হাইকোর্টে বিচারপতি হিসাবে নিজের কাজের ছুটির পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে তিনি নিশ্চিতভাবে সেই সময়ে বিখ্যাত বইয়ের দোকান আড্ডিস, আর ক্যাম্বে, থ্যাকার স্পিংকস এবং কুমার্স–এর দোকানে গিয়ে ভারতীয় এবং বিদেশি বই কিনতেন। এছাড়া, কলকাতা শহরের বই নিলামের জায়গাতেও তিনি নিয়মিত যেতেন। এই নিলামঘরগুলিতে ইউরোপীয়দের ব্যক্তিগত পুস্তক সংগ্রহ নিলামে বিক্রি হত।

ইউরোপ এবং আমেরিকার পুস্তক বিক্রেতা এবং প্রকাশকদের স্যার আশুতোষ বই পাঠানোর জন্য নিয়মিত অর্ডার দিতেন। তিনি কেবলমাত্র বিষয় এবং লেখকের কথা উল্লেখ করলেই প্রয়োজনীয় বইটি ছাপামাত্র তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হত। কর্মচারীরা কেউই জানতেন না নিয়মিতভাবে এইসব বই কাকে পাঠানো হয়। এই ব্যবস্থা চালু থাকার ফলে, এমনকি তাঁর মৃত্যুর পরেও ইউরোপ এবং আমেরিকা থেকে বিভিন্ন প্রকাশক সংস্থা তাঁর ঠিকানায় বই পাঠিয়েও যেতেন। তাঁর পুত্ররা স্যার আশুতোষের মৃত্যুর খবর সেইসব প্রকাশকদের জানাতে পারেননি।

স্যার আশুতোষের সংগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ বইগুলির প্রত্যেকটিতেই তাঁর স্বাক্ষর রয়েছে। এছাড়া, ‘দুর্লভ’, ‘খুবই দুর্লভ’, ‘অতুলনীয় সস্তা’— এই ধরণের মন্তব্য বইয়ের দাম এবং কোন তারিখে তা সংগ্রহ করা হল এসবও তিনি লিখে রাখতেন। কিছু কিছু বই পড়ে মার্জিনে মন্তব্য লিখে রাখতেন। এতে রেফারেন্স এবং ক্রস–রেফারেন্সও উল্লেখ করা থাকত।

পৃথিবীর যে কোনও জাতীয় গ্রন্থাগারে আশুতোষ পুস্তক সংগ্রহের মতো এত বিরাট সংখ্যক পুস্তক আর নেই বলেই মনে করা হয়। জাতীয় গ্রন্থাগারের ৮৮ হাজার বর্গফুট জুড়ে ৮৬ হাজার ভলিউমের বই এখানে রয়েছে। বই রাখা আলমারিগুলি পর পর সাজালে তার দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ৪ কিলোমিটারের বেশি।

এই পুস্তক সংগ্রহ গুণ, মান এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকে অকল্পনীয় গভীরতা এবং বৈচিত্র্যের সম্ভার। এই জন্যই আশুতোষ পুস্তক সংগ্রহকে ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারের ‘জুয়েল বক্স’ বা ‘রত্ন ভাণ্ডার’ নামে ডাকা হয়।

সরেজমিনে আদিবাসী গ্রাম ছত্রপুর

বাসিন্দাদের ভিটেটাও নিজেদের নয়

দীপককুমার বড় পণ্ডা

রাস্তার ওপর ছোট একটা ঘর। ঘরের দাওয়াটা নিকানো, চালাটা রাস্তায়। দাওয়ায় একটা চট পাতা। উলঙ্গ একটি শিশু ওর ওপর শুয়ে। চারদিক মাছি ভন ভন করছে। কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর একজন মহিলা এলেন। আলাপ হল। নাম বললেন, সিসিলিয়া হেমব্রম। খুব সহজ করে, জানতে চাইলাম,

– এখানে এখন কী কী সমস্যা আছে?

মহিলা একটু ভেবে নিলেন। বললেন,

– কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা একটাই ছিল।

– কী সেটা?

– বাচ্চাদের পড়ার জন্য একটা স্কুলের দরকার ছিল। স্কুলটা এখন করে দিয়েছে।

– বাচ্চারা পড়তে যায় ওখানে?

উত্তর আসার আগে অন্য একটা দৃশ্য চোখে পড়ল।

একটু দূরে সেই স্কুল। সরকারি নাম ‘ছত্রপুর শিশু শিক্ষা কেন্দ্র’। স্থানীয় লোকেরা ‘মাইল স্কুল’ অথবা ‘খিচুড়ি সেন্টার’ বলেন। কেউ আবার ‘খিচুড়ি স্কুল’ও বলেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ‘স্কুলে খাবার দিছে’ বলে একজন হাঁক পাড়লেন। পিল পিল করে বেশ কিছু বাচ্চা দৌড়ে এল। স্কুলের সামনে লাইন পড়ল। এরা স্কুলে পড়ে না। বাড়ি থেকে আনা থালায় খিচুড়ি নিল। আবার দৌড় লাগাল বাড়ির দিকে। খিচুড়িটুকুর জন্য যেন সারাদিনের অপেক্ষা। সেটা পেয়েই আবার মুক্তি। মানে আবার দৌড়।

এই ছেলেদের মধ্যে সরস্বতী মাল–এর ছেলে আছে। সেই সরস্বতী বাল্য বিধবা। বোনের বাড়িতে থাকেন। সরস্বতীর ছেলে স্কুলে যায় না। সরস্বতী আক্ষেপ করেন, ‘ছেলেকে পড়ানোর ইচ্ছা আছে। কিন্তু পারছি না।’

– কিন্তু পারছেন না কেন? স্কুলে খরচ নেইতো।

– পেরাইভেট পড়াতে খরচ আছেতো। পেরাইভেট–এ না দিলে ছেলের পড়া হবে না। মাসে ৭০ টাকা পেরাইভেট পড়াতে খরচ। বলছেন সরস্বতী।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্র স্কুল চলছে। অন্য শিশুরা পড়ছে। তাপ শক্তি, যন্ত্রশক্তি এসব পড়ছে। দিদিমনিদের কাছে জানতে চাইলাম, ছাত্র–ছাত্রীদের কেমন লাগে এইসব? দিদিমনি উত্তর দেন, ‘ভাল লাগে না। তবে, এসব না শিখলে বহির্মূল্যায়ণ এ আমাদের ছেলে মেয়েরা পারবে না। বুঝতে পারি, আমাদের পড়ানোর বিষয়গুলো ওদের টানে না। কী করব বলুন?’ দিদিমনির ঠোঁটের কোনায় মলিন হাসি।

ছত্রপুর গ্রামের দুটি পাড়া। দাই পাড়া এবং আদিবাসী পাড়া। দাই পাড়ায় ১৫ টি পরিবার আদিবাসী পাড়ায় ২৯ টি। মোট ৪৪ টি পরিবার। দাই পাড়ায় অবশ্য এখন একজন মাত্র দাই–এর কাজ করেন, মমতা দাস (২৭)। ‘শাশুড়ি যজমানটুকু (ধাই–এর কাজ) দিয়েছে, তাই করি। এখন তো বেশির ভাগ বাচ্চা হাসপাতালে হচ্ছে। তাও যারা হাসপাতালে যায় না, তাদের বাড়িতে ডাকে বাচ্চা হওয়ার সময়। হাসপাতালে বাচ্চা হলেও অনেকে বাড়িতে পোয়াতিকে সাহায্য করার জন্য, কাপড় কাচাকাচির জন্য ডাকে।’ সচেতনতার ফলে গর্ভবতী মায়ের প্রসব হাসপাতালে হচ্ছে, এতে মমতার রোজগার কমেছে। মমতার অবশ্য এতে দুঃখ নেই। মমতা বলছেন, ‘ভালই হচ্ছে। হাসপাতালে হলে বাচ্চা ভাল থাকবে। পোয়াতির কোনো ক্ষতি হবে না। পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেলে অন্য লাইন দেখব।’ ধাত্রী বিদ্যায় মমতা দু’ দিনের ট্রেনিং নিয়েছেন নগর–এ। রোজগার কেমন জানতে চাইলে মমতা হাসেন। বলেন, ‘লোক বুঝে পয়সা চাই। বড় লোকেদের ২১ দিন পর্যন্ত কাজ করতে হয়। সেক্ষেত্রে চার্য করি ৩০০ টাকা, ১৫ পোয়া চাল আর খাওয়া দাওয়া। গরিব লোকেদের সাত দিন কাচাকাচি করে চলে আসি। যা দেয় তাই নিই। কোনো জোরাজুরি নেই।’

এই পাড়ার শান্তি দাস নগর–এ ভিক্ষে করতে যান। এখানকার চার জন ভিক্ষা করেন। তবে শান্তি ভিক্ষে করলেও, স্বনির্ভর হতে চান। ভিক্ষের ওপর তাঁর ভরসা নেই। তাই, তিনি মা শীতলা স্বনির্ভর দলের সদস্য হয়েছেন। স্বনির্ভর দল কেন করেছেন জানতে চাইলে উত্তর দেন, ‘সব টাকা পয়সার খেলা। টাকা জমাতে হবে, লুন (লোন) নিয়ে কিছু একটা করতে হবে। পেটতো লুকাবেনা, ওর খাবার চাই।’ শান্তি বেশ বাকপটু।

কথায় পটু ছত্রপুর আদিবাসী মাতৃশক্তি মহিলা সমিতির সদস্য তালামুই হাঁসদাও (৪০)। তিনি ২০০২ সাল থেকে স্বনির্ভর দলের সদস্য। ব্যাঙ্ক থেকে প্রথম গ্রেডিং–এ পাশ করেছেন। পাশ করার জন্য ২৫০০০ টাকা লোন পেয়েছেন।

– কী কাজে লেগেছে সেই টাকা?

– অতসত মনে নেই।

পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন। ছত্রপুরে সহরায় পরব চলছে। সিন্থেসাইজার বাজিয়ে নাচ গান হচ্ছে। আগে ঢাক, ঢোল, মাদল, সানাই বাজিয়ে সহরায়–বাহনকে গ্রামের ভিতর আনা হত। গান হত–

উখিন দিন দ সহরায় দ
টাঁড়ি রেয়েম তাহেকান
তিহিব্রত দ সহরায় দ
তালা অডা: ভিৎ আড়েরে।
আব আতু নায়কে দ
আডি গেনায় ভালিয়ানা: দৌয়।
হাঁতি লেকান সহরায় দৌ নায়
এওয়ের আগু কেৎ।

এতদিন সহরায় মাঠে ছিল। সহরায় আজ ঘরের মধ্যে এল। আমাদের লায়া ভাল। সে হাতির মত বাতাস দিতে দিতে সহরায়কে এই গ্রামে এনেছে।

এসব এখন বদলে গেছে। হিন্দি গানও চলে। রাত্রে আদিবাসী পাড়ার সবাই একসঙ্গে মাংস ভাত খেয়েছেন। বীরেন টুডু বললেন সাত কেজি মুরগি কাটা হয়েছিল। কারোর কারোর আগের রাতের নেশা কাটেনি। জিতেন মুরমু টলতে টলতে গেলেন ‘হরে কৃষ্ণ হরে রাম’ করতে করতে। এর মধ্যে অবশ্য অনেকে মাঠে নেমেছেন ধান রোপনের কাজে।

সরকারি খাতায় ছত্রপুর মুর্শিদাবাদ জেলার খড়গ্রাম ব্লকের জয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ব্যাকওয়ার্ড ভিলেজ। গ্রামের লোকসংখ্যা ২২৩ এর মধ্যে পুরুষ ১১৬ এবং মহিলা ১০৭ জন। গ্রামের ১৪৮ জন আদিবাসী, বাকি ৭৫ জন তপশিলি জাতিভুক্ত পরিবার। শ্যামল হাঁসদা বলছিলেন, ছত্রপুরের ১০–১২ ঘর এখন খ্রিশ্চান হয়েছেন। পঞ্চায়েত প্রধান নানাভাবে চেষ্টা করছেন এই গ্রামের উন্নতি করতে। এন জি ও, সরকারি কর্মী সবাইকে এই গ্রামের বিষয়ে তৎপর হতে বলেন। পঞ্চায়েতের এক কর্মী বলছিলেন, ‘রাজনৈতিক দলাদলি না থাকলে এই গ্রামের অনেক উন্নতি হত।’

গ্রামের উন্নয়নের কাজ সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য মনিটরিং কমিটি তৈরি হয়েছে। এই কমিটির কোঅর্ডিনেটর হয়েছেন এই গ্রামের মমতা দাস, মেরিনা হাঁসদা এবং শ্যামল হাঁসদা। এই গ্রামে আদর্শ গ্রাম উদ্যোগে তিনটি সাক্ষরতা কেন্দ্র চলছে। শিক্ষার বিষয়ে কী সমস্যা জানতে চাইলে অনেকে বলেছেন, চশমা দরকার। রাতে দেখতে অসুবিধা হয়। গ্রামের প্রত্যেকে বাড়িতে শৌচাগার তৈরি করেছেন। নিয়ম অনুযায়ী এটা নির্মল গ্রাম। এক জন জানতে চাইলেন, সবাই শৌচাগার নিয়েছেন, ওখানে পায়খানা করছেন তো? মমতা দাস ঝটপট উত্তর দেন, ‘পায়খানা ব্যবহার করার জন্য লেয় না, কিসের তরে লেয়?’

পায়খানা ঘর থাকলে হবে কি, চার পাঁচ ঘর ছাড়া কারোর ভিটেটুকুও নিজের নয়। স্থানীয় গ্রাম আসলপুরের কিছু লোকের। এক সময় আসলপুরের লোকেরা নিজেদের চাষের জন্য এঁদের এনেছিলেন। তখন থেকেই এই আদিবাসীরা এখানে। ভিটের কাগজপত্র না থাকায় ইন্দিরা আবাস যোজনায় বাড়ি দিতে পারেনি পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েত প্রধান বলেছেন, ‘ছত্রপুরের লোকেদের ইন্দিরা আবাস যোজনা পেতে যাতে অসুবিধা না হয় তা দেখা হবে। মোরাম রাস্তাও করার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে ওরা ব্যবসা করতে চাইলে টাকার ব্যবস্থা করব আমরা।’

তখন রাত দশটা। গ্রামটা শীতে জবুথবু। গ্রামের শেষ প্রান্তে রুবি সরেন–এর বাড়ি। মিটিং থেকে ফিরেছেন কিছু আগে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছিলেন রুবি। পাশে এসে দাঁড়ালেন জয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত–এর নির্বাহী সহায়ক তরণী বাবু। রুবি সরেন–এর খড়ের ছাউনি ঘর। ইলেকট্রিক বাতি জ্বলছে। একটা বিছানা পাতা। চার দিক খোলা। ওখানে প্রবল হাওয়া। তরণী বাবু জানতে চান–

– শীতের সময় খুব কষ্ট হয়তো এইভাবে থাকতে?

– সয়ে গেছে। রুবি সরেন–এর ছোট উত্তর।

– বাড়িতে আর কে কে আছে?

– দুই ছেলে এক মেয়ে, বউ।

– চলে কীভাবে?

– মজুর খেটে। আর কিছু জমি চাষ করি।

– অসুখ বিসুখে পড়লে কী করেন?

– তখন মুশকিল হয়। ধার দেনা করি।

– স্বনির্ভর দল করে সঞ্চয় করছেন না কেন?

– এবার থেকে করব।

তরণী বাবু গরিব মানুষের এই লড়াই–এ আবেগপ্রবণ হলেন। শুরু করলেন নিজের সংগ্রাম–এ জেতার কথা। বললেন, আপনারাও জিতবেন। পঞ্চায়েত আপনাদের পাশে আছে। ছোট ছোট পরিকল্পনা করুন। পঞ্চায়েতের সাহায্য নিন। রাত বাড়ছে। রুবি সরেন আরো শুনতে চান। তরণী বাবু বললেন–এবার যাই।

যাওয়া আসার পথে পথে

মাঙ্গলিকী

পশ্চিম পুটিয়ারী সাহিত্য সভা

৪০ সংখ্যাটি ছাপিয়ে গেল পশ্চিম পুটিয়ারী মাসিক সাহিত্য সভায় কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পীদের উপস্থিতির সংখ্যা। সভাপতি ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন বললেন, জগদ্ধাত্রী পুজোর বিশেষত্বর কথা। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করলেন পুজো উপলক্ষ্যে জাত নির্বিশেষে বহু দরিদ্র মানুষকে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে নিজ হাতে পুজোর দিনে মা সারদার অন্ন পরিবেশনের কথা। যার জন্যে তাঁকে স্বভূমি জয়রামবাটির তৎকালীন জমিদারকে ১০০০ টাকা জরিমানা দিতে হয়। (তখনকার ১০০০ টাকা আজ কত?) উপরোক্ত ঘটনাটির কথা মাথায় রেখেই আমাদের বিবিধের মাঝে মিলনের কাজটা চালিয়ে যেতে হবে জীবনের সব কর্মক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের লেখনীর মাধ্যমেও। এদিন যাঁদের বিবিধ রকমের মননশীল কবিতা সকলের মন ছুঁল তাঁরা হলেন কবিবৃন্দ প্রবীর নন্দী, বিধান সাহা, শাশ্বতী সরকার, প্রদীপ গুপ্ত, সীমা গুপ্ত, আরতি দে, মীনু প্রধান, দেবাশীষ মল্লিক, জে এন রায়, পার্থ সরকার,দীপালি কুন্ডু, সুখময় দাস, কল্যাণ চৌধুরী, সুজিত দেবনাথ প্রমুখ। সন্তোষ সরকার বহুদিন মুম্বইয়ে ছিলেন। সম্প্রতি ফিরেছেন ও আসরে আসেন। বলেন, ওখানে 'বাঙালি অ্যাসোসিয়েশন'–এর দুর্গাপুজো খুবই ভালো লাগে, কারণ ওখানকার বাঙালিরা তাঁকে আপনজন করে নেন (প্রবাসে বাঙালিস্বততই সজ্জন')। মহারাষ্ট্রীয়দের ব্যবহারও ছিল আন্তরিক। এছাড়া শ্রী সরকার শোনালেন স্বরচিত পুজো ধর্মী কবিতা। এদিনও যথারীতি রম্যরচনায় আসর জমিয়েছেন দেবপ্রিয় দে ও সুকুমার মন্ডল। বিনয় দত্ত শুনিয়েছেন দীর্ঘ গল্প, মন দিয়ে কজন শুনলেন? বরিষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী শ্যামল বিশ্বাসের রবীন্দ্রসঙ্গীত আসরকে সমৃদ্ধ করল। ৮০–র কোঠায় পা দেওয়া সুরেশ চন্দ্র বৈদ্য গানে ছিলেন আত্মমগ্ন। এদিন আসরে প্রথম এলেন রামতনু মন্ডল। বললেন এই আসর ভালো লাগল। স্বরচিত কবিতাও শোনান। গণেশ সরকারের স্বরচিত পাঁচালি ধর্মী কবিতা যা মৃদু সুরেতে ছিল বিশেষ উপভোগ্য। রঞ্জিত দাসের গানও ছিল হৃদয়স্পর্শী। 'টি ব্রেকে' তাজমহল নিয়ে কিছু তথ্যপূর্ণ মনোগ্রাহী আলোচনা করলেন তারাশঙ্কর দত্ত ও ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন। আসরকে আরও উজ্জ্বল করল ডঃ বর্ধনই এদিন উঁচু তানে আসর সঞ্চালনা করেন। আবার এদিন নজরুলগীতির মাধ্যমেই তারাশঙ্কর দত্ত আসর শুরু করেন। সাংবাদিক তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে পড়ে শোনালেন আলিপুর বার্তাতে প্রকাশিত এই সাহিত্য সভার একটি বিগত সভার সংবাদ। পরে 'জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়! দেখালেন মজাদার জাদু, 'ম্যাজিসিয়ান টু ব্যারিট', যা আসলে 'দ্বিমুখী' দুটির কৌতূক। আসর ভাঙতে ভাঙতে রাত্রি ৯টা। তারপরও ছোট ছোট দল বেঁধে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দুলতে থাকে পশ্চিম পুটিয়ারী সাহিত্য সভা, এইভাবেই ১২ বছর পেরিয়ে গেল।

রবীন্দ্রনিকেতন পাঠাগারের উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

৩২ জন কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পীর উপস্থিতিতে পাঠাগারের সাংস্কৃতিক সন্ধা জমে ওঠে। এদিন সভা শুরুর আগেই জয় ভট্টাচার্য জানালেন, আসরের নিয়মিত সঞ্চালক, বাচিক শিল্পী উদয় চক্রবর্তী সম্প্রতি কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। ঠিক তার আগে তিনি ব্যাঙ্কের রিক্রেশিয়ান সোসাইটির তরফে মঞ্চস্থ নাটক, 'তাঁহার নামটি রঞ্জনা' অতি সফলভাবে পরিচালনা করেন। কর্মজীবন থেকে অবসর পাওয়ায় এখন উদয়বাবু ধর্ন–ফ্রি। সুতরাং সাংস্কৃতিক জগৎ এখন থেকে কবি, বাচিক শিল্পী, সঞ্চালক উদয় চক্রবর্তীকে আরও বেশি সক্রিয়ভাবে পাবে, তা আশা করা যায়।

এদিনও যথারীতি আসর সঞ্চালনায় ছিলেন উদয় চক্রবর্তী। উদ্বোধনী রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনে উজ্জ্বল ছিলেন বরিষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পী দেবাশিস গুহ, এদিন মননশীল স্বরচিত কবিতা শুনিয়েছেন জয় ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার (কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণের পরে মনের দোলাচল নিয়ে সুন্দর কবিতা), প্রদীপ গুপ্ত, সীমা গুপ্ত, অতুল কর্মকার (বিমর্ষতার ছায়াঘেরা কবিতা), সুব্রত ভদ্র, গুণেন্দ্র চক্রবর্তী (বাস্তবকে ঘেরা অতি সুন্দর রচনা), তারাশঙ্কর দত্ত (তাঁর 'বহু যুগের ওপার হতে'র মতো প্রথম ছড়া এক কথায় দারুণ।) শ্যামল ভট্টাচার্য, শাশ্বতী সরকার (অতি হৃদয়স্পর্শী কবিতা), শান্তনু মিত্র (একইভাবে অতি হৃদয়স্পর্শী কবিতা) প্রমুখ। সাহিত্য সংস্কৃতির সভাপতি, সর্বজন শ্রদ্ধেয় কবি রত্নেশ্বর হাজরা পড়লেন তাঁর কবিতা, 'এখনও নেয়না কেন', তাঁর পাঠ শুনে সভা বেশ কিছুক্ষণ যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেল। সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠ করলেন কবি রত্নেশ্বর হাজরারই আর একটি অতলান্ত হৃদয়স্পর্শী সাম্প্রতিক কবিতা যা শারদীয় ১৪২১, আলিপুর বার্তার সাহিত্য পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করেছে। সোমা অধিকারীর কবিতাও ভালো লাগল। সুবীর সরকারের কবিতার ভিতরে এই প্রতিবেদক ঢুকতে ভয় পান। এদিন বিবিধ গল্প, নিবন্ধ পাঠে উজ্জ্বল ছিলেন তাপ্তি ব্যানার্জী, সুব্রত মুখোপাধ্যায় (গল্প 'অন্য প্রার্থনা' গল্পটির গল্প ভাল), নিমাই মিত্র (অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতার উজ্জ্বল পাঠ), বন্দনা দত্ত (প্রথম লেখা অতি রোমহর্ষক গল্প 'পাকুর ছায়া), সুরজিত দাস (রবীন্দ্র কবিতা 'আমি–র পাঠ, অতি সমৃদ্ধ পাঠ) প্রমুখ। বালিকা শৌভনীকা চট্টোপাধ্যায়ের কন্ঠে অপূর্ব দত্তর 'বাংলা–টাংলা' আরও একবার সকলকে তির্যক আঘাত হানলো। সৌরীণ চ্যাটার্জীর পাঠ, বিষ্ণুদের কবিতা, 'নিজস্ব সংবাদদাতা' এক কথায় আসরকে বিদ্ধ করল। দীপন সেনগুপ্তের কবিতা ও ছড়া পাঠ ছিল যথার্থ। তবে সবার উপরে রইলেন সুনিশ্চিতভাবে বাচিক শিল্পী উদয় চক্রবর্তী–যাঁর কন্ঠে শুভ দাশ গুপ্তের কবিতা, 'সবই মায়া' আবারও নতুন লাগলো। এদিন বিবিধ গানে আসরকে মাতালেন যাঁরা তাঁরা হলেন কল্পনা কুন্ডু, সুব্রত ভদ্র প্রমুখ। এদিন প্রদীপ ঘোষের কিছু মন্তব্য নিয়ে স্বাস্থ্যকর তর্কমূলক আলোচনাও হয়–অংশগ্রহণ করলেন রত্নেশ্বর হাজরা, সৌরীন চ্যাটার্জী, সুব্রত ভদ্র প্রমুখ। এদিন আসরে ভালো লাগার কথা বললেন। আর কোনও কথা না বলে এদিনও গ্রন্থগারিক সকলের চা–জল–যোগ ও বসার ব্যবস্থায় ব্যস্ত রইলেন চয়ন ব্যানার্জী হলেন আসরের অভিভাবক আবার আসরকে হাসির কলরোলে বাঙময় করে তুললেন সুসাহিত্যিক সুকুমার মন্ডল তাঁর রম্যরচনা কমলাকান্তের 'ভ্রমণ বৃত্তান্ত' পাঠের মাধ্যমে। এদিন আরও স্বরচিত কবিতা শুনিয়েছেন বিশ্বনাথ দাস, সুনীল গুহ। প্রমুখ। এদিন 'আসর যখন ভাঙলো মিলন মেলা ভাঙলো'–র পর্যায়ে, তখন এই প্রতিবেদক দৌড়চ্ছেন শেষ মেট্রো ধরার জন্য...।

সমাজ কল্যাণের ত্রিফলা মন্দিরবাজারে

সামিম হোসেন, মন্দিরবাজার: সমাজ কল্যাণে এক উজ্জ্বল নিদর্শন রচনা করল মন্দিরবাজার। থ্যালাসেমিয়া ও মুমূর্ষু রোগীদের সাহায্যার্থে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির ও মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতী ছাত্র–ছাত্রীদের সংবর্ধনা সঙ্গে ব্লকের নিজস্ব ওয়েব সাইটের সূচনা হল মন্দির বাজার ব্লক ও মন্দিরবাজার পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন স্থানীয় সাংসদ চৌধুরী মোহন জাটুয়া বলেন, থ্যালাসেমিয়া ও মুমুর্ষু ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে এই রক্তদান শিবির এক মহান কাজ। কৃতী ছাত্র ছাত্রীদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী ছাত্র–ছাত্রীদের শিক্ষার জন্য নানা রকেমর স্কিম, স্কলারশিপ প্রদান করেছেন। মন্ত্রী বলেন, কন্যাশ্রী—এটা যুগান্তকারী প্রকল্প। ৮–১০ লক্ষ বোনেরা এই প্রকল্পে উপকৃত। ডায়মন্ড হারবারের মহকুমা শাসক শান্তনু বসু বলেন, মুখ্যমন্ত্রী কলকাতার টাউন হলে কৃতী ছাত্র–ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেন। এটা তার ছোট সংযোজন। এর ফলে ছাত্র ছাত্রীরা উৎসাহিত হবে। ওয়েব সাইট প্রসঙ্গে বলেন এটা খুললে সরকারি প্রকল্প, সরকারি সুযোগ সুবিধা জনসমক্ষ্যে আসবে। সকলে জানতে পারবে, সুযোগ সুবিধা নিতে পারবে। এজন্য তিনি বিডিওকে ধন্যবাদ জানান। মেডিক্যাল অফিসার শান্তনু নন্দন হালদার বলেন বছরে প্রায় ৬ লক্ষ ইউনিট রক্ত লাগে। বিভিন্ন ভাবে ৪.৫০–৫ লক্ষ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয় বাকিটা ঘাটতি থেকে যায়। মূলত গরম কালে রক্তের ঘাটতিটা বেশি। তার ফলে রক্তদান শিবির খুবই প্রয়োজন। আর ২৫০ সিসি রক্তদান করার ৭ দিনের মধ্যে তা তৈরি হয়ে যায়। এই শিবিরে রক্তদান করেন ২২০ জন। ডায়মন্ড হারবার ব্লাড ব্যাঙ্ক এই রক্ত গ্রহণ করেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিডিও অচিন্ত ঘোষ, বিধায়ক জয়দেব হালদার, ব্লক সভাপতি অলোক ভট্টাচার্য, প্রধান বরেন্দ্রনাথ হালদার প্রমুখ।

গঙ্গারামপুর রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের রজতজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: থেকে ডায়মন্ড হারবার রোড ধরে এগিয়ে গেলে আমতলা ছাড়িয়ে আরও চার–পাঁচ কিমি পথ গেলে ডান দিকে উঁচু প্রাচীর ঘেরা গাছগাছালিতে ভরা বিঘে পাঁচেক জায়গার প্রতিষ্ঠিত এক আশ্রম বাড়ি। প্রবেশ গেটে লেখা ''রামকৃষ্ণ সারদা মিশন গঙ্গারামপুর। ভিতরে প্রবেশ করলে দেখা মিলবে বিভিন্ন বয়সের গেরুয়া শাড়ি পরিহিতা সন্ন্যাসীনীগণ বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত। কেউ মন্দিরে ঠাকুরের পুজোর যোগাড়ে ব্যস্ত, কেউ বা বাচ্চাদের স্কুলে পড়াতে ব্যস্ত, কেউ বা মেয়েদের বিভিন্ন প্রকারের হস্ত শিল্পের প্রশিক্ষণ দিতে। কেউ বা প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা যাতে মানুষ পায় তার তত্বাবধানে মগ্ন, আবার কেউ বা বাগান চর্চায় লিপ্ত, কেউ বা খরচের হিসাব মেলাতে মগ্ন। এই সবই সারদা মিশনের প্রতিদিনের সেবা কর্ম। এতো ব্যবস্ততার মধ্যেও যদি আপনি গিয়ে পড়েন তাহলে পাবেন স্নিগ্ধ হাস্য মুখের সহৃদয় আহ্বান ও প্রসাদী মিষ্টি ও চা সহযোগে আন্তরিক আতিথেয়তা।

স্বামীজি চিন্তা করতেন ভারতবর্ষের নারীও একদিন ব্রহ্মচর্য ব্রতে, ত্যাগের মন্ত্রে বলিয়ান হয়ে মানব সেবায় আত্মনিয়োগ করে নিজেদের মুক্তির পথকে ত্বরান্বিত করবে। সেই চিন্তারই বাস্তব প্রতিফলন হল রামকৃষ্ণ সারদা মিশন যা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে নিরন্তর সেবা কার্যে আজ নিয়োজিত আছে। তারই ক্ষুদ্র শাখা হিসাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রান্তে ১৯৯০ সালে প্রব্রাজিকা প্রেমপ্রাণা মাতাজির সভাপতিত্বে ''রামকৃষ্ণ সারদা মিশন'' গড়ে ওঠে গঙ্গারামপুরে। প্রথমে হাতে গোনা কয়েকটি শিশুদের নিয়ে শুরু আজ একডজন ছাত্র। একেবারে সমাজের নিম্ন স্তর থেকে আসা শিশুদের বিনা খরচে বইখাতা, আহার, পোষাকসহ প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। গ্রামীণ মহিলাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষকের মাধ্যমে আর্থিক নির্ভরতা প্রদানের কাজও চলে।

ঠাকুর স্বামীজি ও শ্রীশ্রীমায়ের সেবাব্রতকে পাথেয় করে আগামী দিনে বৃহত্তর কর্মযজ্ঞের সামিল হওয়ার আত্মপ্রত্যয় পরিলক্ষিত হল সন্ন্যাসীনী মাতাজিদের চোখে মুখে। পঁচিশ বর্ষ উৎসব উদযাপনের আলোকিত মঞ্চে। গত ৬ জুন রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের (গোলপার্ক) সভাগৃহে রামকৃষ্ণ সারদা মিশন (গঙ্গারামপুর) 'মা সারদার শিক্ষা ও জীবনের উপর একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। সভাপতিত্ব করেন অমলপ্রাণা মাতাজি, প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন প্রদীপ্তপ্রাণা মাতাজি এবং বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় যিনি শঙ্কর নামে খ্যাত। সু–সাহিত্যিক ও বর্তমানে রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ প্রচারে যাঁর লেখনী নিয়োজিত সেই শঙ্কর মিশনের ২৫ বছরের পথচলার স্মৃতিকে স্মরণে রাখার জন্য একটি স্মরণিকা'র প্রকাশ করেন। হল ভর্তি ভক্তজনের করতালিতে মুখরিত হয় মঞ্চ।

অত্যন্ত সাধারণ দারিদ্র লাঞ্ছিত এক পল্লী রমণী প্রচন্ড আধ্যাত্মিক শক্তিকে আত্মস্থ করে করুণার ফল্গুধারা কেমন করে তিনি দুর্জনে, সুজনে এমনকি ইতর প্রাণীদেরও বিতরণ করেছেন তারই মূর্ত ছবির এক একটা কোলাজ যেন ফুটে উঠল বিভিন্ন বক্তার মুখ নিঃসৃত অমৃত বচনে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরণী এই পরিচয়কে ছাপিয়ে তিনি সংঘ জননী আজ ভারত ও বহির্ভারতে পূজিত ও আলোচিত। মা তাঁর অত্যন্ত আটপৌরে জীবন চর্যার মাধ্যমে ইউনিভারসাল মাদারহুডের যে ধারণা স্থাপন করে গিয়েছেন তা আজ গবেষণার বিষয়। এই গবেষণা যত এগোবে বিশ্বের নারী সমাজ সত্যিকারের আত্মিক এক পাওয়ারমেন্ট অর্জনের লক্ষ্যে নিত্য নতুন পাথেয় খুঁজে পাবে।

একুশ শতাব্দী পত্রিকার মাতৃভাষা স্মরণ

ইন্দ্রজিৎ আইচ

সম্প্রতি একুশ শতাব্দী পত্রিকার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল মাতৃভাষা শহিদ স্মরণ সন্ধ্যা। বিরাটির নবাদর্শ কমিউনিটি হলে মাতৃভাষা সম্পর্কে বলেন অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক পবিত্র সরকার, কবি কৃষ্ণা বসু, বাংলাদেশের লেখক বেনজীন খান। দেবাদুতার গলায় নজরুলগীতি দুটি ভালো লেগেছে। অন্যান্যদের মধ্যে সংগীত পরিবেশন করেন অমল চক্রবর্তী, দীপান্বিতা রায়, বীণা ভট্টাচার্য। আবৃত্তি করেন দেবদুলাল দে, সুব্রত দাস, রুবি চট্টোপাধ্যায়। শ্রুতিনাটকে অংশ নেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মধুমিতা চক্রবর্তী, শৌভিক বণিক, রুবি চট্টোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিকল্পনা– পরিচালনায় ছিলেন আবাসন সমিতির চেয়ারম্যান ডাঃ অভিজিৎ দত্ত।

জীবন দর্শন

কলির শ্রেষ্ঠ জগন্নাথদেবের নব কলেবর লীলা

জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভবতু মে। জগতের নাথ, জগতের স্বামী, জগন্নাথদেব যুগ যুগ ধরে তাঁর ভক্তদের সাথে লীলা খেলা করে ভক্তদের আনন্দ দান করেন। তাঁর ভক্তদের সাথে তাঁর লীলা অনন্ত অসীম ও অসংখ্য। সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন ডাঃ সুবোধ চৌধুরী।

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাজী ভাগবতের একটি শ্লোকে ভগবৎ লীলা প্রসঙ্গে বলেছেন

গুণাত্মনস্তেহপি গুণান বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেহস্য
কালেন র্যৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ
ভূ পাংশব খে মিহিকা দ্যুভাসঃ।

সৃষ্টিকর্তা গদগদ ও ভক্তি বিনম্র চিত্তে বললেন, হে ভগবান মহাশক্তিসম্পন্ন যোগীগণ, ঋষিগণ, বিজ্ঞানীগণ কালক্রমে পৃথিবীর ধূলিকণা, আকাশের হীমকণা, সমুদ্রের জলকণা ও সূর্যের আলোককণা গণনা করতে সমর্থ হবেন। কিন্তু হে ভগবান তোমার অনন্ত লীলাপ্রসঙ্গ কেহই জানতে বুঝতে ও গণনা করতে সমর্থ হবেন না। বাস্তবিক বিষয়টা প্রাথমিক ভাবে বুঝতে খুবই অসুবিধা হয় কিন্তু ভগবানের সৃষ্টি অনন্ত— তার শুরু কোথায় ও শেষ কোথায় কেহই জানেন না। তাই তার লীলার সংখ্যা গণনা করা সম্ভব নয়। এটা অতি বাস্তব সত্য। কেউ কেউ প্রশ্ন করেন শ্রীকৃষ্ণ তো শুধু দ্বাপর যুগে অবতীর্ণ হয়ে ভক্তদের সঙ্গে লীলা করেছেন তারপর তার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু নাই। তিনি অজ, নিত্য এবং স্বাশ্বত। দ্বাপরের আগেও তিনি ছিলেন না এমন নয়। এই সব প্রশ্ন আমাদের মতো অর্জুনও করেছিল। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের মনের এইসকল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপিসন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়মা।।

যদিও আমি জন্মরহিত এবং আমার চিন্ময় দেহ অব্যয়, আমি সর্বভূতের ঈশ্বর তবুও আমার অন্তরঙ্গাশক্তি যোগমায়াকে আশ্রয় করে আমি চিন্ময় রূপে যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

ভগবান ভক্তদের সাথে তার লীলা খোলায় তার অন্তরঙ্গাশক্তি যোগমায়ার সাহায্যে গ্রহণ করেন।

ভগবানের শরীর চিন্ময়, সৎ–চিৎ–আনন্দ দিয়ে তৈরি। আমাদের মত পঞ্চভূতের দ্বারা তৈরি নয়। তাঁর শরীর আমাদের মত নষ্ট হয়ে আবার তৈরি হয় না। তিনি অজ নিত্য স্বাশ্বত। তাঁর শরীর বারে বারে তৈরি হয় না, নষ্টও হয় না। প্রশ্ন করতে পারেন সেটা কেমন? দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মার স্বরূপ বলতে গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবক।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুত।।

এই আত্মাকে কোনও অস্ত্রে কাটা যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না, জলে ভেজানো যায় না ও বাতাসে শুকানো যায় না। তাহলে একে মারবেন কিভাবে? আসলে কৃষ্ণ সূর্যসম। সেটা কেমন? সূর্য সকালে উদয় হয়, সন্ধ্যায় অস্ত চলে যায়। আমাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। আমাদের মনে হতে পারে সূর্য নাই। কিন্তু সেটা সত্য নয়। ঠিক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ওইরকম তিনি কখনও কখনও আমাদের সাথে আমাদের মত দেহ ধারণ করে দিব্য লীলা করে তার উপস্থিতি বোঝান। তারপর তিনি অন্তর্হিত হন। ঠিক সূর্যের মতো তারমানে তিনি নেই এমন নয়। তিনি আমাদের জড় ইন্দ্রিয় বা জড় জ্ঞানের অতীত হয়ে যান। কিন্তু ভক্ত সবসময় তাঁকে দেখতে পান ও ভগবান ভক্তের সাথে সদা লীলা খেলা করেন। এই প্রসঙ্গে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাজীর হৃদয়াকাশে যে শ্লোকটি উদয় হয়েছিল তা সবায়ের আনন্দ দানের জন্য বলছি—

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্ত রুপমাদ্যয়ং
পূরানপুরুষং নবযৌবনঞ্চ
বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহংভজামি।

ব্রহ্মাজি বললেন আমি আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি অদ্বৈত, অচ্যুত ও অনাদি তবু তিনি সকলের আদি পূরাণ পুরুষ এবং তিনি সর্বদাই নব যৌবন সম্পন্ন সুন্দর পুরুষ। তাকে বেদের জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। তিনি কেবল ভক্তের কাছে প্রকটিত হন। ভক্তা মামভিজানাতি— কেবল ভক্তই আমাকে জানতে পারে ও আমার লীলার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে।

কৃষ্ণ সূর্যসম। সূর্য মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়লে বা অস্ত গেলে যেমন সূর্য নেই বলা চলে না। ঠিক তেমনই শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরে লীলা সম্বরণ করেছেন বলে তিনি নেই একথা বলা যাবে না। তিনি তার অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়াকে আশ্রয় করে আজও আমাদের মধ্যে লীলা বিস্তার করছেন ।

তাঁর লীলা বিস্তারের ঘটনা এই বছর নব কলেবরের মাধ্যমে প্রকট হচ্ছে। এই বছর জগন্নাথদেবের নবকলেবর উৎসব সংঘটিত হবে। ভক্তি মানুষ, প্রীতিহীন মানুষরা তাকে কাঠের মূর্তি বলে মনে করতে পারেন, তারা পাষণ্ড ও

নির্বোধ। আসলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগে তার চিন্ময় রূপ দারুবিগ্রহ রূপে জগন্নাথ রূপে অবস্থান করছে ও ভক্তদের সাথে অনন্ত ও অদ্ভুত লীলা করে চলেছেন। যা আমাদের জড় জ্ঞান ও বুদ্ধির অগম্য। এমনই এক উৎসব হল নব কলেবর গ্রহণ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরে লীলা সম্বরণ করার পর দারুব্রহ্ম রূপে কলিকালে জগন্নাথ রূপে প্রকট আছেন। কোনও কোনও বিশেষ সময়ে তিনি বিগ্রহ পরিবর্তন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যে পদ্ধদতিতে তিনি নতুন রূপে অবস্থান করন সেই অনুষ্ঠানকে নবকলেবর উৎসব বলে। জগন্নাথ দেব নতুন রূপ পরিগ্রহণের মাধ্যমে তিনি ভক্তদের সাথে আজও লীলা করেন।

সাধারণত যে বছর আষাঢ় মাসে দুটি পূর্ণিমা বা দুটি অমাবস্যা হয় সেই রকম আষাঢ় মাসে জগন্নাথ দেব নবকলেবর গ্রহণ করেন। এ বছর আষাঢ় মাসে দুটি অমাবস্যা পড়েছে তাই এই বছর তিনি নবকলেবর গ্রহণ করবেন। এটি একটি বিশেষ বিশেষ ঘটনা।

পুরীর রাজা প্রভু জগন্নাথের ভক্ত। জগন্নাথ দেব রাজাকে অথবা প্রধান সেবকের কাছে স্বপ্নের মাধ্যমে নব কলেবর গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে। এই আদেশ পাবার পর রাজা প্রধান সেবকদের নব কলেবলের জন্য নতুন বৃক্ষ আনতে নির্দেশ দেবেন। তাঁর সেবকগণ তাঁরই প্রসাদী পোষাক ও শিরোপা পরে অতঃপর বৃক্ষের সন্ধানে বার হবেন। সেই সকল সেবকগণ নিষ্ঠা সহকারে ও সংযত চিত্তে সর্বপ্রথম মঙ্গলাদেবীর মন্দিরে আসবেন। সেই মন্দির পুরী জেলায় কাঠপুরে অবস্থিত। ইনিই হচ্ছেন ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়া। এখানে দয়িতাপতিরা দেবীর সেবায় হোম যজ্ঞাদি মন্দির মার্জনাদি ও প্রার্থনা দ্বারা দেবীকে সন্তুষ্ট করলে মঙ্গলাদেবী তাদের স্বপ্ন যোগে কোথায় সেই বৃক্ষ পাওয়া যায় সেই দিশা দেন। সেই নির্দেশ অনুসারে চারিটি বৃক্ষের সন্ধানে—জগন্নাথ দেবের জন্য একটি বৃক্ষ, বলরামের জন্য একটি বৃক্ষ, সুভদ্রাদেবীর জন্য একটি বৃক্ষ ও সুদর্শনের জন্য একটি বৃক্ষের সন্ধান করবে।

এই বৃক্ষ সম্বন্ধে সুত–সংহিতা শাস্ত্রে বর্ণনা করা আছে। এই চারিটি বৃক্ষ নিম্ব বৃক্ষ হবে। প্রতিটি বৃক্ষ তিন পাঁচ ও সাত শাখা বিশিষ্ট হবে। যদিও নিমগাছ তথাপি ওই বৃক্ষের স্বাদ ঈষৎ মিষ্ট হবে। সাধারণ গাছের থেকে এই গাছে বিশেষ বিশেষ পার্থক্য আছে যেমন—

(১) এই গাছ গুলিতে কোনও পাখির বাসা থাকবে না।

(২) গাছের কোনও পাতায় কোনও পোকা কামড়াবে না।

(৩) গাছের মূলে একটি করে উইঢিবি থাকবে।

(৪) গাছের গোড়ায় অবশ্যই একটি বিষধর সাপ অবস্থান করবে।

(৫) এই গাছগুলি তিনটি পর্বত বা তিনটি নদী বা তিনটি পথের সংযোগস্থলে অবস্থান করবে।

(৬) জগন্নাথদেবের বৃক্ষ কৃষ্ণবর্ণ হবে। এবং তাতে শঙ্খ, চক্রের চিহ্ন থাকবে।

(৭) বলরামের বৃক্ষ শ্বেত বর্ণ হবে ও তাতে হল ও মুষল চিহ্ন থাকবে।

(৮) সুভদ্রাদেবীর বৃক্ষ শ্বেত বর্ণের হবে ও তাতে শঙ্খ চক্রের চিহ্ন থাকবে।

(৯) সুদর্শনের বৃক্ষ শ্বেত বর্ণ হবে ও তাতে চক্র চিহ্ন থাকবে।

শাস্ত্র সম্মত ও জগন্নাথদেবের নির্দেশ মতো যোগমায়া মঙ্গলা দেবীর রচনায় এই বছর জগন্নাথ দেবের সেবকরা ওই সকল বৃক্ষ আবিষ্কার করেছে। পুরী থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে রঘুনাথ পুর জেলায় খোরাপেড়িয়া গ্রামে জগন্নাথ বৃক্ষ পাওয়া গেছে। জগৎসিংপুর জেলায় ঔরঙ্গগড় গ্রামে সুভদ্রা বৃক্ষ, কটক জেলায় ঝংকার গ্রামে সরলাদেবীর মন্দিরের পাশে বলরাম বৃক্ষ ও ভুবনেশ্বরে বড় খঞ্চরিয়া গ্রামে সুদর্শন বক্ষ পাওয়া গেছে। এই সমস্ত বৃক্ষগুলি চিন্ময় বৃক্ষ। বিশেষ নিয়ম নিষ্ঠা ও ভক্তি সহপারে এগুলি কাঁটা হয়। তারপর জগন্নাথ দেবের মন্দিরে নিয়ে এসে বিগ্রহ তৈরি করা হয়। এইভাবে ভগবান দারু বৃক্ষ রূপে অবস্থান করে আজও আমাদের সাথে লীলা করে তারভক্তদের আনন্দ বিধান করে চলেছে।

জয় জগন্নাথ জয় বলদেব,
জয় সুভদ্রা জয় সুদর্শন।
জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভবতু মে।

খেলা

REGD. NO. WB/SC-279 R. N. I. NO. - 13709/66

স্পট–ফিক্সিং: স্বীকারোক্তি সলমন বাটের

নিজস্ব প্রতিনিধি: স্পট–ফিক্সিংয়ের অভিযোগ সরকারি ভাবে ক্রিকেট বোর্ডের কাছে স্বীকার করে নিলেন পাক ব্যাটসম্যান সলমন বাট। পাঁচ বছর পরে পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক পাক ক্রিকেট বোর্ডের কাছে লিখিত স্বীকারোক্তিতে সই করে জমা দিলেন।

পাক ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহরিয়ার খান সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, স্পট ফিক্সিং–কাণ্ডে জ।তি থাকার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন বাট। লিখিত বিবৃতিটিতে তিনি সইও করেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

সম্ভবত, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার জন্যই এই পদক্ষেপ নিয়েছেন প্রাক্তন ওই পাক ক্রিকেটার।

উল্লেখ্য, ২০১০–এর অগস্টে লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একটি টেস্ট ম্যাচে ইচ্ছাকৃত নো বল করার জন্য টাকা নেন তিন পাক ক্রিকেটার– সলমন বাট, মহম্মদ আসিফ ও মহম্মদ আমির। লন্ডনের আদালতে মামলায় কমপক্ষে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাসিত হন তিন জন।

পাক ক্রিকেট বোর্ড(পিসিবি)–র চেয়ারম্যান শাহরিয়র খান বলেন, এর আগে সলমন স্পট–ফিক্সিংয়ের অভিযোগ স্বীকার করেনি। সেইকারণেই তাঁকে একটা বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল সই করার জন্য। সলমন সেটায় সই করে বোর্ডের কাছে জমা দিয়েছে।''

পিসিবি সুপ্রিমো জানিয়েছেন ওই স্বীকারোক্তিটি আইসিসি–র দুর্নীতিদমন

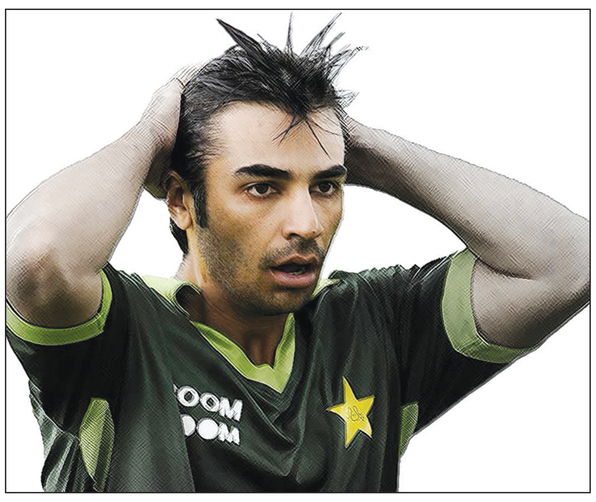

শাখা বা অ্যান্টি কোরাপশন অ্যান্ড সিকিউরিটি ইউনিট(এসিএসইউ)–এর কাছে পাঠানো হয়েছে। স্পট ফিক্সিং বা ক্রিকেট গড়াপেটায় পাকিস্তান যেমন ভুক্তভোগী তেমনই ভারতীয়দের খারাপ অভিজ্ঞতাও কম নয়। দেশের প্রাক্তন অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিন, অলরাউন্ডার অজয় জাদেজা, মনোজ প্রভাকরদের ক্রিকেট কেরিয়ার শেষ হয়ে গিয়েছে বেটিংয়ের অন্ধকারে। আজহার তো তার শততম টেস্ট ম্যাচ থেকে মাত্র এক ম্যাচ দূরে অর্থাৎ ৯৯ টেস্টেই নিজের ক্রিকেট জীবন শেষ করেছেন। হালফিলে রাজনীতিতে প্রবেশ করে সাংসদ হলেও সেই আক্ষেপ আজও ভুলতে পারেননি তিনি। একইভাবে অজয় জাদেজার মতো প্রতিশ্রুতিবান ভারতীয় ক্রিকেটার শুধুমাত্র এই গড়াপেটার জন্য ক্রিকেট বৃত্ত থেকে ছিটকে গিয়েছেন। অকালে কমেন্ট্রি বক্সে বসে সহখেলোয়াড়দের ম্যাচ রিপোর্ট দিতে দেখা গিয়েছে টিভিতে। একই অবস্থা হয়েছে প্রভাকরেরও। ভারতীয় বিশ্বকাপ জয়ী দলের অন্যতম তারকা পেসার শ্রীশান্তকে আইপিএলে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের অভিযোগে সাসপেন্ড হতে হয়েছে। প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেট কর্তা শ্রীনিবাসনও বেটিংয়ের ছায়া থেকে দূরে থাকতে পারেনি। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক হান্সি ক্রোনিয়ের বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুও বেটিংয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে বলে বিশ্বাস করে ক্রিকেট দুনিয়া। একই পরিণতি হয়েছিল পাকিস্তান দলের প্রাক্তন কোচ বব উলমারেরও। ওয়েস্ট ইন্ডিজে বিশ্বকাপ চলাকালীন অদ্ভুত ভাবে মৃত্যু হয় তাঁর। এতো কিছু নেতিবাচক ঘটনার মধ্যেও পাক তারকা সলমন বাটের এই স্বীকারোক্তি বা প্রাক্তন বাংলাদেশ অধিনায়কের মূল স্রোতে ফেরার আগ্রহও ক্রিকেটের প্রতি সম্ভ্রম বাড়াতে সাহায্য করবে।

স্টেডিয়ামের দাবি চুঁচূড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঘটা করে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়েছিল ২০১০ সালের ২৮ মার্চ। বরাদ্দ হয়েছিল ২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু এত বছরেও স্টেডিয়াম তৈরির কাজ ছিটেফোটা হয়েছে। অথচ চুঁচূড়া এবং সংলগ্ন এলাকার ক্রীড়াপ্রেমীদের দীর্ঘদিনের দাবি, শহরে একটি স্টেডিয়াম গড়া হোক। চন্দননগরের তালভাঙা থেকে জিটি রোড ধরে কিছুটা এগোলেই বাঁদিকে পড়ে স্টেডিয়ামের জমিটি। প্রায় ১৬ একর জমিটির বেশির ভাগ জায়গাই এখন বড় বড় ঘাস এবং জঙ্গল ঝোপে ঢাকা। আগের বামফ্রন্ট সরকারের কৃষিমন্ত্রী চুঁচূড়ার প্রাক্তন বিধায়ক নরেন দে ওই জমিতে নতুন করে স্টেডিয়াম তৈরিতে উদ্যোগী হন ২০০৬ সালে। তিনি একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করেন। নাম দেওয়া হয় চিনসুরা নেতাজি ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্ট। নরেনবাবুকে উৎসাহ দিয়েছিলেন তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী। ফের ২০১০ সালের ২৮ মার্চ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে স্টেডিয়াম তৈরির কাজের সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাক্তন ফুটবল প্রশিক্ষক পিকে বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অনেকে। কিন্তু এত দিনেও স্টেডিয়াম তৈরির মূল কাজ শুরু না হওয়ায় হতাশ শহরের মানুষরা। বর্তমানে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। তাদের

ভোজবাজির মতো সব স্টেডিয়াম সংস্কার করা সম্ভব নয়। তাই চুঁচূড়ায় কবে স্টেডিয়াম তৈরি হবে। সেদিকে এখন তাকিয়ে শহরের ক্রীড়াপ্রেমী মানুষরা।

খেলার মাঠের দাবি কোনও রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় গড়ে ওঠে না। সুস্থ স্বাভাবিক সমাজ গড়ে তোলার তাগিদে এই দাবি পরিলক্ষিত হয়। সেরকমই হুগলির চুঁচূড়াতেও স্থানীয়দের দাবি দলমত নির্বিশেষে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে খেলার মাঠ গড়ে তোলার আন্দোলনে। যাতে পিছনে থাকবে যাবতীয় রাজনৈতিক আকচা–আকচি। এভাবেই খেলার ওপর সমন্বয় করে অগ্রগামী হতে হবে ক্রীড়ার নামে শপথ করে। এটাই হয়ে উঠেছে এখন গণদাবি। এদিকে বিগত সরকার কি করেছে আর কি করতে পারেনি তা নিয়ে জল ঘোলা না করে বর্তমান সরকারের সদর্থক ভূমিকা চাইছে স্থানীয় বাসিন্দারা। মাঠে বল পেটাতে কে না চায়? তাতে কি তৃণমূল, সিপিএম বা বিজেপি লেখা থাকে? সকলের বাড়ির ছেলেপুলেরাই মাঠে গিয়ে নিজেদের সুসংহত ও শক্তিশালী করে তুলতে পারে ফুটবলের মাধ্যমে। তাছাড়া ফুটবলের পাশাপাশি এসব স্টেডিয়ামে ইন্ডোর গেমসেরও ব্যবস্থা করাও যেতে পারে অন্য জায়গা বের করে। এরকম উদাহরণ কলকাতা বা তার আশেপাশে ভুরি ভুরি রয়েছে। তাহলে কেন বাদ থাকবে চুঁচূড়া। তাই শহরবাসীর পক্ষে এই মাঠের আন্দোলনকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে।

ফুটবলে নিষেধাজ্ঞার কোপ এড়িয়ে জয় বলিভিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি: আঠেরো বছর পর কোপা আমেরিকায় ম্যাচ জিতল বলিভিয়া। গ্রুপ এ–র ম্যাচে ইকুয়েডরকে হারাল তারা। খেলার ফল বলিভিয়া ৩– ইকুয়েডর ২। ১৯৯৭ সালের পর লাতিন আমেরিকার সেরা টুর্নামেন্টে জিতল বলিভিয়া। প্রথম ৪৫ মিনিটেই জয় কার্যত নিশ্চিত করে ফেলে তারা। প্রথমার্ধেই এগিয়ে যায় ৩ গোলে। বিরতির আগে পেনাল্টি নষ্ট করে নিজেদের সমস্যা আরও বাড়ায় ইকুয়েডর। যদিও দ্বিতীয়ার্ধে দারুণভাবে ম্যাচে ফেরে ইনার ভ্যালেন্সিয়ার ইকুয়েডর। দুটো গোল করে বলিভিয়াকে চাপে ফেলে দেয় তারা। শেষপর্যন্ত অবশ্য লিড ধরে রাখতে সক্ষম হন রোনাল্ড র‍্যালডেসরা।

বলিভিয়া ভৌগলিক ভাবে ফুটবলের পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক ওপরে হওয়ায় ফুটবল খেলার মত পরিবেশ নেই বলিভিয়াতে। বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা ফিফা বলিভিয়াতে নিষিদ্ধ করেছে ফুটবল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বলিভিয়ার রাজধানীর উচ্চতা ৩,৬০০ মিটার। এত উঁচুতে ফুটবল খেলার জন্য যে দমের প্রয়োজন হয়, ওই পরিবেশে তা পাওয়া খুবই কঠিন। এমনকি অক্সিজেনেরও সমস্যাও প্রবল। এই পরিবেশেই প্রতিকূলতার সঙ্গে ফুটবল খেলে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিল বলিভিয়া। এই জয় শুধু বলিভিয়ার জয় নয়, জয় ফুটবলের। জয় ফুটবল উন্মাদনার। প্রখর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রবল ইচ্ছাশক্তির জয়। উল্লেখ্য, যে কোনও খেলার ক্ষেত্রেই সবথেকে বড় কথা হল তাতে অংশগ্রহণ করা। জয় পরাজয়টা অনেক পরের ব্যাপার। পৃথিবীর বৃহত্তম ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসর অলিম্পিকসেও এই প্রবাদ রয়েছে যে তাতে অংশগ্রহণ করাই গর্বের। কে জিতল আর কে হারল তা নিয়ে মাথা ঘামানো হবে পরে। বলিভিয়া কার্যত হাজারও প্রতিকূলতার মধ্যেও নিজেদের উচ্চাসনে তুলে ধরেছে এই প্রতিযোগিতায়। যে দেশে ফুটবল খেলা মৃত্যু

ডেকে আনতে পারে সেখানে কি ধরনের অদম্য মনোভাব থাকলে তবেই মাঠে নামা যায়। এদিক থেকে লাতিন আমেরিকায় কোপা আমেরিকায় অংশ নিয়ে বলিভিয়া নিজেদের ঝান্ডা তুলে ধরেছে। এরপর আবার মাঠের মধ্যে জয় এটা হল উপরি পাওনা। তাছাড়া বলিভিয়া, মেক্সিকো, ইকুয়েডর, চিলি প্রভৃতি দেশ মাফিয়াদের জন্য কুখ্যাত। এমনকি ফুটবলকেও এখানে বাজি রাখা হয়। যার সবথেকে বড় নিদর্শন বিশ্বকাপের পরে পরে এক তারকা ফুটবলার অ্যাস্কোবারকে মাফিয়াদের বুলেটে ঝাঁঝরা করে দেওয়া। এই ধরনের অন্ধকারময় জগতে থেকেও বলিভিয়া যে নিজেদের প্রমাণ করতে পেরেছে তার কৃতিত্বই আলাদা।

কোপা আমেরিকায় গোলের বন্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোপা আমেরিকায় রুদ্ধশ্বাস ড্র। সান্তিয়াগোতে মেক্সিকো বনাম চিলির ম্যাচ শেষ হল ৩–৩ গোলে। ম্যাচে দুবার সমতা ফিরিয়েও জিততে পারল না আয়োজক দেশ চিলি। ম্যাচের রাশ পেন্ডুলামের মত দুলেছে এক পক্ষ থেকে অপর পক্ষে। ইকুয়েডরকে হারিয়ে কোপা অভিযান শুরু করেছিলেন ভিদাল–রা। তাই সোমবার রাতে মেক্সিকো হারাতে পারলেই কোয়ার্টারে যাওয়া নিশ্চিত করে ফেলত চিলি। কিন্তু কাউন্টার অ্যাটাক থেকে গোল করে প্রথমে মেক্সিকোকে এগিয়ে দেন ভিসেন্টে ভুওসো। এক মিনিটের মধ্যেই সমতায় ফেরে চিলি। জুভেন্টাসের তারকা মিডফিল্ডার আরতুরো ভিদাল হেডে গোল করে ম্যাচে ফিরিয়ে আনেন আয়োজক দেশকে। রাউল জিমিনেজের গোলে ম্যাচে দ্বিতীয়বারের জন্য এগিয়ে যায় মেক্সিকো। কিন্তু বিরতির আগেই এডুয়ার্ডো ভার্গাসের গোলে ম্যাচে

দ্বিতীয়বারের জন্য সমতায় ফেরে চিলি। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে জাঁকিয়ে বসেন ভিদালরা। তার ফলও পায় চিলি। পেনাল্টি থেকে গোল করে ম্যাচে প্রথমবারের জন্য চিলিকে এগিয়ে দেন আরতুরো ভিদাল। পিছিয়ে পড়লেও লড়াই ছাড়েনি মেক্সিকো। ভুওসোর দ্বিতীয় গোল ম্যাচে ফেরায় মেক্সিকোকে। আশি মিনিটে অ্যালেক্সিস স্যাঞ্চেসের গোল অফ সাইডের কারণে বাতিল করে দেন রেফারি। ফুটবলের ইতিহাসে এত গোলের ছড়াছড়ি খুব কমক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। তার ওপর আবার লাতিন আমেরিকার মাটিতে এই ঘটনা ঘটার তাৎপর্যই আলাদা। সারা বিশ্বের ফুটবল মঞ্চে ইউরোপের আধিপত্য যদি কেউ রুখতে পারে তাহলে সে হল লাতিন আমেরিকার দেশ। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনার ফুটবল গরিমা নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। ইউরোপের জার্মান কিংবা ইতালির থেকেও এরা কোনও অংশে কম নয়। বরং কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাদের অতিক্রমও করে গিয়েছে অবলীলায়। ইউরোপের ছক বাধা ফুটবল তথা পাওয়ার প্রদর্শনে গোলের আধিক্যের চেয়েও বেশি গুরুত্ব পায় দলের জয়। অপরদিকে লাতিন আমেরিকার দেশগুলো শুধু নিজেদের জেতার জন্য মাঠে নামে না। সারা দুনিয়াকে ফুটবল আনন্দে মাতিয়ে তুলতে এদের জুড়ি মেলা ভার। অতএব এদের মাঠে গোলের ছড়াছড়ি হওয়া খুবই স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে ধরে নেওয়া যায়।

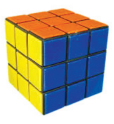

মনের খেয়াল

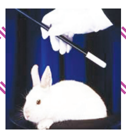

জীবনের মোড়

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

মফস্বল শহরের জীবন আইএসসি পরীক্ষা দিয়ে ফলাফল প্রকাশের অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছে। উচ্চাশা সেরকম কিছু নেই। বাবা বললেন, স্থানীয় কলেজে বিএসসি পড়লেই হবে, তারপর দেখা যাবে।

বিকালের দিকে ঘরে মন টেঁকে না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে আর এদিন ওদিক ঘোরাঘুরি করে। সুরেন্দ্রনাথ পার্কে ঢুকতেই চোখে পড়ল ওর ক্লাসমেট বিমলেন্দু তালুকদার মাঠের ঘাসের উপর কাগজপত্র ছড়িয়ে কী সব করছে।

জীবনকে দেখে প্রথমে কাগজপত্রগুলো লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করে। পরে জীবনকে বসতে বলে। বিমল ওকে জিজ্ঞাসা করে, এই শোন জীবন, যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বি? ইঞ্জিনিয়ারিং শব্দটা জীবনের কাছে নূতন, কৌতূহলী জীবনকে বিমল বোঝাবার চেষ্টা করে আর বলে, চল না যাদবপুরে, দু'জনে পড়লে বেশ মজা হবে।

জীবনের মনে উচ্চাশার অঙ্কুর জন্ম নেয়, বিমলকে বলে, তাহলে তোর প্রস্পেক্টাসটা একদিনের জন্য দে। বাবাকে বলে দেখি। বিমল বলল, ঠিক আছে নে, কিন্তু এটা ফেরত দিতে হোস্টেলে যাবি না, এখানে আসবি, কাল এই সময়ে।

বাবা–মা রাজী হন না। জীবন বলে, দরখাস্তটা না হয় দিতে দাও। পিতা বলেন জমা দেবার শেষ তারিখে তো দেরি নেই, এত অল্প সময়ের মধ্যে ফর্ম সংগ্রহ করে কি জামা দিতে পারবি?

জীবন দরখাস্তের ফর্মটা হাতে লিখে নকল করে আর পূরণ করে যাদবপুরে পাঠিয়ে দিল। রেক্টরকে অনুরোধ করে সঙ্গে একটা পত্রও জুড়ে দিল, হাতে লেখা হলেও যেন তার দরখাস্তটা কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করে।

জীবনের দরখাস্ত বিবেচিত হয়েছিল, ও ভর্তি হতে পারবে। সে রাতে জীবন ঘুমোতে পারে নি। মনের মধ্যে ভেসে উঠছিল মায়ের করুণ মুখটা, অত দূরে পড়তে যাবি? সেই সঙ্গে উঁকি মারছিল আর একটি গ্রাম্য বালিকার কচি মুখ, আমাকে ছেড়ে অত দূরে পড়তে যেতে তোর ভাল লাগবে?

শেষ পর্যন্ত জীবন যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বার সুযোগ পেয়েছিল। জীবনের অনেকগুলো মোড় পেরিয়ে সেই জীবন এখন জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে আপসোস করে, ওর সেই বন্ধু বিমলেন্দু এখন কোথায় তা ওর জানা নেই!

তোমরাও এমন ছোট ছোট গল্প ও কবিতা পাঠাও। ভালো হলে ছাপা হবে তোমাদের এই মনের খেয়াল বিভাগে। নাম জানাতে ভুলো না কিন্তু।

কাঠবিড়ালীর হনিমুন

সন্তোষকুমার সরকার

এক যে ছিল কাঠবিড়ালী
ঘুরতো সে হেথা হোথা
কিচ্ কিচ্ শব্দে ছুটত
কাঁপা তো বাড়ির দেওয়ালটা।
কয়দিন ওর দেখা নেই,
মনটা আমার উতলা তাই।
জিজ্ঞাসি আমি মনে মনে
ও–কী চলে গেল অন্য বনে।
ও বাব্বা। একদিন দেখি
ওর পেছনে আর একটা কাঠবিড়ালী।
তবে সে বড় ছোট, পাল্লা দিয়ে
পিছে ছোটে।

ধাঁধা

একটি মেয়ে একটি মন্দির দেখতে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে তার ইচ্ছা হল মন্দিরে পুজো দেবে। মন্দিরের সামনেই একজন বসে ফল বিক্রি করছিল। মেয়েটি এক জোড়া কলা কিনে নিয়ে গিয়ে মন্দিরে বিগ্রহকে পুজো দিল আর বিগ্রহের সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে মনে মনে বলল, 'ঠাকুর আমার এই সামান্য পুজো গ্রহণ কর।'

উপরের ঘটনাটিতে দুটি আলাদা আলাদা শব্দ আছে, যে শব্দ দুটি জুড়লে এই শহরের একটা বিখ্যাত মঞ্চাগারের নাম তৈরি হবে। বল তো সেই নামটা কি?

উত্তর পাঠাও ২৬ তারিখের মধ্যে এসএমএস বা ইমেলে

গত সংখ্যার উত্তর : জয়ন্ত আর পিন্টু

উথ্যান মন্ডল, নবম শ্রেণি

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

Owner: Nikhil Banga Kalyan Samity. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী : নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। প্রকাশক ও মুদ্রক : সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা : ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৪৭৯–৮৫৯১, ই-মেল–alipur_barta@yahoo.co.in, সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক।